বিশ্বনবীর স. মু'জিযা

ওয়ালিদ আল-আযামী

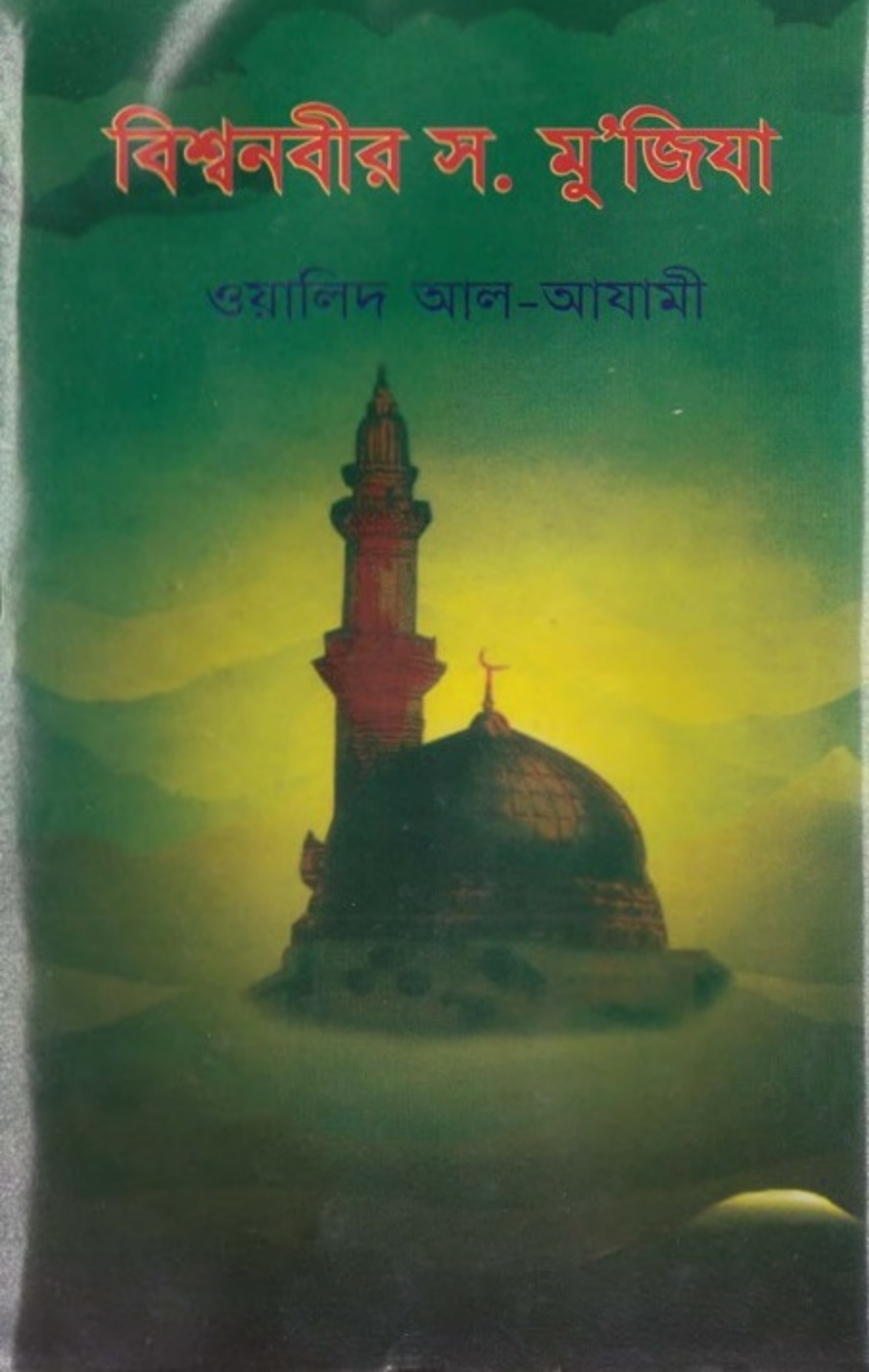

বিশ্বনবীর (স) মু'জিযা

ওয়ালিদ আল-আজামী
অনুবাদ ঃ আবদুল কাদের

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

www.pathagar.com

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ১৭৪

১ম প্রকাশ ঃ এপ্রিল ১৯৯২

৪র্থ প্রকাশ

শাবান	১৪৩০
শ্রাবণ	১৪১৬
জুলাই	২০০৯

বিনিময় ঃ ১১৬.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

معجزات سرور عالم -এর বাংলা অনুবাদ

BISHWA NABIR (S:) MOZEJA by Waled Al-Azami. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Price : Taka 116.00 Only.

www.pathagar.com

সূচীপত্র

আবু জেহেলের পাথর ১
আবু জেহেল এবং আরাশি ২
রুকানার সঙ্গে কুস্তি ৪
তোফয়েলের মশাল ৫
চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়া ৭
হাম্মালাতাল হাতাব ৮
কোরেশের সহিফা ৯
লেখা পড়া ১২
গীর্জা ঘরের বাঘ ১৩
আল-আসরা এবং মিরাজ ১৫
নবীর (সাঃ) হিজরত ২১
উম্মে মা'বাদের তাঁবু ২৩
সুরাকার ঘোড়া ২৫
উকাশার (রাঃ) তরবারী ২৭
নওফিলের বর্শা ২৮
সালমার (রাঃ) তরবারী ২৯
ঝুলন্ত হাত ৩০
হযরত আব্বাসের (রাঃ) ফিদিয়া ৩১
কাতাদার (রাঃ) চোখ ৩২
রাসূলের (সাঃ) হাতে নিহত ব্যক্তি ৩৩
কাযমানের আত্মহত্যা ৩৫
আব্দুল্লাহর (রাঃ) তরবারী ৩৬
কুলসুমের মাজবুহ ৩৬
নবীর (সাঃ) ধনু ৩৭
প্রস্তুরময় ভূমি ৩৮
বশির কন্যার খেজুর ৩৯
জাবেরের (রাঃ) খাবার ৪০
খন্দকের পাথর ৪১
আমের বিন আকওয়ার শাহাদাত ৪২
আবুল ইয়াসারের জন্য রাসূলের (সাঃ) দোয়া ৪৪
বিষমিশ্রিত বকরী ৪৫
আল-আসওয়াদ রাখাল ৪৬
আলীর (রাঃ) চোখ ৪৭
সালমানের খেজুর ৪৮

www.pathagar.com

ইহুদীদে
ফাসিক আবু আ
রাসূল (সাঃ) ভীতি
উমায়েরের ইসলাম গ্রহণ ৫৩
দুই উটের ঘটনা ৫৬
ইহুদীদের ষড়যন্ত্র ৫৭
আবু আয়াশের (রাঃ) ঘোড়া ৫৮
নবুয়তের বাতি ৫৯
উতবার (রাঃ) খোশবু ৬০
ওহোদ পাহাড়ের কম্পন ৬১
ফুয়ায়েকের অন্ধত্ব মোচন ৬১
পরিত্যক্ত কূপ ৬২
মশকের পানি ৬৪
চামড়ার পাত্রের পানি ৬৬
পরাজিত কুবাছ ৬৭
লাঞ্ছনাশীল মৃত্যু ৬৯
শহীদ মহিলা ৭০
রাসূলে পাকের (সাঃ) জ্ঞাত থাকা ৭১
খেজুর বৃক্ষের হাহুতাশ ৭২
রাসূলের (সাঃ) দোয়া ৭৩
জাবেরের (রাঃ) পিতার ঋণ ৭৪
সফরের খানা ৭৫
সমুদ্রে সফরকারিনী ৭৬
উমাইয়া বিন খালফকে হত্যা ৭৭
আবু রাফে ইহুদীকে হত্যা ৭৯
মুহাম্মদ (রাঃ) বিন হাতিব ৮১
সুদর্শন আমর (রাঃ) ৮১
জবিহা ওয়ালা ৮২
চিমটি দেওয়াকারী ৮৩
মাসয়াদার হত্যাকারী ৮৩
চক্ষুষ্মান মুজাহিদ ৮৪
হাতিবের পত্র ৮৬
আত্তাব ও হারিছের ইসলাম গ্রহণ ৮৮
সায়াদের ব্যাধি ৮৯
সকল মূর্তিই নিপতিত হলো ৯০
ফুজ্জলাহ (রাঃ) বিন উমায়ের ৯১
শাদীর তোহফা ৯২

www.pathagar.com

আহলে সুফ্‌ফার দুখ ৯৩
আবু মাহজুরাহ মুয়াজ্জিন ৯৫
ইয়াওমে হুনাইন ৯৭
ক্ষত মাথা ৯৮
মওতা যুদ্ধের শহীদবৃন্দ ৯৯
কুন আবা খায়ছামা (রাঃ) ১০৩
কূপ ও মেঘ ১০৬
রাসূলের (সাঃ) উটনী ও মুনাফিক ১০৮
আবু যরের (রাঃ) শান ১০৯
মুশাককাক উপত্যাকার পানি ১১১
বিলালের (রাঃ) খাবার ১১২
বনি সায়াদের কূপ ১১৪
হাতের আলো ১১৫
খালিদ (রাঃ) এবং উকিদির ১১৭
ইসলামের শহীদ উরওয়াহ বিন মাসউদ (রাঃ) ১১৯
আমের ও ইরবিদ ১২০
বাবিলের মহল্লা ১২২
নাবেগার দাঁত ১২৬
ছা'লাবার জন্য আফসোস ১২৮
আল-হাদিউল মাহদী ১৩২
উম্মে সুলাইমের বিয়ের পাত্র ১৩৩
ওয়াবিসাহ (রাঃ) আসাদীর ঘটনা ১৩৪
তায়ামুল জানাযাহ ১৩৫
ছুরাদ বিন আব্দুল্লাহ আল ইযদির মদীনা আগমন ১৩৬
ইবনে নাবিহ আল-হাজলীকে হত্যা ১৩৮
ছামামা নামক কয়েদী ১৪০
রাসূলুল্লাহর (সাঃ) তরবারী ১৪২
পাথরের তসবিহ পাঠ ১৪৫
জুনদুব ও যাদুকর ১৪৭
সোহায়েল (রাঃ) বিন আমরের স্থান ১৪৮
ফাতিমার (রাঃ) হাদীস ১৪৯
উটের অভিযোগ ১৫০
হরিণীর ঘটনা ১৫১
গ্রন্থপঞ্জী ১৫২

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আবু জেহেলের পাথর

হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস বলেছেন, "রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন কোরেশের এক সমাবেশ থেকে বাইরে বেরুলেন এবং চলে গেলেন তখন আবু জেহেল বলল, " হে কোরেশরা। তোমরা দেখেছ, মুহাম্মদ (সঃ) আমাদের ধর্মের দোষ খুঁজে বেড়ায়, আমাদের বাপ–দাদাদের মিথ্যা অপবাদ দেয়, আমাদের খোদাদেরকে খারাপ বলে এবং আমাদের অকীদা–বিশ্বাসকেও অমর্যাদাকর বলে মনে করে, কোন অবস্থাতেই সে এসব থেকে বিরত থাকে না। আমি আল্লাহ তায়ালার কসম করে বলছি, আগামীকাল আমি এমন একটি পাথর নিয়ে আসবো যা সে উত্তোলন করতে পারবে না। অতপর সে যখন সিজদায় মাথা রাখবে তখন আমি সেই পাথর তার মাথার ওপর রেখে দেব। তোমরা চাইলে আমাকে বাধা দিতে পার। চাইলে আমার হাত ধরে রাখতে পার এবং বনু আবদি মান্নাফ অতপর যা ইচ্ছা তাই করতে পারে।"

তারা বললো, "খোদার কসম। তুমি যা ইচ্ছা তাই করতে পার। আমরা অবশ্যই তোমাকে বাধা দিবনা।" সকাল হলে আবু জেহেল নিজের কথা অনুযায়ী একটি ভারী পাথর উত্তোলন করলো এবং রাসূলের অপেক্ষায় বসে রলো। রাসূলে করিম (সঃ) নিজের অভ্যাস অনুযায়ী খুব প্রত্যুষে কা'বা শরীফ পৌছলেন।

মক্কায় হুজুরের (সঃ) কিবলা ছিল বাইতুল মুকাদ্দাস। তিনি যখন নামাজের জন্য দাঁড়াতেন তখন রুকনে ইয়ামানী এবং হাজরে আসওয়াদের মধ্যবর্তী স্থানে দাঁড়াতেন। এমনিভাবে কাবা ঘরও তাঁর সামনে থাকতো এবং প্রথম কিবলাও। অতপর যখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নামাজের জন্য দাঁড়ালেন তখন কোরেশরা নিজেদের মজলিসে বসে আবু জেহেলের কাজ অবলোকনের লক্ষ্যে অপেক্ষমান রলো। রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন সিজদায় গেলেন আবু জেহেল তখন পাথর উচিয়ে তাঁর দিকে অগ্রসর হলো। যখন তাঁর নিকট পৌছলো তখন এক আশ্চর্য ধরনের অবস্থা হয়ে গেল। সে পরাজিত হয়ে পিছু হটে এলো। তার বিবর্ণ অবস্থা। তার চেহারায় ভীতির ছায়া। তার হাত থেকে পাথর পড়ে গেল এবং সে কাঁপতে লাগলো। কোরেশরা তার কাছে গেল এবং বললো, আবুল হাকাম! "তোমার কিহয়েছে।"

জবাবে সে বললো, "গতরাতে বর্ণিত ইচ্ছানুযায়ী আমি মুহাম্মদের (সঃ) দিকে অগ্রসর হলাম। আমি যখন তার নিকট পৌছলাম তখন আমার সামনে এক উট এসে হাজির। খোদার কসম। আমি এ ধরনের উট কখনো দেখিনি। এমন চুট এমন ঘাড় এবং এমন ভয়ংকর দাঁত আমি কখনো কোন উটের দেখিনি। এই উট আমাকে খেয়ে ফেলতেচাচ্ছিল।"

www.pathagar.com

আবু জেহেল এবং আরাশি

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন, খোদার দুশমন আবু জেহেল বিন হিশাম রাসূলুল্লাহর (সঃ) প্রতি মারাত্মক ধরনের শত্রুতা পোষণ করতো। আল্লাহ তায়ালা হুজুরে আকরামের (সঃ) মাধ্যমে আবু জেহেলকে কয়েকবারই অপমানিত করেছেন। এসব ছিল বিশ্ব নবীর (সঃ) মুজিযাহ। ইবনে ইসহাক বলেছেন, আমর থেকে আবদুল মালিক বিন আবদুল্লাহ বিন আবু সুফিয়ানুছ ছাকাফি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি অত্যন্ত মুখস্থ শক্তি ওয়ালা বুজর্গ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বলেন, "আরাশির বস্তি থেকে এক ব্যক্তি উটসহ মক্কা এলো। আবু জেহেল তার নিকট থেকে উট কিনলো এবং মূল্য আদায় করতে অস্বীকৃতি জানালো। নিরাশ হয়ে আরাশি কোরেশের মজলিসে এলো এবং তাদের সাহায্য চাইলো। সে বললো, "হে কোরেশরা! অমি একজন অপরিচিত মুসাফির। আবুলহাকাম বিন হিশাম আমার হক মেরে দিয়েছে। কে আছে যে আমার হক আদায় করে দেবে।" সে সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ) মসজিদের এক কোণায়বসেছিলেন।

মজলিসের লোকজন আরাশিকে বললো, "ঐ যে লোকটি কোণায় বসে আছে, তাকে কি তুমি দেখছো। সে-ই তোমার অধিকার আদায় করে দিতে পারে।" কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার ছিল ভিন্ন। আবু জেহেল হুজুরে আকরামের (সঃ) প্রতি কঠোর শত্রুতা পোষণ করতো। হুজুর (সঃ) অপমানিত হোক এটাই তারা চাচ্ছিলো এবং মুসাফিরের সঙ্গে মশকরা করছিল। আরাশি রাসূলের (সঃ) নিকট গিয়ে বললো, "হে আল্লাহর বান্দাহ! আবুল হাকাম বিন হিশাম আমার হক মেরে দিয়েছে এবং আমি একজন অপরিচিত মুসাফির। ঐসব লোককে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, আমার হক কে আদায় করে দিতে পারে। তারা আপনার (সঃ) দিকে ইশারা করেছে। অতএব, আপনি আমার হক আদায় করে দিন। আল্লাহ আপনার ওপর রহম করবেন।"

প্রিয় নবী (সঃ) সেই সময়ই উঠে দাঁড়ালেন এবং তার সঙ্গে রওয়ানা হলেন। কোরেশরা তা দেখে নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে বললো, "হে অমুক ব্যক্তি। তাদের পেছনে পেছনে যাও এবং কি তামাশা হয় তা দেখে এসো।"

রাসূলুল্লাহ (সঃ) অপরিচিত লোকটিকে সঙ্গে নিয়ে আবু জেহেলের বাড়ী গেলেন এবং দরজার কড়া নাড়লেন। সে বললো, "কে?" জবাব দিলেন "আমি মুহাম্মদ। একটু বাইরে এসো"। আবু জেহেল বাইরে এলো। তখন তার রং ছিল ফ্যাকাশে এবং তাকে নিষ্প্রাণ মনে হচ্ছিল। তিনি (সঃ) বললেন, "এই ব্যক্তির হক আদায় করো।"

www.pathagar.com

আবু জেহেল বললো, "ঠিক আছে। আমি তার হক এখনই আদায় করছি। এ কথা বলে সে ঘরে গেল। অর্থ নিয়ে বাইরে এলো এবং আরাশির হাতে তা তুলে দিল। হুজুর (সঃ) আরাশিকে বললেন, "ঠিক আছে ভাই, আল্লাহ হাফেজ।" এ কথা বলেই তিনি রওয়ানা হলেন। আরাশি কোরেশের মজলিশের পাশ দিয়ে গমনকালে বললো, "আল্লাহ তায়ালা তাকে উত্তম প্রতিদান দিন। খোদার কসম! তিনি একজন মহান ব্যক্তি। তিনি আমার হক আদায় করে দিয়েছেন।"

কিছুক্ষণ পর আবু জেহেলও মজলিশে এলে লোকজন তাকে বললো, "তুমি ধ্বংস হও। তোমার কি হয়েছিল।" খোদার কসম, তুমি যা করেছ, তা আমরা কখনো আশা করিনি।" তাদের কথা শুনে আবু জেহেল বললো, "তোমাদের ধ্বংস হোক। খোদার কসম। যেই সে আমার দরজায় কড়া নাড়লো এবং আমি তার আওয়াজ শুনলাম তখন আমার ওপর ভীতি ছেয়ে গেল। অতপর আমি দরজা খুলে বাইরে এসে দেখি তার মাথার ওপর একটি নর উট। উটটির চুট, ঘাড় এবং দাঁত এমন যা কখনো কোন উটে দেখিনি। খোদার কসম! আমার মনে হলো, আমি যদি অস্বীকৃতি জানাই তাহলে সেই উট আমাকে খেয়ে ফেলবে।"

www.pathagar.com

ইবনে ইসহাক ইসহাক বিন ইয়াসারের উদ্ধৃতি দিয়ে এক রাওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। রুকানা বিন আবদি ইয়াযিদ বিন হাশিম বিন আব্দুল মুত্তালিব বিন আবদি মান্নাফ কোরেশের সবচেযে বেশী শক্তিশালী ব্যক্তি ছিল। সে ছিল বড় পাহলোয়ান এবং কুস্তির মার-প্যাচ ভালোভাবেই জানতো। একদিন মক্কার এক বিরান গিরিপথে রুকানা রাসূলে আকরামের (সঃ) সামনাসামনি হয়ে গেল। হুজুর (সঃ) তাকে বললেন, 'হে রুকানা! তুমি আল্লাহকে ভয় এবং আমি যে জিনিসের দাওয়াত দেই তা গ্রহণ কর না কেন?

রুকানা বললো, "আমার যদি বিশ্বাস হতো যে আপনি যা বলেন তা সত্য তাহলে অবশ্যই আপনার আনুগত্য করতাম।" হুজুর (সঃ) বললেন, "কুস্তিতে আমি যদি তোমাকে হারিয়ে দেই, তাহলে তুমি কি আমার কথা সত্য হিসেবে মেনে নেবে?" সে বললো, "নিশ্চয়ই মেনে নেবো। এসো, শক্তি পরীক্ষা করা যাক।"

হুজুর (সাঃ) বললেন, "ঠিক আছে, এসো।" রুকানা হুজুরের (সঃ) সঙ্গে কুস্তির জন্য উঠে দাঁড়ালো। হুজুর (সঃ) তাকে খুব জোরের সঙ্গে ধরলেন এবং কাবু করে ফেললেন। অতপর তাকে পটকে ফেললেন। সে খুব হাত-পা ছুড়লো। কিন্তু সবই বেকার। সে বললো "মুহাম্মদ (সঃ) আরেকবার লড়াই করতে হবে।" তিনি বললেন, "আচ্ছা ঠিক আছে। আবারো চেষ্টা করে দেখ।" তিনি তাকে দ্বিতীয়বারও হারিয়েদিলেন।

মক্কার রুস্তম দু'বার হেরে যাওয়ার পর আশ্চর্য হয়ে বলতে লাগলো, "হে মুহাম্মদ! কি আশ্চর্যের কথা যে আপনি আমাকে হারিয়ে দিয়েছেন। তিনি বললেন, "তুমি চাইলে এর থেকেও বেশী আশ্চর্যের ব্যাপার তোমার সামনে পেশ করতে পারি। কিন্তু শর্ত হলো, তোমাকে আল্লাহকে ভয় করতে হবে এবং নিজের ভূমিকা পরিবর্তন এবং আমার আনুগত্য করতে হবে।" রুকানা বললো, "তার চেয়ে বেশী আশ্চর্যের বস্তু আর কি হতে পারে যা আপনি আমাকে দেখাতে চান।"

তিনি বললেন, "ঐ বৃক্ষ যা তুমি দেখছো তা আমি ডাকবো এবং সে আমার দিকে আসবে"। সে বললো ঠিক আছে, ডাকুন। অতপর তিনি বৃক্ষকে ডাকলেন এবং সে তাঁর দিকে রওয়ানা দিল। এমনকি তাঁর নিকটে এসে থেমে গেল। তারপর তিনি তাকে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। সে তার স্থানে ফিরে গেল। রাবী বর্ণনা করেন যে, রুকানা এই মুজিযা দেখে নিজের কওমের নিকট গিয়ে বললো, "হে বনি আবদি মান্নাফ! তোমরা দুনিয়ার সকল যাদুকরের সংগে মুকাবিলা করতে পার। খোদার কসম। আমি তার থেকে বড় যাদুকর কখনো দেখিনি। অতপর সে নিজের কাহিনী বর্ণনা করলো।

www.pathagar.com

তোফায়েলের মশাল

ইবনে ইসহাক বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) নিজের কওমকে কুফর ও জাহেলীর অন্ধকার থেকে বের করার বিরামহীন প্রচেষ্টা চালাতেন। তিনি তাদের কল্যাণকামী ও ও মুক্তির আকাঙ্খী ছিলেন। কোরেশরা এই নসিহতের জবাবে হজুরের (সঃ) জীবনের দুশমন হয়ে গেল। তারা তাঁকে খতম করে ফেলতে চাচ্ছিলো। কিন্তু তাঁর প্রতি আল্লাহর নিরাপত্তা ছিল। কোরেশরা তাঁর (সঃ) দাওয়াতের পথ বন্ধ করার জন্য অনেক পরিকল্পনা আটলো। এই পরিকল্পনার মধ্যে একটি এমন ছিল যে, যখন কোন মেহমান অথবা মুসাফির বাহির থেকে হজ্জ অথবা কারবারের জন্য মক্কায় প্রবেশ করতো তখন তাকে হজুর (সঃ) থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দিত এবং তাঁর বিরুদ্ধে লোকদের মনে ঘৃণা সৃষ্টি করতো।

তোফায়েল বিন আমর ছিলেন দাওস গোত্রের সম্মানিত নেতা ও প্রখ্যাত কবি। তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন, যখন তিনি মক্কায় প্রবেশ করলেন তখন কোরেশ সরদাররা তাকে স্বাগত জানালো এবং বললো, "হে তোফায়েল, তুমি আমাদের শহরে এসেছো। আমরা তোমাকে খোশ আমদেদ জানাচ্ছি এবং তোমাদের কল্যাণের জন্য পরামর্শ দিয়ে বলছি যে, আমাদের একজন যুবক সম্পর্কে তোমাকে সতর্ক থাকতে হবে। তার কাজ কাম বর্তমানে অনেকটা ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সে আমাদের কওমের মধ্যে ভাঙ্গন ধরিয়েছে। আমাদের শৃংখলা নষ্ট করে দিয়েছে। তার কথা যাদুর মত। পিতা-পুত্র, ভাই-ভাই এবং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তার কথায় বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হয়। আমরা ভয় করছি, যে মুসিবত আমাদের ওপর আপতিত হয়েছে তার শিকার আবার তোমরা না হয়ে বসো। মোট কথা তুমি তার সঙ্গে কথাও বলবে না এবং তার কোন কথা শুনবেও না।

আল্লাহর কসম। কোরেশ নেতৃবৃন্দ এমনভাবে তাকিদ দিল যে, আমি তাদের কথা সত্য বলেই মেনে নিলাম এবং সিদ্ধান্ত নিলাম যে, 'সাহিবে কোরেশ' (মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ)-এর কোন কথাতো শুনবোই না বরং তার সাথে কোন কথাও বলবো না। আমি আমার কানে তুলো দিয়ে মসজিদে যেতাম। আমার ভয় ছিল, তার যাদু আমার মাথায় না ভর করে বসে।

এক সকালে আমি মসজিদে এসেছি। সে সময় কাবা শরীফের নিকট রাসূলুল্লাহকে (সঃ) নামাজে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখলাম। আমি তাঁর নিকট দাঁড়িয়ে গেলাম। খোদার এমন কাজ। আমি তাঁর মুখ থেকে কিছু কালাম শুনলাম। এই কালাম বা বাণী খুবই সুন্দর বাণী ছিল। আমি সগতোক্তি করে বললাম, "আমার মা আমার জন্য কাঁদুক। আমি কেমন কাজ করছি। আল্লাহর কসম। আমি আকলমন্দও এবং কবিও। ভালো-মন্দের মধ্যে আমিতো ভালোভাবেই পার্থক্য করতে পারি।

www.pathagar.com

তাহলে ঐ ব্যক্তির কথা শুনায় দোষ কি? তার কথা আমার শুনা উচিত। ভালো কথা হলে তা কবুল করে নিব। আর খারাব হলে প্রত্যাখ্যান করবো।"

তোফায়েল আরো বর্ণনা করেন, আমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। রাসূলুল্লাহ (সঃ) নামাজ শেষ করে বাড়ীর দিকে চলে গেলেন। আমিও তাঁর (সাঃ) পিছনে পিছনে গেলাম। তিনি নিজের ঘরে প্রবেশ করলেন। আমি কড়া নাড়লাম এবং ভেতরে চলে গেলাম। আমি বললাম, 'হে মুহাম্মাদ! 'আপনার কওম আপনার ব্যাপারে অনেক কিছু বলেছে। তারা এত প্রোপাগ্রান্ডা চলিয়েছে যে, আমি তাতে প্রভাবিত হয়ে পড়েছি। আপনার কথা যাতে আমার কানে প্রবেশ না করে সে জন্য আমি সদা সন্ত্রস্ত রয়েছি। এ জন্য আমি কানে তুলো পর্যন্ত দিয়ে রেখেছি। কিন্তু আল্লাহর মঞ্জুর ছিলো যে আমি আপনার কথা শুনি। বস্তুতঃ আমি আপনার কথা শুনেছি এবং তা আমার ভালো লেগেছে। অতএব, আপনি আপনার দাওয়াত পরিচিতি দিন। সুতরাং হুজুরে আকরাম (সঃ) আমার সামনে ইসলামের দাওয়াত পেশ এবং কুরআনে হাকিম তিলাওয়াত করলেন। খোদার কসম! আমি জীবনে এত ভালো কথা আর শুনিনি। তার থেকে বেশী ইনসাফপূর্ণ কথা এর আগে আর আমার নিকট পৌছেনি।

তোফায়েল বলেন, আমি ইসলাম কবুল করলাম এবং কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করে ভবিষ্যতে শাহাদাতে হকের দায়িত্ব পালনের ওয়াদা করলাম। আমি আরজ করলাম, "হে আল্লাহর নবী! আমি নিজের কওমে অত্যন্ত সম্মানিত হিসেবে বিবেচিত এবং আমার কথা সকলেই মানে। এখন আমি নিজের কওমের নিকট ফিরে যাচ্ছি। তাদেরকে আমি ইসলামের দাওয়াত দিব। আপনি আমার জন্য দোয়া করুন যাতে তিনি আমাকে এমন কোন নিশানা দান করেন যা দাওয়াতে হকের কাজে আমার সাহায্যকারী হয়। হুজুর (সাঃ) দোয়া করলেন, 'আল্লাহুম্মাজয়াল লাহু আয়াতান' অর্থাৎ হে আল্লাহ! তাকে কোন নিশানী (কারামত) দান কর।

আমি আমার কওমের কাছে ফিরে এলাম। এক পাহাড়ের চূড়ায় উঠলাম। যেখান থেকে কবিলার ঘর-বাড়ী নজরে পড়ছিল। হঠাৎ করে আমার কপালের ওপর দু'চোখের মাঝখানে মশালের মত আলো জ্বলছিল। আমি দোয়া করলাম, 'হে আল্লাহ! এই আলো আমার চেহারার পরিবর্তে অন্য কোন বস্তুতে সৃষ্টি করে দিন। কেননা, আমার কওমের জাহেলরা একে রোগ আখ্যা দিয়ে বলবে বাপ-দাদার দীন পরিত্যাগ করার কারণে এটা হয়েছে। অতপর এই আলো চেহারা থেকে আমার লাঠির মাথায় চলে এলো। কওমের লোকজন দূর থেকে দেখলো যেন মোববাতি জ্বলছে। আমি উঁচু থেকে তাদের দিকে নেমে আসছিলাম এবং সকলেই দেখছিলো। এমনকি অন্ধকার রাতে সফর করে আমি বাড়ী পৌছলাম।

www.pathagar.com

চাঁদ দ্বিখন্ডিত হওয়া

ইমাম বুখারী (রঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী করিমের (স।ঃ) পবিত্র যুগে চাঁদ দ্বিখন্ডিত হয়ে গিয়েছিল।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন হুজুরের (সাঃ) যুগে চাঁদ ফেটে দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। প্রিয়নবী (সাঃ) লোকদেরকে বললেন, সাক্ষী থেকো যে, চাঁদ দুই টুকরা হয়ে গেছে।'

আনাস বিন মালিক (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, মক্কাবাসী রাসুলে পাকের (সাঃ) নিকট কোন নিশানী দেখানোর দাবী করতো। এজন্য তিনি আল্লাহর নির্দেশে তাদেরকে এই নিশানী দেখালেন যে চাঁদ দুই টুকরা হয়ে গেল।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)–এর বর্ণনাতেও নবীর (সাঃ) যুগে মক্কায় অবস্থানকালে চাঁদ দ্বিখন্ডিত হওয়ার ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

হাম্মালাতালহাতাব

ওয়ালিদ নিব কাছির আবু বদরস থেকে এবং তিনি হযরত আসমা বিনতে আবি বকর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, হুজুরে আকরামের ওপর যখন সুরায়ে تَبَّتْ يَدَا اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ নাযিল হলো তখন আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামিল বিনতে হারব অগ্নিশর্মা হয়ে গেল। ক্রোধান্বিত অবস্থায় সে হুজুরের (সাঃ) অনুসন্ধানে বের হলো। তার হাতে ছিল পাথর এবং সে গান গাচ্ছিল'

مُذَمَّمًا اَبَيْنَا وَدِيْنَهُ قَلَيْنَا وَاَمْرَهُ عَصَيْنَا

হুজুর (সাঃ) মসজিদে অবস্থান করছিলেন এবং হযরত আবু বকরও তাঁর পাশে বসে ছিলেন। হযরত আবু বকর এই খোদার দুশমনকে আসতে দেখে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! এই হতভাগিনী আসছে। আমি ভয় পাচ্ছি যে সে আপনার গায়ে হাত তুলতে এবং বেয়াদবী করতে পারে। তিনি বললেন, 'চিন্তা করোনা। সে আমাকে দেখতে পাবেনা' এবং তিনি কুরআন মজিদ তিলাওয়াত শুরু করলেন। আল্লাহ তায়ালা কুরআন মজিদে ইরশাদ করেছেন, হে নবী! আপনি যখন কুরআন মজিদ তিলাওয়াতে মশগুল হন তখন আমি আপনার ও আখিরাত অস্বীকারকারীদের মধ্যে স্পষ্ট পর্দা লটকিয়ে দিয়ে থাকি। (সুরায়ে বনি ইসরাইল–৪৫ আয়াত)

উম্মে জমিল এগিয়ে এলো এবং হযরত আবু বকরকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করলো, আবু বকর তোমার সঙ্গী কোথায়, সে আমাকে গালি দিয়েছে। আবু বকর (রাঃ) তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন, 'এই বাইতুল্লাহর মালিকের কসম! আমার সঙ্গী তোমাকে মোটেই গালি দেয়নি।' একথা শুনে সে ফিরে গেল। হুজুরকে (রাঃ) সে দেখতেই পেলনা এবং একথা বলতে বলতে ঘরে ফিরে গেলো, 'কোরায়েশরা ভালোভাবেই জানে যে আমি তাদের সরদারের কন্যা।'

www.pathagar.com

কোরেশের সহিফা

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন, "কোরেশের সকল গোত্র বনু হাশেম ও বনু মুত্তালিবের বিরুদ্ধে দস্তাবেজ লিখে কাবা শরীফে লটকিয়ে দিল। তারপর কোরেশের সকলেই বনু হাশেম ও বনু মুত্তালিবের সঙ্গে সামাজিক বয়কট শুরু করলো। সে সময় তারা এক উপত্যকায় চলে গেলেন যাকে শোয়েবে আবি তালিব অথবা আবু তালিবের উপত্যকা বলা হয়ে থাকে।

এই অপ্রচলিত ও নির্যাতনমূলক চুক্তির বিরুদ্ধে কোরেশেরই কিছু মানুষ প্রতিবাদ জানালো। শোয়েবে আবি তালিবে অবরোধমূলক নির্যাতন কালে হিশাম বিন আমর আন-নাজলা বিন হাশেম বিন আবদি মান্নাফের ভ্রাতুষ্পুত্র ছিল। যেহেতু তার পিতা আমর নিব রবিয়া এবং নাজলা বিন হাশেম একই মায়ের পুত্র ছিল। এমনিতে হিশামের বনি হাশিমের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। এই ব্যক্তি ছিল অত্যন্ত সম্মানিত এবং খোদা তাকে অনেক গুণ ও মর্যাদা দিয়েছিলেন। রাতের বেলায় তিনি কোরেশ সরদারদের লুকিয়ে খানা পিনার জিনিসপত্র এনে উটের ওপর বোঝাই করতেন এবং উপত্যকার নিকট গিয়ে উটের রশি ছেড়ে দিতেন। অতপর উটকে উপত্যকার দিকে হাঁকিয়ে দিতেন। কখনো খাদ্যদ্রব্য আবার কখনো অন্য প্রয়োজনীয় বস্তু এই শরীফ ব্যক্তি শোয়েবে আবি তালিবে অবরুদ্ধদের নিকট পৌছাতেন। ইবনে ইসহাক আরো বর্ণনা করেছেন যে, হিশাম একদিন যোহায়ের বিন আবি উমাইয়া বিন মুগিরার নিকট গেলেন। যোহায়েরের মা আতিকা বিনতে আবদুল মুত্তালিব নবীয়ে আকরামের (সাঃ) ফুফু ছিলেন। হিশাম তাকে বললো, "হে যোহায়ের। তুমি পেট ভরে খাবার খাও, ভালো পোশাক পরিধান কর এবং বিয়েও কর। এ সবে কি তুমি খুব খুশী? পক্ষান্তরে তোমার মামার বাড়ীর লোকদের ওপর কিয়ামত চলছে। তাও তুমি জানো। তাদেরকে সকল বস্তু থেকে মাহরুম করা হয়েছে। তারা কোন বস্তু ক্রয়ও করতে পারে না। আবার বিক্রয়ও করতে পারে না। কেউ তাদের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপনও করে না। আবার কেউ তাদের আত্মীয়তা গ্রহণও করে না।"

"আমি খোদার কসম খেয়ে বলছি যদি আবুল হাকাম বিন হিশামের (আবু জেহেল) মামার বাড়ীর ব্যাপার হতো এবং তুমি তাকে এমন কোন চুক্তিতে দস্তখত করার জন্য দাওয়াত দিতে তাহলে সে অবশ্যই তোমার কথা মানতো না।"

একথা শুনে জোহায়ের বললো, "হে হিশাম। খোদা তোমার ভালো করুন। আমি কি করতে পারি? আমি তো একা মানুষ। খোদার কসম। আমার যদি কোন

www.pathagar.com

সাহায্যকারী থাকতো তাহলে আমি এই চুক্তির বিরোধিতা করার জন্য উঠে দাঁড়াতাম।"

হিশাম বললো, "সাহায্যকারীতো রয়েছে।" সে জিজ্ঞাসা করলো কে? আমি স্বয়ং তোমাকে সাহায্য করবো।

জোহায়ের বললো, "তৃতীয় কোন ব্যক্তিকেও আমাদেরকে সঙ্গে নেওয়া উচিত।" বস্তুতঃ হিশাম মাতয়াম বিন আদির নিকটে গেলেন এবং তাকে বললেন, "হে মাতয়াম! তুমি এ ব্যাপারে সন্তুষ্ট যে, আবদি মান্নাফের দুই খান্দান ধ্বংস হয়ে যাক এবং তুমি তাদের ধ্বংসের তামাশা দেখতে থাকবে। কোরেশের এ জুলুমে চুপ থাকার অর্থ একদিন এই জুলুমের চাবুক তোমার ওপরও বর্ষিত হবে।" মাতয়াম বললো, "তোমার কল্যাণ হোক। আমি একা মানুষ, এই নাজুক ব্যাপারে কি করতে পারি?" সে বললো, "তুমি একা নও। আমি তোমার সঙ্গে রয়েছি।" সে বললো, "ঠিক আছে, কিন্তু আমাদের তো তৃতীয় আরেক ব্যক্তিরও প্রয়োজন রয়েছে।" হিশাম বললো, "তৃতীয় ব্যক্তিও আছেন। তিনি হলেন জোহায়ের বিন উমাইয়া।" একথা শুনে মাতয়াম খুশী হলেন। কিন্তু সে বললো, "কাজতো খুব কঠিন। চতুর্থ কোন ব্যক্তিকেও আমাদের অনুসন্ধান করা উচিত।" হিশাম মাতয়ামকে নিজের সহযোগী বানানোর পর বাখতারী বিন হিশামের নিকট গেল এবং তাকেও সেই কথাই বললো যা জোহায়ের এবং মাতয়ামকে বলেছিল। অতপর তাকে বললো যে, জোহায়ের ও মাতয়াম তার প্রস্তাবে ঐকমত্য প্রকাশ করেছে। বাখতারী প্রস্তাব সমর্থন করলো এবং বললো, "আমাদেরকে পঞ্চম এক সঙ্গী তালাশ করা প্রয়োজন।" হিশাম বললো, ঠিক আছে, সুতরাং সে যামায়াহ ইবনুল আসওয়াদ ইবনুল মুত্তালিব বিন আসাদের নিকট গেল এবং তাকে বনু হাশিমের আত্মীয়তার উল্লেখ করে সাহায্য চাইলো। সে বললো, "আর কেউ কি আমাদের সঙ্গে থাকবে?" হিশাম বললো, "হা" এবং সবার নাম বলে দিল। তারা সকলেই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী রাতে মক্কার উপকণ্ঠে হাজুন নামক স্থানে একত্রিত হলো এবং ঐকমত্যে পৌছলো যে, এই নির্যাতনমূলক প্রতিশ্রুতি ভেঙ্গে ফেলতে হবে।" জোহায়ের বললো, "আমিই এ কাজ আগে করবো।"

পরের দিন সকালে সে কোরেশের মজলিশে এলো। সে সাতবার বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করলো। অতপর লোকদেরকে সম্বোধন করে বললো "হে মাক্কাবাসী! আমরা কি পেট পুরে খাবো এবং উত্তম পোশাক পরিধান করবো এবং বনু হাশেম অভুক্ত থেকে মারা যাবে। তাদের সঙ্গে কোন ক্রয়-বিক্রয় করা হবে না এবং

www.pathagar.com

তাদেরকে সাহায্য করার জন্যও কেউ অগ্রসর হবে না। খোদার কসম এটা জুলুম। খোদার কসম! জুলুমের এই চুক্তি ভঙ্গ করা ছাড়া আমি শান্তিতে বসবো না।"

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন, এই চুক্তির লেখক ছিল মানসুর বিন আকরামা। তার হাত অবশ হয়ে গিয়েছিল। ইবনে হিশাম কয়েকজন জ্ঞানী ব্যক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, হজুরে আকরাম (সাঃ) আবু তালিবকে বললেন, "চাচাজান! জুলুমের চুক্তি আল্লাহ খতম করে দিয়েছেন। চুক্তিপত্রে লিপিবদ্ধ আল্লাহর নাম ছাড়া প্রতিটি শব্দই উই পোকা খেয়ে ফেলেছে। জুলম, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন এবং অপবাদের সমাপ্তি ঘটেছে।" আবু তালিব জিজ্ঞেস করলো, "তোমার রব কি তোমাকে এই খবর দিয়েছেন?" তিনি বললেন, "হ্যা। আবু তালিব বললো, "আল্লাহর কসম! এমন খবর নিয়ে তোমার নিকট কেউই আসেনি। এজন্য অবধারিতভাবে এই খবর তোমাকে খোদাই দিয়েছেন।।"

তারপর আবু তালিব উপত্যকা থেকে বের হয়ে কোরেশদের নিকট এলেন। তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন, "হে কোরেশরা! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র আমাকে বলেছে যে, তোমাদের সহীফা উই পোকা খেয়ে সাবাড় করে ফেলেছে। আমাকেও তা একটু দেখাও। তা যদি সত্যি উই পোকার পেটে গিয়ে থাকে তাহলে তোমরা তোমাদের সহীফার ব্যাপারে পুনর্বিবেচনা করে জুলুমের হাত ফিরিয়ে নাও। আর যদি আমার ভ্রাতুষ্পুত্র মিথ্যা বলে থাকে তাহলে আমি তাকে তোমাদের হাতে তুলে দেব।"

কোরেশরা বললো, "এটা খুবই ভালো কথা। আমরা তাতে একমত।" অতপর তারা কাবা শরীফে ঝুলিয়ে রাখা সেই চুক্তিপত্র দেখলো। কিনতু তা সেই অবস্থায় পেলো যে অবস্থার কথা হজুরে আকরাম (সাঃ) উল্লেখ করেছিলেন। এতে তাদের লজ্জাতো হলোই না বরং আরো বিগড়ে গেল এবং ঔদ্ধত্য প্রকাশে এগিয়ে এলো। এ সময় সেই পাঁচ ব্যক্তি উঠে দাঁড়ালেন এবং ঘোষণা করলেন যে, এই চুক্তি তারা কবুল করে না। তারা তা মানবেনও না। এমনিভাবে কোরশদের সেই সহীফা বা চুক্তি শেষ হয়ে গেল।"

www.pathagar.com

লেখা পড়া

আবু বকর বিন আয়াশ বর্ণনা করেছেন যে, আছিম বিন আবিন্নজুদ যার বিন হুবায়েশ থেকে এবং তিনি আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ননা করেছেন যে, তিনি (আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ) বকরী চরাতেন। তিনি বলেন, "আমি উকবা বিন আবি মুয়াইতারের বকরীর পাল চরাতাম।" একবার রাসূলে আকরাম (সাঃ) আমার নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় জিজ্ঞাসা করলেন, "এই ছেলে! তোমার নিকট কি দুধ আছে? আমি আরজ করলাম, "হ্যা, দুধতো আছে। কিন্তু তাতো কোন ব্যক্তির আমানত। আমি তা দেওয়ার অধিকারী নই।"

তিনি বললেন, "আচ্ছা তোমার নিকট কি এমন বকরী আছে যা কোন সময় গর্ভবতী হয়নি এবং দুধও দেয়নি।" আমি বললাম, হ্যা, এমন বকরী তো আছে। অতপর আমি সেই বকরী হুজুরের (সাঃ) খিদমতে পেশ করলাম। তিনি বকরীর দুধের বাঁটে হাত ঘুরালেন এবং কিছুক্ষণ তা পানালেন। ফলে তার বাঁটে দুধ এলো। তিনি এক পাত্রে দুধ দোহন করে নিজেও পান করলেন এবং নিজের সঙ্গী আবু বকরকেও পান করালেন। অতপর তিনি বাঁটগুলোকে বললেন, "শুকিয়ে যাও।" সুতরাং তা শুকিয়ে গেল।

ইবনে মাসউদ বলেন, "আমি তা দেখে হয়রান হয়ে গেলাম। অতপর আমি হুজুরের (সাঃ) নিকট আরজ করলাম, "হে আল্লাহর রসূল! যে কালাম আপনি পাঠ করেন তা থেকে আমাকেও কিছু শিখিয়ে দিন" তিনি আমার মাথার ওপর হাত রাখলেন এবং বললেন, يرحمك فانك عليم معلم আল্লাহ তোমার ওপর রহম করুন। তুমি জ্ঞানী তোমাকে শিখানো হয়েছে।

www.pathagar.com

গীর্জা ঘরের বাঘ

ইবনে আসাকির মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের উদ্ধৃতি দিয়ে আবু লাহাবের পুত্র উতায়বা প্রসঙ্গে একটি ঘটনা লিখেছেন। এই ঘটনা বর্ণনাকারীদের মধ্যে ওসমান বিন উরওয়া রয়েছেন। তিনি এই ঘটনা পিতা উরওয়া থেকে শুনেছেন এবং তিনি হাব্বার বিন আসওয়াদ থেকে শুনেছেন। তিনি বর্ণনা করেন, "আবু লাহাব এবং তার পুত্র উতায়বা বাণিজ্য ব্যাপদেশে সিরিয়া রওয়ানা হয়। আমিও তাদের সাথে যাত্রা শুরু করি। সফরে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে উতায়বা বললো, খোদার কসম! আমি মুহাম্মাদের (সাঃ) নিকট যাবো এবং তার রবের ব্যাপারে তার আকীদার কারণে তাকে অবশ্যই কষ্ট দেবো।" তারপর সে হুজুরের (সঃ) নিকট পৌছলো এবং বলতে লাগলো "হে মুহাম্মদ! তুমি যার ব্যাপারে বলে থাকো আমি তাকে অস্বীকার করি।

دنا فتدلّى - فكان قاب قوسين او ادنى

"পরে নিকট আসলো এবং ওপরে ঝুলে থাকলো। এমনকি দুই ধনুকের সমান কিংবা তা থেকে কিছুটা কম দূরত্ব থেকে গেল।" (সুরায়ে আন-নাজম-৯)

এই বেয়াদবীর কারণে হুজুর (সঃ) দোয়া করলেন,

اللّٰهُمَّ سلّط عَلَيه كلبًا من كلابك

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তার ওপর তোমার কুকুরদের মধ্য থেকে কোন কুকুর লেলিয়ে দাও।

উতাইবা নিজের ধারণা অনুযায়ী এক বিরাট কাজ করে নিজের পিতার নিকট ফিরেএলো।

আবু লাহাব জিজ্ঞাসা করলো, "প্রিয় পুত্র! তুমি তাকে কি বললে?" সে বললো, আমি তাকে এই এই বলেছি। সে জিজ্ঞেস করলো, "এরপর মুহাম্মদ কি বলেছে? উতায়বা বললো, তিনি এই বদদোয়া দিয়েছেন (ওপরে বর্ণিত)। একথা শুনতেই আবু লাহাব বিবর্ন হয়ে গেল এবং সে বললো , হে পুত্র! খোদার কসম, তোমাকে আমি বদদোয়া থেকে মাহফুজ মনে করি না।"

হাব্বার আরো বলেন, আমরা সিরিয়া সফরের জন্য রওয়ানা হলাম। আবরাহ নামক স্থানে আমরা উঠলাম। গীর্জা ঘরের পাদরী আমাদেরকে বললো, "আরব ভাইয়েরা! তোমরা এখানে কিভাবে এলে। এটাতো খুব ভয়ংকর স্থান। এখানে তো সাধারণ স্থানে বকরী চরার মতো বাঘ ঘোরাফেরা করে।"

www.pathagar.com

এ কথা শুনে আবু লাহাবের অবস্থা কাহিল হয়ে পড়লো। সে আমাদেরকে বললো, "তোমরা জানো যে আমি বৃদ্ধ মানুষ। আমার মান-মর্যাদা সম্পর্কেও তোমরা জানো এবং তোমাদের ওপর আমার যে অধিকার রয়েছে তাও তোমরা জানো। ঐ ব্যক্তি (মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ) আমার পুত্রকে বদদোয়া দিয়েছে। আমি এ ব্যাপারে খুব চিন্তিত। অতএব, তোমরা সকল সামান গীর্জাঘরের আঙিনায় জমা কর এবং তার ওপর আমার পুত্রের বিছানা বিছাও। অতপর তোমরা সব সামানের চারপাশে শুয়ে পড়।"

হাব্বার বলেন, "আমরা তার নির্দেশ মত সব কিছু করলাম। যখন রাত হলো তখন জঙ্গল থেকে বাঘ এলো। আমাদের সকলের চেহারা শুকলো। কিন্তু কাউকে কিছু বললো না। সে তার শিকারের অনুসন্ধানে ছিল। সে পিছু হটে গিয়ে জোরে লাফ দিল এবং সামানের মাথার ওপর গিয়ে চড়লো। উতায়বার চেহারা শুকলো এবং ছিন্নভিন্ন করে ফেললো। অতপর তার মাথা পৃথক করে ফেললো। আবু লাহাবের অবস্থা ছিল খুবই সঙ্গীন। সে বলছিলো, "আমি জানতাম, আমার পুত্র মুহাম্মাদের (সঃ) বদদোয়া থেকে কখনো বাঁচতে পারে না।"

www.pathagar.com

আল-আসরা এবং মিরাজ

মুহাম্মদ বিন ইসহাক বর্ণনা করেছেন, রাসূলের (সাঃ) মি'রাজ সফর সম্পর্কে তাঁর নিকট উম্মে হানি বিনতে আবি তালিবের (রাঃ) এই রাওয়ায়েত পৌঁছেছে। উম্মে হানির নাম ছিল হিন্দ। তিনি বললেন, সে রাতে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমার ঘরে শুয়েছিলেন। তিনি এশার নামায আদায় করে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। আমরাও শুয়ে পড়লাম। ফজরের নামাযের আগে তিনি আমাদেরকে জাগালেন এবং আমরা তাঁর সঙ্গে সুবহের নামায আদায় করলাম। নামাযের পর তিনি বললেন, "হে উম্মে হানি! আমি তোমাদের সঙ্গে এশার নামায পড়েছিলাম। অতপর রাতে আমি বাইতুল মুকাদ্দাস গিয়েছিলাম এবং সেখানে নামায পড়েছি। এখন আমি পুনরায় সকালের নামায তোমাদের সঙ্গে এখানে আদায় করছি। যেমন তোমরা দেখছো।"

এ কথা বলেই তিনি বাইরে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। আমি তাঁর চাদরের কোণা ধরলাম। ফলে তাঁর পেটের ওপর থেকে কাপড় সরে গেল। তাঁর পেট দেখতে তুলার মত সাদা ছিল। আমি আরজ করলাম, "হে আল্লাহর নবী! লোকদেরকে এ কথা বলবেন না। তারা সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে আখ্যায়িত করবে।" তিনি বললেন, "খোদার কসম! এই ঘটনার কথা আমি লোকদেরকে অবশ্যই বলবো।"

তিনি যখন চলে গেলেন তখন আমি নিজের একজন হাবশী বাঁদীকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কি বলেন এবং জবাবে লোকজন কি বলে তা দেখা ও শোনার জন্য নির্দেশ দিলাম। হুজুরে আকরাম (সাঃ) লোকদের নিকট গিয়ে ঘটনা বর্ণনা করলেন। লোকজন তা শুনে ভয়ানক বিস্ময় প্রকাশ করলো এবং বললো, "হে মুহাম্মদ, এই ঘটনার দলিল প্রমাণ কি তা বলো। আমরা কখনো এ ধরনের কথা কারোর মুখ থেকে শুনিনি।

তিনি বললেন, প্রমাণ হলো যে, আমি অমুক কবিলার পাশ দিয়ে অতিক্রম করি। তারা অমুক উপত্যকাতে ছিল। বুরাক দেখে তাদের উট বিশৃংখল হয়ে পড়ে। একটি উট দল ছেড়ে চলে যেতে লাগলো। আমি তাদেরকে ডেকে বললাম যে, উট কোথায়? আমি সিরিয়ার দিকে যাচ্ছিলাম। যেতে যেতে আমি যখন সানজিনান পাহাড়ের ওপর পৌঁছলাম তখন অমুক কবিলার নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলাম যে, লোকজন ঘুমিয়ে রয়েছে। পানির পাত্র পড়ে ছিল। তার মুখ তারা বেঁধে রেখেছিল। আমি তার মুখ খুললাম এবং পানি পান করলাম। অতপর তার মুখ আবার আগের মতই বেঁধে রাখলাম। তার প্রমাণ যদি তোমরা চাও তাহলে দেখবে যে, তাদের কাফেলা এখন

www.pathagar.com

তানয়িমের গিরিপথ বাইজা থেকে নীচে নামছে। কাফেলার আগে আগে মেটে রংয়ের উট আছে। এই উটের ওপর দুটো থলে রয়েছে। থলে দুটির একটির রং কালো এবং অপরটির রং সাদা।" উম্মেহানি আরো বর্ণণা করেন,"লোকজন খুব দ্রুত তার সঙ্গে সেই গিরিপথের দিকে গেল এবং প্রথম উট সেইভাবে পেল না যেমন হুজুর (সাঃ) বর্ণনা করেছিলেন। সেই উট কাফেলায় ছিল। (কিন্তু কিছু দূর অতিক্রম করার পর সম্ভবত অবস্থান পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল। আর এটা তেমন কোন আচমকা ব্যাপার ছিল না। এ জন্য কোরেশরা তা রাসুলকে (সঃ) মিথ্যা প্রতিপন্ন করার ব্যাপারে ব্যবহার করেনি) কোরেশরা পানির পাত্রের ব্যাপারে কাফেলাকে জিজ্ঞেস করলে তারা বললো, "খোদার কসম! সে সত্য বলেছে। আমরা পানির পাত্র পূর্ণ করে রেখেছিলাম। অতপর তার মুখ ও বেঁধে দিয়েছিলাম। সকালে উঠে পাত্রের মুখতো তেমন বাঁধাই পেলাম। কিন্তু তাতে পানি ছিল না।"

দ্বিতীয় কাফেলা যখন মক্কা পৌঁছল তখন লোকজন তাদের নিকট তাদের অবস্থা জিজ্ঞেস করলো। তারা বললো, "খোদার কসম! তিনি সত্য কথা বলেছেন। সেই উপত্যকায় আমাদের উট বিশৃংখল হয়ে গিয়েছিল এবং একটি উট দল ছেড়ে চলে গিয়েছিল। অতপর আমরা এক ব্যক্তির আওয়াজ শুনলাম। সে আমাদেরকে ডাকলো এবং বললো যে, উট এদিকে রয়েছে। যেদিক থেকে আওয়াজ এসেছিল আমরা সেদিকে গিয়ে উটটি পেয়ে গেলাম।" ইবনে ইসহাক হাসান বাসরীর উদ্ধৃতি দিয়েও এই ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, "যখন সকাল হলো এবং হুজুর (সাঃ) কোরেশদেরকে সমগ্র ঘটনা শুনালেন তখন তারা তাঁকে অসম্ভব বলে আখ্যায়িত করে অস্বীকার করলো। তাদের বক্তব্য ছিল যে, একটি কাফেলার মক্কা থেকে সিরিয়া পৌঁছতে এক মাস এবং সেখান থেকে ফেরার জন্য একমাস প্রয়োজন। মুহাম্মদ (সঃ) এক রাতে কেমন করে এখান থেকে সেখানে গেলেন এবং তারপর ফিরেও এলেন?"

এই ঘটনার পর অনেক দুর্বল ঈমানের মানুষ ফিতনার শিকার হয়ে মুরতাদ হয়ে যায়। কয়েক ব্যক্তি আবু বকরের (রাঃ) নিকট গিয়ে বললো, "হে আবু বকর! তোমার দোস্ত কি বলে তা কি শুনেছো?" সে দাবী করেছে যে, গত রাতে সে মক্কা থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত সফর করে এবং সেখানে নামায পড়ে এবং ফিরেও এসেছে।" আবু বকর (রাঃ) বললেন, "তোমরা অকারণে মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছ।" তারা বললো, "তুমি নিজেই গিয়ে শুনো তোমার দোস্ত মসজিদে বসে স্বয়ং এই কাহিনী শুনাচ্ছে।"

আবু বকর বললেন, "মুহাম্মদ (সঃ) যদি এই কথা বলে থাকেন তাহলে খোদার কসম! এটা ঠিক। তোমরা তাতে বিস্মিত কেন হচ্ছ? খোদার কসম!

www.pathagar.com

আমি তো তার চেয়েও বড় কথা স্বীকার করি। তিনি বলেন, রাত অথবা দিনের কোন মুহূর্তে আসমান থেকে তাঁর নিকট ওহি আসে এবং আমি তা সত্য মনে করি। যে ব্যাপারে তোমরা আশ্চর্য হচ্ছো তা থেকেও তো ওহির ব্যাপারটি আরো বেশী আশ্চর্যের। কিন্তু আমি তা মানি।

এরপর হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) হুজুরের (সাঃ) খিদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেন,"লোকদেরকে কি এ কথা বলেছেন যে রাতে আপনি বাইতুল মুকাদ্দস তাশরীফ নিয়েছিলেন এবং ফিরেও এসেছেন?" তিনি জবাব দিলেন, "হ্যাঁ, আমি এ কথা বলেছি।" হযরত আবু বকর (রাঃ) আরজ করলেন, " হে আল্লাহর রাসূল। আমি বাইতুল মুকাদ্দস দেখেছি। আপনি তার সিফত বর্ণনা করুন। তিনি বাইতুল মুকাদ্দাসের নকশা বর্ণনা করলেন। হাসান বাসরী বলেন, এ সময় আল্লাহ তায়ালা হুজুরে আকরামের (সাঃ) সামনে বাইতুল মুকাদ্দাস পেশ করে দিয়েছিলেন। তিনি তার নকশা দেখে বর্ণনা করেছিলেন। হুজুরে আকরাম (সাঃ) যখন এক এক বস্তুর দৃশ্য বর্ণনা করছিলেন তখন আবু বকর (রাঃ) বলছিলেন, "আপনি সম্পূর্ণ ঠিক বলেছেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আপনি আল্লাহর সত্য রাসূল।" তিনি যখন সম্পূর্ণ নকশা বর্ণনা করলেন এবং প্রত্যেক বস্তুই হযরত আবু বকর (রাঃ) সত্য বলে স্বীকার করে নিলেন তখন প্রিয় নবী (সাঃ) তাকে "সিদ্দিক" উপাধিতে ভূষিত করলেন।

ইবনে ইসহাক অন্যভাবে হযরত আবু সাঈদ খুদরীর (রাঃ) যবানীতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, "আমি হুজুর (সাঃ) থেকে শুনেছি যে, তিনি বলতেন, "আমি যখন বাইতুল মুকাদ্দসে নামাজ শেষ করলাম তখন একটি সিঁড়ি (মি'রাজ) আমার সামনে পেশ করা হলো। এমন সুন্দর বস্তু আমি কখনো দেখিনি। সেই সিঁড়ি তোমরা দেখতে পাও না। কিন্তু যখন কারোর মৃত্যুর সময় আসে তখন সে তা দেখতে পায়। আমার দোস্ত জিবরাইল (আঃ) আমাকে সেই সিঁড়ির উপর চড়িয়ে দিল। আমি এই সিঁড়িতে চড়েই আসমানের দরজাতে গিয়ে পৌঁছলাম। এ দরজাকে বাবুল হাফজা বলে। এই দরজায় একজন ফেরেস্তা পাহারাদার রয়েছেন। তার নাম হলো ইসমাইল। তার অধীন ১২ হাজার ফেরেশতা রয়েছে এবং ১২ হাজারের প্রত্যেকের অধীন আবার ১২ হাজার ফেরেশতা নিয়োজিত রয়েছে। এ সময় তিনি কুরআন মজিদের এই আয়াত পাঠ করলেন, وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ অর্থাৎ তোমার রবের অসংখ্য সৈন্য রয়েছে। সে সম্পর্কে তিনি স্বয়ংই জানেন। অন্য কেউ জানতে পারে না। অতপর বলেন, "আমরা যখন দরজায় পৌঁছলাম তখন ফেরেশতা জিজ্ঞাসা করলো, "জিবরাইল (আঃ) তোমার সঙ্গে এ কে?" সে বললো, "তিনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।" সে জিজ্ঞাসা করলো. "তাকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে?"

www.pathagar.com

জিবরাইল (আঃ) জবাব দিলেন, "হ্যাঁ" "সেই ফেরেশতা আমাকে দোয়া খায়ের করলেন এবং দরজা খুলে দিলেন।"

ইবনে ইসহাক আহলে ইলমের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, হুজুর (সাঃ) বলেছেন, আমি যখন আসমানসমূহের উপর গিয়েছিলাম তখন যে সব ফেরেশতার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল তাদের সকলেই হেসে ও মুচকি হাসি দিয়ে আমাকে সম্বর্ধনা জানিয়েছিলেন এবং প্রত্যেকেই আমার জন্য দোয়া খায়ের করেছিলেন। একজন ফেরেশতা আমি এমন পেয়েছিলাম যে, যিনি আমার জন্য অন্যান্য ফেরেশতার মত দোয়া খায়ের করছিলেন। কিন্তু তাঁর চেহারায় প্রফুল্লতার নাম-নিশানাও ছিল না। আমি জিবরাইলকে (আঃ) জিজ্ঞাসা করলাম, "এ কোন ফেরেশতা?" জিবরাইল (আঃ) বলেন, " হে আল্লাহর রাসূল। সে আগেও কোন দিন হাসে নি এবং পরেও কোন দিন হাসবে না। সে যদি হাসতো তাহলে আজ আপনার আগমনেই হাসতো। কিন্তু তার জন্য নির্দেশই হলো সে যেন কখনো না হাসে। সে হলো জাহান্নামের দারোগা। তার নাম "মালিক।"

আমি জিবরাইলকে (আঃ) বললাম, 'তুমি আল্লাহর নিকট مُطَاعٌ ثَمَّ اَمِيْنٌ

অর্থাৎ যার নির্দেশ মানা যায় এবং যার আমানত স্বীকৃত হওয়ার মর্যাদা রাখে। তুমি কি ঐ ফেরেস্তাকে নির্দেশ দিয়ে আমাকে দোজখের, ঝলক দেখাতে পারো?" জিবরাইল (আঃ) বলেন, " হাঁ, কেন নয়।" অতপর তিনি মালিককে নির্দেশ দিলেন, "মালিক মুহাম্মদকে (সাঃ) দোজখ দেখিয়ে দাও।" এই নির্দেশের পর তিনি দোজখের ওপর থেকে পরদা সরিয়ে দিলেন। দোজখ ফুটন্ত হওয়া শুরু হলো এবং তার স্ফুলিঙ্গ বড় থেকে বড় হতে লাগলো। এমন অনুভব হতে লাগলো যে প্রত্যেক বস্তু ভস্ম করে ফেলবে। আমি জিবরাইলকে (আঃ) বললাম, দোজখকে তার সীমানায় ফিরিয়ে নেয়ার জন্য মালিককে নির্দেশ দিন। জিবরাইল (আঃ) মালিককে বললেন এবং সে আগুনকে তার সীমানায় ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। ছায়া যেভাবে মিলিয়ে যায় তেমনি আগুন ফিরে গেল। তারপর মালিক তাকে পরদা দিয়ে ঢেকে দিল।

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) মি'রাজের ঘটনার আরো বর্ণনা দিয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, আমি যখন আসমানের ওপর গেলাম তখন সেখানে আমি একজন বুজর্গ ব্যক্তিকে বসা দেখলাম। মানুষের রুহ তাঁর সামনে পেশ করা হচ্ছিল, কিছু রুহ দেখে তিনি আনন্দ প্রকাশ করছিলেন এবং বলছিলেন, "পবিত্র রুহ পবিত্র শরীর থেকে বের হয়েছে। তার জন্য কল্যাণ রয়েছে।" আবার কিছু রুহ দেখে তিনি দুঃখ প্রকাশ করতেন এবং চেহারায় অশান্তির ভাব ফুটে উঠতো। অতপর বলতেন, অপবিত্র শরীর থেকে বের হয়েছে।"

www.pathagar.com

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "জিবরাইল (আঃ) এই বুজর্গ ব্যক্তি কে?" তিনি বললেন, " তিনি হলেন হযরত আদম (আঃ)। তাঁর সকল সন্তানের রুহ তাঁর খিদমতে পেশ করা হয়। কাফের এবং নাফরমানদের দেখে বিরক্তি ও আফসোস প্রকাশ করেন। ঈমানদার ও নেককারদের রুহ দেখে আনন্দিত হন।"

অতপর আমি কিছু লোক দেখলাম। যাদের ঠোঁট উটের মত ঝুলন্ত ছিল। তাদের হাতে ছিল আগুনের পাথর। তা মুখে নিক্ষেপ করলে পিঠ দিয়ে বাহিরে বেরিয়ে আসতো। আমি জিবরাইলকে (আঃ) তাদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, "তারা হলো জুলুম করে ইয়াতিমের সম্পদ ভক্ষণকারী মানুষ।"

অতপর আমি অনেক বড় বড় পেটওয়ালা মানুষকে দেখলাম। এতবড় পেট যা ধারনাও করা যায় না। ফিরাউন ও তার কওমকে আগুনে নিয়ে যাওয়ার রাস্তায় তারা পড়েছিল। ফিরাউন ও তার কওম পিপাসার্ত উটের মত চলতো এবং সেই সব বড় পেটওয়ালাদেরকে দলিত মথিত করে চলে যেত। কিন্তু তারা নিজের স্থান থেকে নড়তে পারতো না। আমি জিবরাইলকে (আঃ) জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা?' তিনি জবাব দিলেন, "তারা হলো সূদ খোর।"

এরপর আমি আরো কিছু লোককে দেখলাম তাদের সামনে তাজা ভুনা খোশবুদার গোশত পড়ে ছিল এবং তার সাথেই দুর্গন্ধযুক্ত গোশতও ছিল। তারা পবিত্র গোশত না খেয়ে দুর্গন্ধযুক্ত গোশত খাচ্ছে। আমি তাদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম। জানা গেল যে তারা বৈধ স্ত্রী ছেড়ে অবৈধ পথ অবলম্বনকারী মানুষ।

তারপর আমি কিছু মহিলাকে দেখলাম। তারা নিজের বুকের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় খুব কষ্টে ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলে জিবরাইল (আঃ) বললেন, "তারা সেই মহিলা যারা পুরুষদের ঘাড়ে সেই সব সন্তান চাপিয়ে দিয়েছিল যারা প্রকৃতপক্ষে সেই পুরুষদেরছিলনা।"

ইবনে ইসহাক বলেন, কাসিম ইবনে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে এই রাওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন যে তিনি (সাঃ) বলেছেন, "সেই মহিলার ওপর আল্লাহর সীমাহীন গজব আপতিত হয় যে পুরুষের বংশে সেই সন্তান ঢুকিয়ে দেয় অথচ সেই সন্তান তার নয়। অতপর সে তার সম্পদও ভক্ষণ করে (অর্থাৎ উত্তরাধিকার ও নাফকা বা খরচ–খরচার আকারে) এবং তার গোপন কথাও জেনে যায়।"

ইবনে ইসহাক মিরাজের ঘটনা বর্ণনা করে হযরত আবু সাঈদ খুদরীর (রাঃ) উদ্ধৃতি দিয়ে আরো বিশদ বর্ণনা দেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "অতপর জিবরাইল (আঃ) আমাকে দ্বিতীয় আসমানের ওপর নিয়ে গেলেন। সেখানে আমি দুই

www.pathagar.com

নওজোয়ান ইসা (আঃ) ইবনে মরিয়ম এবং ইয়াহিয়া (আঃ) বিন জাকারিয়াকে দেখলাম। তারা পরস্পর খালাতো ভাই ছিলেন।

অতপর আমি তৃতীয় আসমানে গেলাম। সেখানে আমি এক ব্যক্তিকে দেখলাম। তিনি দেখতে পূর্ণিমার চাঁদের মত ছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলে জিবরাইল (আঃ) বললেন, "তিনি আপনার ভাই ইউসুফ (আঃ) বিন ইয়াকুব (আঃ)।" অতপর আমি চতুর্থ আসমানের ওপর চড়লাম। সেখানেও এক ব্যক্তিকে দেখলাম। জিবরাইল (আঃ) বললেন, তিনি হলেন ইদরিস (আঃ) যার ব্যাপারে আল্লাহর ইরশাদ হলোঃ

ورفعناه مكانًا عليًا

জিবরাইল (আঃ) আমাকে পঞ্চম আকাশের ওপর নিয়ে গেলেন। সেখানে আমি একজন বয়স্ক বুজর্গ ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম। তার থেকে সুদর্শন বৃদ্ধ আমি কখনো দেখিনি। তিনি ছিলেন হারুন (আঃ) বিন ইমরান। ৬ষ্ঠ আসমানে আমি এক দীর্ঘ-দেহী উঁচু নাকওয়ালা ব্যক্তি দেখলাম। তাঁর ব্যাপারে জিবরাইলকে (আঃ) জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, তিনি হলেন তোমার ভাই মুসা (আঃ) ইবনে ইমরান।"

সর্বশেষে আমি যখন সপ্তম আসমানে চড়লাম। সেখানে একজন বুজর্গ ব্যক্তি চেয়ারের ওপর বসেছিলেন। তার চেয়ার ছিল বাইতুল মামুরের দরজার ওপর। বাইতুল মামুরে প্রতিদিন ৭০ হাজার ফেরেশতা প্রবেশ করে এবং বের হয়। এবং একবার প্রবেশকারী ফেরেশতা পুনরায় দ্বিতীয়বার কিয়ামত পর্যন্ত প্রবেশ করবে না। বরং প্রতিদিন নতুণ ফেরেশতার আগমন ঘটে।

বাইতুল মা'মুরের দরজার ওপর বসা বুজর্গ ব্যক্তির সঙ্গে তোমাদের নবীর (স্বয়ং রাসূলুল্লাহ) এমন সাদৃশ্য রয়েছে যে অন্য কেউ তার উদাহরণ হতে পারে না। সেই বুজর্গের ব্যাপারে আমি জিজ্ঞাসা করলে জিবরাইল (আঃ) বললেন, "তিনি আপনার পিতা ইবরাহিম (আঃ)।"

অতপর জিবরাইল (আঃ) আমাকে জান্নাতে নিয়ে গেলেন। সেখানে আমি এক অনিন্দ সুন্দরী দাসী দেখলাম। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "সে কে?" তিনি জবাব দিলেন যে, সে যায়েদ বিন হারেছার হুর।"

হুজুরে আকরাম (সাঃ) যয়েদ (রাঃ) বিন হারেছাকে সেই দাসীর এবং জান্নাতেরও সুসংবাদ দিয়েছেন।

www.pathagar.com

নবীর (সাঃ) হিজরত

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন "আ'মার থেকে ইয়াযিদ বিন যিয়াদ মুহাম্মদ বিন কা'ব আল-কারাজির উদ্ধৃতিসহ এই ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, যখন কোরেশদের নির্বাচিত ব্যক্তিরা নবীয়ে আকরামের (সাঃ) গৃহ অবরোধ করলো, তখন তাদের মধ্যে আবু জেহেল বিন হিশামও শামিল ছিল। সে সাথীদেরকে বললো, "মুহম্মদের (সাঃ) ধারণা যে, তোমরা যদি তাকে অনুসরণ কর তাহলে আরব এবং আজমের মালিক হয়ে যাবে এবং অতপর এটাও যে তার ওপর ঈমান আনলে মৃত্যু পরবর্তী জীবনে তোমরা জর্দানের সর্বোত্তম বাগানের মত বাগান পাবে। আর যদি তা না কর তাহলে তার হাতে যবেহ হয়ে যাবে এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনে তোমাদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। তাতে জ্বলতে থাকবে।"

এই আলোচনা হুজুরের (সঃ) ঘরের দরজাতেই হচ্ছিল। প্রিয় নবী (সঃ) আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক নিজের ঘর থেকে বের হলেন। হাতে এক মুঠো মাটি নিলেন এবং কাফিরদের প্রতি তা নিক্ষেপ করে বললেন, "হ্যাঁ। আমি এ সব কিছুই বলে থাকি এবং এ কথাও বলি যে, তোমরা সেই সব লোকের অন্তর্ভুক্ত যাদের তকদিরে রয়েছে আগুন।" আল্লাহ পাক দুশমনদের চোখের ওপর পর্দা ফেলে দিলেন। তারা তাঁকে দেখতেই পেল না। তিনি তাদের মাথার ওপর মাটি নিক্ষেপ করলেন। সে সময় তিনি সুরায়ে ইয়াসিনের আয়াত তিলাওয়াত করছিলেন।

তিনি সেই আয়াতসমূহ তিলাওয়াত শেষ করলে সব কাফিরের মাথা ও মুখমন্ডল মাটিতে ভরে গিয়েছিল। তারপর তিনি নিজের পথে রওয়ানা হলেন। রাতের কোন এক অংশে কাফেরদের নিকট তাদের জনৈক সঙ্গী এলো। অবরোধের সময় সে তাদের সঙ্গে ছিল না। সে জিজ্ঞেস করলো "তোমরা এখানে কার জন্য অপেক্ষা করছ?" তারা বললো, "মুহাম্মদের জন্য।" বললো, "খোদা তোমাদেরকে ব্যর্থ করে দিয়েছেন। আল্লাহর কসম! মুহাম্মদ (সঃ) তো তোমাদের মধ্য থেকে সুস্থভাবেই বের হয়ে চলে গেছে এবং যাবার সময় তোমাদের সবার মাথার ওপর মাটিও নিক্ষেপ করে গেছে। যার অপেক্ষায় তোমরা দাঁড়িয়ে আছ-সে তো চলে গেছে। এখন এখানে কি করছো।"

বর্ণনাকারী বলেন, এ কথা শুনে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের মাথায় হাত রাখলো এবং তা মাটি মিশ্রিত পেলো। তারপর দেওয়ালের ওপর দিয়ে উঁকি মারতে লাগলো। প্রিয় নবীর (সঃ) বিছানায় আলী (রাঃ) হুজুরের (সঃ) চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়েছিলেন। তা দেখে তারা বলতে লাগলো, "খোদার কসম! মুহাম্মদ (সঃ) তো স্বগৃহে শুয়ে আছে

www.pathagar.com

এবং তার ওপর চাদর রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) ঘুমে নিমগ্ন রয়েছেন সকাল পর্যন্ত তারা এইটাই মনে করলো। সকালে যখন হযরত আলী (রাঃ) ঘুম থেকে জাগলেন এবং চাদর ফেলে দিলেন তখন কাফেরদের চোখ বিস্ফারিত হওয়ার মত। তারা তখন বলাবলি শুরু করলো যে, খবর দানকারীর খবর সঠিক ছিল এবং সে সত্য বলেছিল।"

www.pathagar.com

উম্মে মা'বাদের তাঁবু

উম্মে মা'বাদ একটি প্রসিদ্ধ নাম। ইতিহাসে তার অনেক উল্লেখ রয়েছে। এই মহিলার আসল নাম ছিল আতিকা বিনতে খালেদ। কথিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ) এবং তাঁর গোলাম আমের বিন ফুহাইরা সমভিব্যাহারে হিজরতের সফরের সময় উম্মে মা'বাদের তাঁবুর পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তিনি তার কাছ থেকে গোশত এবং খেজুর ক্রয় করতে চাইলেন। কিন্তু তার নিকট এসব পণ্য ছিল না। কবিলা দুর্ভিক্ষ কবলিত এবং ক্ষুধার্থ। হুজুরে করিম (সঃ) তাঁবুর খুঁটির সঙ্গে একটি বকরী বাঁধা দেখলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, "হে উম্মে মা'বাদ! এই বকরী এখানে কেন বেঁধে রেখেছ?"

সে বললো, "বকরীটি দুর্বল এবং অসুস্থ। পালের সঙ্গে যেতে পারে না। এজন্য এখানে রয়েছে।" তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "দুধ দেয় কি?" সে জবাব দিল, "বেচারী কি দুধ দেবে। তার জীবন নিয়েই টানাটানি।" তিনি বললেন, "তার দুধ দোহনের অনুমতি কি আমি পাবো?" আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কোরবান হোক! আপনি যদি দুধ দেখেন তাহলে দুয়ে নিন" সে বলল।

তিনি সেই দুর্বল বকরীর ওলানের ওপর হাত ঘোরালেন এবং বিসমিল্লাহ পড়লেন এবং বকরীকে আদর করলেন। খোদার কুদরতে তার শুকনো ওলানে দুধ এলো এবং দুধে তা ফুলে গেল। তিনি একটি বড় পাত্র চাইলেন। এই পাত্র যদি ভরে যেত তাহলে উপস্থিত সবার জন্য যথেষ্ট ছিল। তিনি সেই পাত্রে দুধ দোহন শুরু করলেন এবং পাত্র সম্পূর্ণরূপে ভরে গেল। তার ওপর সাদা ফেনা উঠতে লাগলো। তিনি সর্বপ্রথম উম্মে মা'বাদকে পান করালেন। তিনি আসুদা হয়ে পান করলেন। অতপর তিনি সাহাবীদের (রাঃ) পান করালেন। তাঁরাও পেট পুরে পান করলেন। সবশেষে তিনি নিজে পান করলেন।

পাত্র খালি করার পর তিনি দ্বিতীয়বার বকরী দোহন করলেন এবং পুনরায় তা পূর্ণ হয়ে গেল। তিনি সেই পূর্ণ পাত্র উম্মে মা'বাদকে দিলেন। তার নিকট থেকে ইসলামের বাইয়াত নিলেন। অতপর সেখান থেকে সামনের মঞ্জিলের দিকে রওয়ানা দিলেন। উম্মে মা'বাদ এতক্ষণে মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন। কিছুক্ষণ পর আবু মা'বাদ জঙ্গল থেকে বকরী তাড়িয়ে নিয়ে বাড়ী ফিরলো। দুর্ভিক্ষের কারণে বকরীগুলোর পেট ছিল খালি এবং দুর্বল। আবু মা'বাদ দুধ দেখে আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "উম্মে মা'বাদ! এই দুধ কোথা থেকে এসেছে? বাড়ীতে তো দুর্বল ও অসুস্থ বকরী ছিল এবং দুধ দানকারী কোন পশু ছিল না।"

www.pathagar.com

উম্মে মা'বাদ বললেন, "খোদার কসম! ব্যাপারটি অত্যন্ত আশ্চর্য ধরনের। একজন বরকতওয়ালা মানুষ এখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর অবয়ব ও গুণাবলী এমন ধরনের ছিল।" (উম্মে মা'বাদ হুজুরের (সঃ) ব্যাপারে দীর্ঘ আলোচনা করেন) আবু মা'বাদ বললো, "সেই পবিত্র ব্যক্তিত্বের আরো গুণাবলী বর্ণনা কর।" উম্মে মা'বাদ বিস্তারিতভাবে আরো গুণাবলী বর্ণনা করলেন। আবু মা'বাদ তা শুনে বললোঃ

"খোদার কসম! এতো সেই কোরেশ। যার ব্যাপারে আমরা শুনেছি যে তিনি মক্কায় আবির্ভূত হয়েছেন। আমি তাঁর সান্নিধ্য লাভের দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করছি। সুযোগ পেলে আমি অবশ্যই তাঁর খিদমতে উপস্থিত হবো।"

www.pathagar.com

ইবনে ইসহাক যাহরীর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, আবদুর রহমান বিন মালিক বিন জা'শম সুরাকা বিন মালিক বিন জা'শম থেকে শুনেছেন যে, তিনি বলতেন, "রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন হিজরত করে মক্কা থেকে মদীনা রওয়ানা হলেন, তখন কোরেশরা ঘোষণা করে ছিল যে, যে ব্যক্তি মুহাম্মদ (সঃ) বিন আবদুল্লাহকে ধরে তাদের নিকট নিয়ে আসবে তাকে একশ' উট পুরস্কার দেওয়া হবে। আমি আমার কওমের বৈঠক স্থলে বসেছিলাম এবং এ ব্যাপারেই আলোচনা চলছিল। ঠিক সেই সময় কবিলার জনৈক ব্যক্তি দরজায় এসে দাঁড়ালো এবং বললো, "খোদার কসম! আমি তিন ব্যক্তির একটি কাফেলা দেখেছি। এই কাফেলা কেবলমাত্র আমার পাশ দিয়ে অতিক্রম করে গেল। আমার বদ্ধমূল ধারণা যে, তারা মুহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁর সঙ্গীরাই হবেন।"

আমি সেই ব্যক্তিকে চুপ করার জন্য চোখ দিয়ে ইশারা করলাম। অতপর আমি লোকদেরকে বললাম যে, সে অমুক কবিলার মানুষ এবং হারিয়ে যাওয়া উট তালাশ করছিল। সংবাদদানকারী লোকটি বললো, সম্ভবতঃ তাই হবে। এরপর সে চুপ মেরে গেল। আমি কিছুক্ষণ মজলিশে বসে রলাম এবং বিভিন্ন ধরনের কথা হতে লাগলো। আমি উঠে বাড়ী চলে গেলাম। আমি নির্দেশ দিলাম যে, আমার ঘোড়া প্রস্তুত করা হোক এবং আমার অস্ত্র বের করা হোক। ঘোড়া তৈরী করে উপত্যকার মাঝে পৌছে দেওয়া হলো এবং আমি বাড়ীর পেছন দরজা দিয়ে অস্ত্র সমেত বের হয়ে ঘোড়ার নিকট গিয়ে পৌছলাম।

তারপর তীরের মাধ্যমে শুভ-অশুভ নির্বাচন করলাম। এই পরীক্ষা আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে গেল। যে তীর বের হলো তার ওপর লিখা ছিল, তাকে ক্ষতি করো না। কিন্তু আমিতো শত উটের লোভে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। আমি শুভ-অশুভ নির্ধারণকে উপেক্ষা করে রওয়ানা হলাম। কাফেলার সন্ধান পেয়ে গেলাম এবং তার পদচিহ্ন ধরে এগুতে লাগলাম। হঠাৎ করে ঘোড়ার পা ফসকে গেল। আমি তার পিঠ থেকে নীচে পড়ে গেলাম। এ ধরনের কোন সময় হয়নি। আমি ধারণা করলাম এটা আবার কি হলো। আমি তীর বের করলাম এবং পুনরায় শুভ-অশুভ জানতে চাইলাম। এবারও সেই কথাই বের হলো যা পূর্বে দেখেছিলাম।

আমি এবারও এই পরীক্ষায় কান না দিয়ে পশ্চাদ্ধাবন অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমি তাদের পেছনে যাচ্ছিলাম। অতপর আমার ঘোড়ার একই অবস্থা হলো এবং আমি মাটিতে পড়ে গেলাম। খুব তাজ্জব হলাম এবং বললাম, এটা কি হচ্ছে? তারপর তৃতীয়বার আমি শুভ-অশুভ নির্ধারণ করলাম। আশ্চর্যের ব্যাপার সেই একই ধরনের জবাব পেলাম, তাকে ক্ষতি করো না। আমি তখনো আমার ইচ্ছা পরিবর্তন করলাম না এবং কাফেলার পেছনে চলতে লাগলাম। এমনকি তারা আমার নজরে

www.pathagar.com

এসে গেল। এখন আমার ঘোড়া পিছলে যাওয়ার পরিবর্তে অন্য আরেক মুসিবতে আটকে গেল। তার সামনের দু'পা মাটিতে গেড়ে গেল আমি মাটিতে এসে পড়লাম। অত্যন্ত কষ্টে ঘোড়া মাটি থেকে পা বের করলো এবং তা করতেই মাটি থেকে ধোঁয়ার মত কি যেন বের হলো। এতক্ষণে আমি বুঝলাম যে, মুহাম্মদের (সাঃ) হিফাজত (খোদার পক্ষ থেকে) করা হয়েছে এবং তিনি বিজয়ী। বিজিত হতে পারেন না।

তারপর আমি তাদেরকে ডেকে বললাম, আমি সুরাকা বিন জা'শম। একটু দাঁড়াও। আমি তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে চাই। খোদার কসম। আমি তোমাদেরকে ধোকা দিব না এবং আমার তরফ থেকে তোমাদের কোন ক্ষতিও হবে না।

প্রিয় নবী (সাঃ) আবু বকরকে (রাঃ) বললেন, "তাকে জিজ্ঞেস কর, কি চায়।" আবু বকর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলে আমি বললাম, "আমাকে লিখিত কিছু দিন যা আমার ও আপনার মধ্যে দলিল ও চিহ্ন হিসেবে থাকবে। তিনি বললেন, "আবু বকর! তাকে লিখে দাও।" আবু বকর (রাঃ) একটি হাড়ের ওপর লিখে আমার দিকে নিক্ষেপ করলেন। আমি তা উঠিয়ে তুলে রেখে দিলাম। আমি ফিরে এলাম। কিন্তু এই ঘটনার কথা কারোর নিকটই উল্লেখ করলাম না। এ অবস্থাতেই মক্কা বিজয় হলো।

হুজুর (সাঃ) মক্কা বিজয় শেষে হুনাইন ও তায়েফের যুদ্ধও সমাপ্তি করেছিলেন এবং আমি লিখা নিয়ে তাঁর খিদমতে হাজির হওয়ার জন্য চললাম। মক্কা ও তায়েফের মধ্যেকার জি'রানা'র ঝর্ণার নিকট আমি তাঁর খিদমতে উপস্থিত হলাম। আনসারদের একটি ঘোড় সওয়ার দল আমাকে দেখে বর্শা উচিয়ে চীৎকার করে জিজ্ঞাসা করলো, "তুমি কে? কি চাও?"

আমি আল্লাহ আল্লাহ করে রাসূলের (সাঃ) নিকট পৌছলাম। তিনি উটনীর ওপর সওয়ার ছিলেন। আমি তাঁর পায়ের গোছা দেখলাম। খোদার কসম! তা এতো লাল ও সাদা ছিল যেন আগুনের অঙ্গার। আমি লিখা হাতে নিয়ে হাত ওপরে তুলে বললাম, "হে আল্লাহর রাসূল! এটা আপনার লিখা এবং আমি হলাম সুরাকা বিন জা'শম।" তিনি ইরশাদ করলেন "আজ নেকী ও হৃদ্যতার দিন। তাকে নিকটে আসতে দাও।" অতপর আমি তাঁর নিকট কতিপয় প্রশ্ন করলাম। এইসব প্রশ্নের মধ্যে আমার স্মরণে আছে এই প্রশ্নটিঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আমি যদি নিজের হাওজকে উট ও চতুষ্পদ জন্তুর জন্য পানিতে পূর্ণ করে দিই। অতপর কোন অপরিচিত উট এসে যদি সেখান থেকে পানি পান করে নেয় তাহলে কি আমি কোন সওয়াব পাবো?" তিনি বললেনঃ

"হাঁ, প্রত্যেক পশুর খাওয়ানো ও পানি পান করানোতে সওয়াব রয়েছে।"

তারপর আমি আমার কওমের নিকট ফিরে এলাম এবং হুজুরের (সাঃ) খিদমতে সাদকা প্রেরণ অব্যাহত রাখলাম।

www.pathagar.com

উকাশার (রাঃ) তরবারী

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, উকাশা (রাঃ) বিন মিহসান বিন হারতানুল আসদী বদরের যুদ্ধে অত্যন্ত বীর বিক্রমে লড়াই করেছিলেন। যুদ্ধ করতে করতে তরবারী ভেঙ্গে গেলে তিনি নবী করিমের (সাঃ) নিকট এলেন। হুজুরের (সাঃ) নিকট কাঠের একটি লাঠি ছিল। তিনি তাঁকে দিয়ে বললেন, "উকাশা তুমি যাও এবং এই লাঠি দিয়ে শত্রুর সঙ্গে লড়াই কর।"

উকাশা (রাঃ) যখন খেজুর বৃক্ষের এই লাকড়ী হুজুরের (সাঃ) হাত থেকে নিলেন এবং তা হেচকা টান দিলেন তখন তা এক লম্বা তরবারী হয়ে গেল। এই তরবারী ক্ষুরধার, চমকদার ও মজবুত ছিল।

বদরের যুদ্ধে উকাশা এই তরবারী ব্যবহার করলেন এমনকি আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের্রকে বিজয় দিলেন। সেই তরবারীর নাম ছিল আল–আওন। এই তরবারী হযরত উকাশার (রাঃ) নিকট দীর্ঘদিন ছিল এবং তিনি প্রত্যেক যুদ্ধের ময়দানেই তার নিপূণতা দেখাতেন। হযরত উকাশা (রাঃ) হুজুরের জীবনেও প্রত্যেক যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন এবং ইন্তেকালের পরও মুরতাদদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছিলেন। সেই তরবারী দিয়েই তোলায়হা বিন খুয়ায়েলদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে তিনি শাহাদাত প্রাপ্ত হন।

www.pathagar.com

নওফিলের বর্শা

নওফিল বিন হারিছ বিন আবদুল মুত্তালিব হুজুরে আকরামের (সাঃ) চাচাতো ভাই ছিলেন। বদরের যুদ্ধে কাফের বাহিনীতে ছিলেন। মুসলমানদের হাতে গ্রেফতার হলেন। হুজুর (সাঃ) তাঁকে বললেন, "ফিদিয়া দিয়ে মুক্ত হয়ে যাও।" নওফিল জবাব দিলেন, "আমার নিকট এমন কিছু নেই যা আমি ফিদিয়া দিতে পারি।"

তিনি বললেন, "তোমার নিকট যে বর্শা রয়েছে তা ফিদিয়া হিসেবে দিয়ে দাও।" এতে নাওফিল বলে উঠলেন," খোদার কসম। আমার এই বর্শার ব্যাপারে আমি ও আল্লাহ ব্যতীত কারোরই জানা ছিল না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহর রাসূল।"

নওফিল সত্য ঈমানদার এবং মুখলিস মুমিন ছিলেন। হুনাইনের যুদ্ধে অটল ছিলেন। হুজুর (সাঃ) হুনাইনের উদ্দেশ্যে যখন মক্কা থেকে রওয়ানা হলেন তখন নওফিল তিন হাজার বর্শা দিয়ে সাহায্য করলেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) খুশী হয়ে বললেন, "আমি দেখছি যে, তোমার এই বর্শা মুশরিকদের কোমর ভেঙ্গে দেবে এবং তাদের পিঠে বিদ্ধ হবে।"

www.pathagar.com

সালমার (রাঃ) তরবারী

ওয়াকেদী উসামা বিন যায়েদ এবং তিনি দাউদ ইবনুল হাছিনের জবানীতে বনু আব্দুল আশহালের কয়েক ব্যক্তির এই রাওয়ায়েত নকল করেছেন। বদরের যুদ্ধে সালমা বিন আসলাম বিন হারিশের তরবারী ভেঙ্গে গিয়েছিল। তিনি তরবারী ছাড়া অন্য কোন অস্ত্র রাখতেন না। বস্তুতঃ তরবারী ভেঙ্গে যাওয়ার পর তিনি সম্পূর্ণ নিরস্ত্র হয়ে পড়লেন। হুজুরে আকরাম (সাঃ) খেজুরের একটি তাজা ও পাতলা ছড়ি দিলেন এবং বললেন, "এ দিয়ে দুশমনের মুকাবিলা কর।"

তিনি ছড়ি হাতে নিলেন। তখন তা তরবারীর রূপ নিলো। এই তরবারী আজীবনকাল হযরত সালমার (রাঃ) নিকট ছিল। তিনি জাসরে আবু ওবায়েদের যুদ্ধে শহীদ হন। সেই সময় পর্যন্ত এই তরবারী তাঁর ব্যবহারে ছিল।

www.pathagar.com

ঝুলন্ত হাত

হাফেজ বাইহাকী বর্ণনা করেছেন যে, তিনি আবু আব্দুর রহমান আস-সালমী থেকে, তিনি ইসমাইল বিন আব্দুল্লাহ আল মিকালী থেকে, তিনি আলী বিন সা'দ আল-আসকারী থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন খাল্লাদুল ওয়াসতী থেকে, তিনি ইয়াযিদ বিন হারুন থেকে, তিনি আল মুসতালাম বিন সাঈদ থেকে, তিনি খাবিব বিন আব্দুর রহমান বিন খাবিব বিন আসাফ থেকে তিনি নিজের পিতা থেকে এবং তিনি নিজের পিতা থেকে অর্থাৎ খাবিব বিন আসাফ থেকে শুনেছেন। তিনি বলতেন যে,

"আমি আমার কওমের অন্য এক ব্যক্তির সঙ্গে হযরত নবী করিমের (সাঃ) খিদমতে হাজির হলাম। তিনি (সাঃ) কোন যুদ্ধে গমন করছিলেন। আমি তাঁর নিকট আরজ করলাম, আমরাও আপনার সঙ্গে যুদ্ধে অংশ নিতে চাই। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনারা কি মুসলমান হয়ে গেছেন?" আমরা নেতিবাচক জবাব দিলাম। এতে তিনি বললেন, "আমরা মুশরিকদের মুকাবিলায় মুশরিকদের সাহায্য চাই না।"

এই কথায় আমরা বললাম, আমরা ইসলাম গ্রহণ করছি। ফলে তিনি আমাদেরকে যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি দিয়েছিলেন। যুদ্ধের সময় শত্রুর একজন আমার কাঁধের ওপর তরবারী চালালো। তাতে আমার বাহু কেটে ঝুলতে লাগলো।

আমি হুজুরের (সাঃ) খিদমতে হাজির হলাম। তিনি আমার কাটা বাহুতে লালা লাগালেন এবং তা সেলাই করে দিলেন। আমার বাহু লেগে গেল এবং আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেলাম। অতপর আমি সেই শত্রুকে হত্যা করলাম যে তরবারী দিয়ে হামলা করে আমাকে আহত করেছিল।"

www.pathagar.com

হযরত আব্বাসের (রাঃ) ফিদিয়া

ইউনুস বিন বাকির মুহাম্মদ বিন ইসহাক, ইয়াযিদ বিন রুমান, উরওয়া যুহরী এবং রাবীদের এক দলের মাধ্যম দিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, বদরের যুদ্ধে কোরেশের গ্রেফতারকৃতরা মুসলমানদের কয়েদ থেকে ফিদিয়া দিয়ে মুক্তি লাভ করতো। প্রত্যেক কবিলা নিজেদের কয়েদীকে ফিদিয়া দিয়ে ছাড়িয়ে নিত। আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিবও কয়েদ হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি হুজুরে আকরামের (সাঃ) নিকট আরজ করলেনঃ

"হে আল্লাহর রাসুল! আমিতো অন্তরে মুসলমান ছিলাম। কিন্তু বাধ্য হয়ে কাফের বাহিনীর সঙ্গে এসে গেছি।" রাসুলে পাক (সাঃ) ইরশাদ করলেন, "তোমার ইসলামের ব্যাপারে আল্লাহই ভালো জানেন। যদি ব্যাপার তাই হয়, যেমন আপনি বলেছেন, তাহলে ফিদিয়ার বদলায় আল্লাহ তায়ালা আপনাকে জাযায়ে খায়ের দিবেন। আমরা বাহ্যিক অবস্থাই দেখে থাকি। অতএব, আপনি আপনার ফিদিয়াও দিন এবং দুই ভ্রাতৃষ্পুত্র নওফিল বিন হারিছ বিন আব্দুল মুত্তালিব ও আকিল বিন আবি তালিব বিন আব্দুল মুত্তালিব এবং মিত্র উতবাহ বিন আমরের ফিদিয়াও দিয়ে দিন।"

আব্বাস বললেন, "আমার নিকট এত অর্থ কোথায়?" তিনি বললেন, "সেই মালের ব্যাপারে আপনার কি ধারণা যা আপনি ও উম্মুল ফজল মাটিতে পুঁতে ফেলেছিলেন এবং আপনি উম্মুল ফজলকে বলেছিলেন যে যদি সফরকালে আমার কিছু হয় তাহলে এই মাল আমার পুত্র ফজল, আব্দুল্লাহ ও কাছাম-এর হবে।" একথা শুনে আব্বাস বললেন, "খোদার কসম! আমি জানি যে, আপনি আল্লাহর সত্য রাসূল (সাঃ)। এটা এমন একটি কথা যা আমি ও উম্মুল ফজল ছাড়া কেউ জানতো না। হে আল্লাহর রাসুল! আমার নিকট বিশ আওকিয়া মাল ছিল। যুদ্ধের পর আপনার বাহিনী তা দখল করে নিয়েছে। তা আপনি ফিদিয়া হিসাবে গণ্য করুন এবং আমাদেরকে মুক্ত করে দিন।

তিনি (সাঃ) বললেন, "তা হয় না। আল্লাহ সেই মালতো আমাদেরকে গনিমতের মাল হিসেবে দিয়েছেন।" অবশেষে হযরত আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব নিজের ভ্রাতৃষ্পুত্রদের এবং মিত্রের ফিদিয়া আদায় করেন ও সকলেই মুক্ত হয়ে যায়।

www.pathagar.com

কাতাদার (রাঃ) চোখ

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন, ওহোদের যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় যখন পরাজয়ে পরিবর্তিত হলো এবং মুসলমানদের ব্যূহ বিশৃংখল হয়ে পড়লো তখন দুশমনরা হুজুরকে (সাঃ) ঘিরে নিল। দুশমনদের হামলা মুকাবিলায় হযরত আবু দুজানা (রাঃ) ঢাল স্বরূপ হয়ে গেলেন। নিজের পিঠে তীর খেতে লাগলেন। কিন্তু হুজুরের (সাঃ) প্রতিরক্ষার জন্য তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়লে তীরে পিঠ ভরে গেল। কিন্তু তিনি নিজের স্থান থেকে মোটেই সরলেন না। সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) হুজুরে আকরামের (সাঃ) নিকট দাঁড়িয়ে শত্রুদের ওপর তীর বর্ষণ শুরু করলেন।

সা'দ স্বয়ং বর্ণনা করেন যে, হুজুরে আকরাম (সাঃ) নিজের হাতে আমাকে তীর দিতেন এবং বলতেন, "সা'দ! দুশমনের উপর তীর নিক্ষেপ কর। আমার মাতা-পিতা তোমার ওপর কুরবান।" তিনি আমাকে শেষে এমন তীর দিলেন যার ফাল ছিল না এবং বললেন, "দুশমনের ওপর এটাও নিক্ষেপ কর।"

কাতাদা বিন নু'মান (রাঃ) অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে শত্রুর মুকাবিলা করলেন এবং হুজুরকে (সাঃ) রক্ষা করতে লাগলেন। আছেম বিন ওমর বিন কাতাদার জবানীতে ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন যে, হুজুর (সাঃ) তীর চালাচ্ছিলেন। অতপর তাঁর ধনুক ভেঙ্গে গেল।

কাতাদা বিন নু'মান সেই ধনুক নিজে নিলেন এবং তা তার নিকট অনেক দিন ছিল।

ওহোদের যুদ্ধে কাতাদা বিন নু'মানের চোখ আহত হয়েছিল এবং মনি বের হয়ে তাঁর গালের ওপর ঝুলতে লাগলো। কাতাদা (রাঃ) বলতেন, হুজুরে আকরাম (সাঃ) নিজের হাতে মনি চোখের মধ্যে রেখে দিলেন। এই চোখ দ্বিতীয় চোখ থেকেও বেশী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন এবং উত্তম ছিল। ওহোদের যুদ্ধের কিছুদিন পূর্বেই হযরত কাতাদার বিয়েহয়েছিল।

www.pathagar.com

রাসূলের (সাঃ) হাতে নিহত ব্যক্তি

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন, ওহোদের যুদ্ধে পরাজয়ের পর গুজব রটে গেল যে, রাসূলুল্লাহকে (সাঃ) শহীদ করে ফেলা হয়েছে। মুসলমানদের নিকট এই খবর ছিল একটি ছোট ধরনের কিয়ামত। ইবনে শিহাব আয যুহরীর বর্ণনা অনুযায়ী যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহকে (সাঃ) দেখেছিলেন এবং চিনেছিলেন তিনি হলেন কা'ব বিনমালিক।

কা'ব বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহকে (সাঃ) দেখলাম। তাঁর সমগ্র মাথা এবং চেহারা লোহার টুপিতে ঢাকা ছিল এবং চোখের দীপ্তি আপন ঔজ্জ্বল্যে দীপ্তমান ছিল। আমি তাঁকে চিনলাম এবং উচ্চৈস্বরে বললাম, "হে মুসলমানরা! সুসংবাদ শুনে নাও। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জীবিত ও সহীহ সালামতে রয়েছেন।" এই কথার পর হুজুর (সাঃ) ইঙ্গিতে আমাকে চুপ থাকতে বললেন।

ইবনে ইসহাক আরো বর্ণনা করেন, মুসলমানরা যখন হুজুরকে (সাঃ) দেখলেন তখন তাদের জীবন ফিরে এলো এবং তাঁর দিকে অগ্রসর হলেন। তিনি (সাঃ) একটি গিরিপথে উঠতে লাগলেন। আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) ওমর বিন খাত্তাব (রাঃ) আলী (রাঃ) বিন আবি তালিব, তালহা (রাঃ) বিন ওবায়দুল্লাহ, যোবায়ের (রাঃ) ইবনুল আওয়াম, হারিছ (রাঃ) বিন ছামতা এবং মুসলমানদের একটি দল তাঁর সঙ্গে ছিলেন। হুজুর (সাঃ) গিরিপথের একটি স্থানে পৌছলেন। এ সময় ইসলামের দুশমন উবাই বিন খালফ তাঁর দিকে অগ্রসর হয়ে বললো, "হে মুহাম্মদ! তুমি যদি বেঁচে যাও তাহলে অবশ্যই আমার নিস্তার নেই।"

সাহাবীরা (রাঃ) আরজ করলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্যে কেউ কি তাকে শেষ করে দেবে?" তিনি বললেন, "না, তাকে ছেড়ে দাও। কিছুটা সামনে আসুক।"

সে এগিয়ে এলে হুজুর (সাঃ) হারিছ বিন ছাম্মার হাত থেকে তার অস্ত্র নিলেন। যখন তিনি অস্ত্র নিলেন তখন তার মধ্যে ভীতির সঞ্চার হলো। অতপর তিনি ইসলামের দুশমনের দিকে অগ্রসর হলেন এবং তার গর্দানে আঘাত হানলেন। ঘোড়ার ওপর সে কয়েকবার কেঁপে উঠলো। কিন্তু পালিয়ে যেতে সক্ষম হলো। তার গর্দানে সামান্য ক্ষত সৃষ্টি হয়েছিল।

ইবনে ইসহাক বলেন, উবাই বিন খালফ মক্কায় যদি কখনো হুজুরের (সাঃ) সঙ্গে সাক্ষাত করতো তখন সে হুজুরকে (সাঃ) হুমকি দিত। সে সব সময় বলতো, "হে মুহাম্মদ! আমার নিকট একটি উত্তম ঘোড়া রয়েছে। আমি তাকে ভালোভাবে

www.pathagar.com

পেলে রেখেছি। প্রতিদিন তাকে দানা খাওয়াই। তাতে চড়েই আমি তোমাকে হত্যা করবো।"

ওহোদ থেকে উবাই বিন খালফ পালিয়ে কোরেশ বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হলো। সে খুশী খুশী মক্কা যাচ্ছিল। উবাই–এর ঘাড়ে সামান্য ধরনের যখম ছিল। একে নখের আচর বললেই ভালো হয়। তা থেকে সামান্য রক্ত বের হলো। সে লোকদেরকে বলতে লাগলো, "খোদার কসম! মুহাম্মদ আমাকে হত্যা করে ফেলেছে।" তার কথা শুনে তার সাথীরা বললো, "খোদার কসম। তোমার মাথা তো খারাব হয়ে গেছে। তোমার কোন আঘাতও লাগেনি। তোমার জীবনেরও কোন ভয় নেই।"

সে বললো, "মক্কায় আমাকে বলতো যে, সে আমাকে মেরে ফেলবে। খোদার কসম। সে যদি আমার ওপর থুথুও নিক্ষেপ করতো তাহলে তাই আমাকে শেষ করে ফেলতো।" মক্কায় যাওয়ার সময় এই খোদার দুশমন পথেই মারা যায়।

www.pathagar.com

কাযমানের আত্মহত্যা

ইবনে ইসহাক আছেম বিন ওমর কাতাদার (রাঃ) উদ্ধৃতিসহ বর্ণনা করেছেন যে, আমাদের মধ্যে একজন অপরিচিত মানুষ ছিল। তাকে আমরা চিনতাম না। তার নাম বলা হতো কাযমান। হুজুরের (সাঃ) সামনে তার কথা উল্লেখ হলে তিনি বলতেন,"সেদোযখবাসী।"

ওহোদের যুদ্ধের দিন যখন প্রচন্ড লড়াই চলছিলো তখন কাযমান মুসলমানদের সঙ্গে মিলিত হয়ে কাফেরদের বিরুদ্ধে ভয়ানকভাবে যুদ্ধ করলো। সে একাই সাত অথবা আট জন কাফের খতম করে ফেললো। সে ছিল যুদ্ধবাজ। যুদ্ধে সেও মারাত্মক আঘাত পেয়েছিল। বনি জাফরের একটি গৃহে তাকে রাখা হয়।

হুজুরের (সাঃ) মজলিসে তার উল্লেখ হলে সাহাবার (রাঃ) একটি দল তাকে খুব প্রশংসা করলো। হুজুর (সাঃ) পুনরায় তার জাহান্নামী হওয়ার কথা উল্লেখ করলেন। সাহাবারা (রাঃ) খুব আশ্চর্যান্বিত হলেন যে, ব্যাপার কি। তাকে দেখতে তো সম্পূর্ণ রূপে জান্নাতী মনে হয়। আর হুজুর (সাঃ) তাকে জাহান্নামী আখ্যায়িত করছেন। লোকদের মনে এক আশ্চর্য ধরনের দ্বন্দ্ব চলছিলো।

কিছু মানুষ সেবা শুশ্রূষার জন্য কাযমানের নিকট গেলো এবং বললো, "হে কাযমান! আল্লাহর কসম, তুমি আজ কামাল করে দেখিয়েছ এবং বিরাট পরীক্ষাও সহ্য করেছ। তুমি সুসংবাদ ও মুবারকবাদের যোগ্য।"

সে বললো, "কিসের সুসংবাদ? খোদার কসম, আমি তো স্ব কওমের ইজ্জত এবং নিজের গোত্রের গৌরবের জন্য লড়াই করে থাকি এই আবেগই যদি না থাকতো তাহলে আমি যুদ্ধের ময়দানে কেন কুদে বেড়াবো?"

ইবনে ইসহাক আরো বলেন, তার ক্ষতের ব্যথা যখন প্রচন্ড রূপ নিলো এবং তা সহ্য করতে পারলো না তখন সে তুনির থেকে তীর বের করে আত্মহত্যা করলো। সাহাবীরা (রাঃ) এই ঘটনা দেখে হুজুরের (সাঃ) নিকট ফিরে গেলেন। তাঁরা একবাক্যে বলতে লাগলেন, "আমরা আমাদের সাক্ষ্যের পুনরুক্তি করছি যে, আপনি আল্লাহর সত্য রাসূল" এরপর তারা কাযমানের ঘটনা বর্ণনা করলেন।

তিনি ইরশাদ করলেন, "আল্লাহ পাক অনেক সময় এই দীনের সাহায্য কোন কাফেরের মাধ্যমেও করে থাকেন।"

www.pathagar.com

আব্দুল্লাহর (রাঃ) তরবারী

যুহায়ের বর্ণনা করেছেন, যুদ্ধের ময়দানে হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) বিন জাহাশের তরবারী ভেঙ্গে গেল। হুজুরে আকরাম (সাঃ) তাঁকে খেজুরের এক লাঠি দান করলেন। এই লাঠি তাঁর হাতে তরবারী হয়ে গেল। তার হাতলও খেজুরেরই ছিল। এই তরবারী উরজুল নামে খ্যাত ছিল।

কুলসুমে মাজবুহ

ইবনে আব্দুল বার বর্ণনা করেছেন যে, আবু রাহাম কুলসুম বিন হাছিন বিন গালফ বিন উবাইদুল গিফারী যিনি বেশীর ভাগ নিজের আবু রাহাম কুনিয়তে মশহুর ছিলেন। রাসূলের (সাঃ) মদীনা আগমনের পর তিনি মুসলমান হন। তিনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। কিন্তু ওহোদ ও তার পরের যুদ্ধসমূহে অংশগ্রহণ করেন। বাইয়াতে রিদওয়ানেও তিনি উপস্থিত ছিলেন। হুজুরে আকরাম (সাঃ) মদীনায় তাঁকে দুবার নিজের স্থলাভিষিক্ত করেন।

ওহোদের যুদ্ধে শত্রুর একটি তীর তার গলায় বিদ্ধ হয়। তিনি সেই অবস্থাতেই হুজুরের (সাঃ) খিদমতে হাজির হলেন। হুজুর (সাঃ) তীর খুলে দিলেন এবং ক্ষতের ওপর মুখের পবিত্র লালা লাগিয়ে দিলেন। ক্ষত শুকিয়ে গেল। কিন্তু তারপর থেকে হযরত আবু রাহামের নামই "আল মানহুর" অর্থাৎ গলাকাটা বলে খ্যাত হয়ে গেল।

www.pathagar.com

নবীর (সাঃ) ধনু

ওয়াকেদী ইবনে কাতাদার উদ্ধৃতিসহ ওহোদ যুদ্ধের অবস্থা লিখতে গিয়ে বর্ণনা করেছেন, "হুজুরে আকরাম (সাঃ) যুদ্ধে সরাসরি অংশ নেন এবং বর্শা দিয়ে দুশমনের মুকাবিলা করতে থাকেন। এমনকি বর্শা ভেঙ্গে যায়। এছাড়া তাঁর ধনুর কাঠ ভেঙ্গে যায় এবং দড়ি ছিঁড়ে যায়।

ধনুর রশি বা দড়ি এক বিঘত পরিমাণ ছিল। তা এবং ধনুর কাঠ উকাশাহ (রাঃ) বিন মিহসান ধরলেন। তিনি কাঠের ধনু বানিয়ে তাতে দড়ি বাঁধতে লাগলেন। কিন্তু তা ছিল খুবই ছোট। অপর প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছছিল না। তিনি হুজুরে পাকের (সাঃ) নিকট একথা বললেন। হুজুর (সাঃ) বললেন, "তা টানো। অপর প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।"

উকাশাহ (রাঃ) বলেন, "সেই সত্তার কসম যিনি মুহাম্মদকে (সাঃ) হক দিয়ে প্রেরণ করেছেন। আমি রশি টানলাম। তা বড় হতে লাগলো এবং কাঠের অপর দিকে লাগালাম। অতপর তা নরম হয়ে গেল। হুজুর (সাঃ) নিজের ধনু নিয়ে নিলেন এবং তা দিয়ে তীর নিক্ষেপ করতে লাগলেন। তীর নিক্ষেপে সে দিন আবু তালহা (রাঃ) খুবই পারদর্শিতা দেখালেন। তিনি হুজুরে আকরামের (সাঃ) সামনে নিজেকে ঢাল হিসেবে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তীরও চালাচ্ছিলেন। অবশেষে তার ধনুও ভেঙ্গে গিয়েছিল এবং তা কাতাদাহ (রাঃ) বিন নুমান উঠিয়ে নিয়েছিলেন।

আবু তালহা (রাঃ) ওহোদের যুদ্ধে নিজের তূণির হুজুরের (সাঃ) সামনে রেখে দিয়ে উচ্চৈস্বরে বলেছিলেন, আল্লাহর রাসুল। আপনার হিফাজতের জন্য আমার জীবন হাজির। "হুজুর (সাঃ) আবু তালহাকে (রাঃ) তীর ধরিয়ে দিচ্ছিলেন এবং বলছিলেন, "আবু তালহা" তীর চালাও।" তিনি খুব ভালভাবে তীর চালালেন এবং নিপুণতার সঙ্গে সঠিক নিশানায় মারলেন। হুজুর (সাঃ) কখনো কখনো আবু তালহাকে (রাঃ) পেছন থেকে দাঁড়িয়ে দেখতেন এবং প্রত্যেক তীর নিশানায় লাগতে দেখে আনন্দ প্রকাশ করতেন। আবু তালহা (রাঃ) অব্যাহতভাবে বলে চলছিলেন, "আমার গলা আপনার গলার জন্য ঢাল স্বরূপ এবং আমার জীবন আপনার জন্য উৎসর্গীকৃত। আল্লাহ আমাকে আপনার উপর ফিদা হয়ে যাওয়ার সৌভাগ্য দিন।"

আবু তালহার (রাঃ) ছিল উচ্চ ও ভীতিপূর্ণ কণ্ঠ। হুজুর (সাঃ) বললেন "আবু তালহার উচ্চস্বর এবং জিহাদের না'রা ৪০ ব্যক্তি থেকেও কার্যকর।" আবু তালহার (রাঃ) তূণিরে ৫০টি তীর ছিল। তার সবই নিক্ষেপ করলেন। হুজুর (সাঃ) সাধারণ কাঠ তার হাতে তুলে দিলেন।

তিনি তাও শত্রুর প্রতি নিক্ষেপ করলেন এবং তা তীর হয়ে দুশমনের উপর গিয়ে আঘাত করলো।

www.pathagar.com

প্রস্তরময় ভূমি

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন, খন্দকের যুদ্ধের সময় পরিখা খনন করতে গিয়ে এমন কয়েকটি ঘটনা সংঘটিত হয়, যা সরাসরি শিক্ষা গ্রহণ ও রাসূলের (সাঃ) নবুয়তের সত্যতা প্রমাণ করে। মুসলমানরা সেই সব ঘটনা স্বচক্ষে দেখেছিলেন।

জাবের (রাঃ) ইবনে আব্দুল্লাহ বলতেন, খন্দক বা পরিখা খননের সময় এক জায়গায় মরুভূমির কঠিন পাথর দেখা দিল। পাথরও এমন যে কোন ক্রমেই তা ভাংছিল না। সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) হুজুরে আকরামের নিকট এ ব্যাপারে অভিযোগ করলেন। তিনি বললেন, কোন পাত্রে পানি নিয়ে এসো। তিনি সেই পানিতে ফুঁ দিলেন। অতপর তিনি দীর্ঘক্ষণ আল্লাহর নিকট দোয়া করতে থাকলেন। দোয়া শেষে তিনি সেই পানি পাথরের উপর ঢেলে দিলেন। উপস্থিত সাহাবীদের (রাঃ) মধ্যে একজন বলেন " সেই সত্তার শপথ। যিনি মুহাম্মদকে (সাঃ) সত্য নবী (সাঃ) বানিয়ে প্রেরণ করেছেন। সেই পাথর দেখতে দেখতে বালির মত নরম হয়ে গেল। কোদাল অথবা অন্য অস্ত্র দিয়ে তা না ভেঙ্গে উঠিয়ে ফেলা যেত, না খন্ড বিখন্ড করা যেত।

www.pathagar.com

বশির কন্যার খেজুর

সাঈদ বিন মিনার উদ্ধৃতি দিয়ে ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন, খন্দকের যুদ্ধের সময় নু'মান বিন বশিরের বোন এবং হযরত বশির বিন সায়াদের কন্যার সঙ্গে এই ঘটনা ঘটেছিল। তিনি বলেন যে, আমার মা উমরাহ বিনতে রাওয়াহা আমাকে ডাকলেন এবং বললেন "মা আমার, এই খেজুর নিয়ে গিয়ে তোমার পিতা ও মামা আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহাকে দিয়ে এসো।" একটি কাপড়ে করে এক মুঠের মত খেজুর নিয়ে আমি খন্দকের দিকে গেলাম। এই আমার আব্বা এবং মামার দ্বিপ্রহরের খাবারছিল।

আমি আমার পিতা ও মামাকে খোঁজ করছিলাম। এমন সময় হুজুর (সাঃ) এক স্থানে আমাকে দেখে ফেললেন। তিনি বললেন, "বেটি এসো। তোমার কাছে একি? "আমি আরজ করলাম" হে আল্লাহার রাসূল। এ হলো খেজুর। আমার মা আমার পিতা ও মামুর পেটের আগুন নেভানোর জন্য আমার নিকট দিয়ে পাঠিয়েছেন।"

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, "এগুলো আমাকে দাও।" আমি খেজুরগুলো হুজুরে আকরামের (সাঃ) হাতে দিয়ে দিলাম। তার হাত সেই খেজুরে পূর্ণ হলো না। যাহোক, তিনি দস্তরখান বিছানোর নির্দেশ দিলেন এবং বিছানোর পর খেজুরগুলো তার ওপর ছড়িয়ে দিলেন। অতপর তিনি সকলকে খাওয়ার জন্য ডেকে আনতে কাউকে নির্দেশ দিলেন। বশির কন্যা বলেন, "খন্দকবাসী দস্তরখানে একত্রিত হলেন এবং খাওয়া শুরু করলেন। একদল খেয়ে উঠে যেতেন এবং দ্বিতীয় দল এসে খাওয়া শুরু করতেন। এভাবে সকল খন্দকবাসীই পেট পুরে খেলেন। কিন্তু খেজুর শেষ হলো না। খোদার কসম। দস্তরখানের ওপর তখনো খেজুর মওজুদ ছিল এবং তা কিনার দিয়ে গড়িয়ে পড়ছিলো।"

www.pathagar.com

জাবেরের (রাঃ) খাবার

ইবনে ইসহাক সাঈদ বিন মিনার এবং জাবের (রাঃ) বিন আবদুল্লাহর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ননা করেছেন যে, হযরত জাবের (রাঃ) বিন আবদুল্লাহ হুজুরে আকরামের (সাঃ) সঙ্গে পরিখা খননে ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি স্বয়ং বর্ণনা করেন, তার নিকট একটা ছোট ধরনের দুর্বল বকরী ছিল। তিনি ধারণা করলেন যে, প্রিয় নবী (সাঃ) বেশ কিছুদিন যাবৎ অভুক্ত রয়েছেন। এই বকরী জবেহ করে হুজুরের (সাঃ) মেহমানদারীর ব্যবস্থা করলে কেমন হয়।

তিনি আরো বলেন, "আমি স্ত্রীকে আটা বানাতে বললাম। সুতরাং সে আটা বানিয়ে রুটি তৈরী করলো। আমি বকরী জবেহ করলাম এবং রাসূলের (সাঃ) জন্য গোশত ভুনলাম। যখন সন্ধ্যা হলো এবং হুজুর (সাঃ) খন্দক থেকে বাড়ীর দিকে যেতে লাগলেন তখন আমি অরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসুল। আমার নিকট একটি বকরী ছিল। আজ আমি তা জবেহ করেছি এবং রুটি তৈরী করেছি। অপনি আমাদের বাড়ি তাশরীফ নিয়ে আমাদেরকে মেযবানীর সুযোগ দানে বাধিত করুন। আমিতো শুধু হুজুরকেই (সাঃ) দাওয়াত দিয়েছিলাম। কিন্তু আমি দাওয়াত দিতেই তিনি তা কবুল করেন এবং কোন আহবানকারীকে সকলকে ডেকে জাবের বিন আবদুল্লাহর বাড়ী পৌঁছে যাওয়ার কথা বলতে বললেন।"

আমি মনে মনে ইন্নালিল্লাহ পড়লাম। কেননা খাবারতো খুবই কম ছিল। যাহোক হুজুরে আকরাম (সাঃ) সাহাবার (রাঃ) দল নিয়ে আমার বাড়ী প্রবেশ করলেন এবং বসে গেলেন। আমি তাঁর সামনে খানা এনে রাখলাম। তিনি আল্লাহর নাম নিলেন। বরকতের দোয়া করলেন এবং খানা খেলেন। লোকজন পালাক্রমে খাবার খাওয়ার জন্য আসতে লাগলেন এবং পেট পুরে খেতে লাগলেন। কয়েক পালায় তাঁরা খাবার খেলেন। এমনকি সকল খন্দকবাসীরই পেট ভরে গেল।

www.pathagar.com

খন্দকের পাথর

ইবনে ইসহাক হযরত সালমান (রাঃ) ফারসীর জবানীতে এই ঘটনা বর্ণনা করছেন। হযরত সালমান বলেন, "খন্দক খোঁড়ার সময় একটি কঠিন পাথর দেখা গেল। আমি তা ভাঙ্গার চেষ্টা করলাম। কিন্তু সফল হলাম না। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমার নিকটেই খোঁড়ার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি যখন এই পরিস্থিতি দেখলেন তখন আমাকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এলেন এবং কোদাল ধরলেন। তিনি পাথরের ওপর কোদাল মারলেন। কোদালের নীচে দিয়ে বিদ্যুতের শিখা বের হলো অতপর দ্বিতীয় বারেও একই ধরনের শিখা দেখা গেল। তৃতীয় বারেও বিদ্যুতের চমক সৃষ্টি হলো এবং পাথর ভেঙ্গে গেল।

আমি আরজ করলামঃ "আমার মাতা পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। হে আল্লাহর রাসূল। আপনি যখন কোদাল মারছিলেন তখন কোদালের নীচে আমি আগুণের শিক্ষা উঠতে দেখেছি। এই শিখা কিসের ছিল?

তিনি বললেন, "সালমান সত্যিই কি তুমি এই শিখা দেখেছ?

আমি ইতিবাচক জবাব দিলাম। তাতে হুজুর (সাঃ) বললেন, "প্রথম কোদালে যে শিক্ষা বের হয়েছিল তাতে আল্লাহ পাক আমাকে ইয়েমেনের ওপর বিজয় দান করেন। দ্বিতীয় বারের শিখায় আল্লাহ পাক আমার জন্য সিরিয়া বিজয়ের পথ সুগম করেন এবং তৃতীয় বারের শিখায় আল্লাহ তায়ালা পূর্বের দেশসমূহের বিজয় আমার জন্য নির্ধারিত করে দেন। ইবনে ইসহাক আরো বর্ণনা করেন যে, তিনি বিশস্ত রাবীদের মুখে হযরত আবু হুরায়রার (রাঃ) এই রাওয়ায়েত শুনেছেন। হযরত ওমর (রাঃ) এবং হযরত ওসমানের (রাঃ) খিলাফতকালের বিজয়সমূহে তিনি বলতেন, "যত এলাকা চাও জয় করতে থাকো। খোদা এই সব বিজয় মুবারক করুন। মদীনা থেকে বিশ্বের দূর দূরান্ত পর্যন্ত এবং আজ থেকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত যত এলাকার ওপর আমরা বিজয় পতাকা উড্ডীন করবো তার অবস্থা আল্লাহ তায়ালা নিজের মাহবুব পয়গাম্বরকে (রাঃ) বলে দিয়ে ছিলেন। আসমান জমিনের মালিক সেইসব এলাকার চাবি নিজের নবীকে প্রদান করেছিলেন।"

www.pathagar.com

আমের বিন আকওয়ার শাহাদাত

ইবনে ইসহাক মুহাম্মদ বিন ইবরাহীম ইবনুল হারিছুত তাইমী থেকে এবং তিনি আবুল হাইছাম নাসার বিন দাহার আসলামী থেকে এবং তিনি নিজের পিতা থেকে শুনেছেন যে, এক সফরকালে হুজুরে আকরাম (সাঃ) সালমাহ বিন আমর বিন আকওয়ার চাচা আমের বিন আকওয়াকে বললেন, "ইবনে আকওয়া কিছু হুদ্দিখানি কর। যাতে উট দ্রুত চলতে পারে।"

ইবনে আকওয়া উট থেকে নেমে পায়ে হেটে চলতে লাগলেন এবং হুদ্দির জন্য যুদ্ধগাথার কবিতা পড়তে লাগলেন। এই কবিতায় রাসূলকে (সাঃ) নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছিল যে যুদ্ধের সময় সাহাবি বৃন্দ (রাঃ) অটলতা প্রদর্শন করবেন। সেই কবিতা হলোঃ

والله لولا الله ما اهتدينا

ولاتصدقنا ولا صلينا!

انّا اذا قومٌ بغوا علينا

وان ارادوا فتنة ابينا!

فانزلنا سكينة علينا

وثبت الاقدام ان لا قينا!

"খোদার কসম। খোদা যদি আমাদেরকে তাওফিক না দিতেন তাহলে আমরা হেদায়াত প্রাপ্ত হতাম না। না আমরা সাদকা দিতাম, না আমরা নামায পড়তাম। অর্থাৎ তিনি আমাদেরকে বিশেষ রহমতে ইসলামের হেদায়াত দিয়েছেন এবং আমরা এই পবিত্র জীবন গ্রহণ করেছি।"

সেই রাস্তায় চলতে গিয়ে যখন কোন শত্রু আমাদের বিরুদ্ধে চড়াও হয় তখন আমরা বুযদিলী প্রদর্শন করি না। যারা আমাদের জন্য ফিতনা সৃষ্টি করতে চায় আমরা তাদের বিরুদ্ধে ঘৃণা মিশ্রিত ক্রোধ প্রকা[illegible]রতাম।

হে মাওলায়ে করিম! আমাদের অন্তরে প্রশান্তি দাও এবং দুশমনের সঙ্গে যদি মুকাবিলা হয়ে যায় তাহলে অটলতা দান কর।"

www.pathagar.com

প্রিয় নবী (সাঃ) এই কবিতা শুনে খুশী হলেন এবং ইবনে আকওয়াকে يرحمك الله "আল্লাহ তোমার ওপর রহম করুন" এই দোয়া করলেন। তিনি যদি কোন সাহাবীকে কখনো এই দোয়া করতেন তখন সে শাহাদাতের মর্যাদায় আসীন হয়ে যেতেন।

হযরত ওমর (রাঃ) সেই সময়ই বলে ফেললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! খোদার কসম, ইবনে আকওয়ার শাহাদাত তো আবশ্যিক হয়ে গেল। সে যদি আরো কিছু দিন আমাদের সঙ্গে থাকতো তাহলে কতই না ভালো হতো।"

আমের বিন আকওয়া (রাঃ) খায়বারের যুদ্ধে শহীদ হয়ে গেলেন। তাঁর শাহাদাতের ঘটনা এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, শত্রুর সঙ্গে লড়াই করতে করতে তাঁর নিজের তরবারীই উল্টে তাকে আঘাত করে বসে। যখম খুব মারাত্মক ছিল। তাতেই তার ওফাত হয়।

তাঁর শাহাদাতের ব্যাপারে লোকদের সন্দেহ হলো এবং বললো, "সেতো নিজের তরবারীর আঘাতেই আহত হয়ে নিহত হয়েছেন।" আমের বিন আকওয়ার ভ্রাতুষ্পুত্র সালমাহ বিন আমর এইসব কথা শুনে হুজুরে আকরামের (রাঃ) খিদমতে হাজির হলেন এবং লোকজনের মন্তব্যের কথা উল্লেখ করলেন। হুজুরে আকরাম (সাঃ) একথা শুনে বললেন, انه لشهيد অবশ্যই সে হক পথে শাহাদাত পেয়েছে। অতপর তিনি তাঁর নামাযে জানাযা পড়ালেন এবং সকল মুসলমান তাঁর জানাযার নামায পড়লেন।

www.pathagar.com

আবুল ইয়াসারের জন্য রাসূলের (সাঃ) দোয়া

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন যে, বুরাইদাহ বিন সুফিয়ান আসলামী তাঁকে এই ঘটনা কয়েকজন বর্ণনাকারীর মুখ দিয়ে শুনিয়েছেন। আবুল ইয়াসার কা'ব বিন ওমর বলেন, "আমরা হুজুরে আকরামের (সাঃ) সঙ্গে খায়বারের যুদ্ধে ছিলাম। রাত হয়ে যাচ্ছিল। আমরা ইহুদীদের দুর্গ অবরোধ করেছিলাম। হঠাৎ করে ভেড়া-ছাগলের একটি দল সেখান দিয়ে অতিক্রম করলো। তার মালিক ছিল একজন ইহুদী এবং দুর্গে ফিরে যাচ্ছিল।

হুজুরে আকরাম (সাঃ) ইরশাদ করলেনঃ "এইসব বকরীর মধ্য থেকে দুচারটা আমাদের খাওয়ার জন্য কে নিয়ে আসতে পারে?" আবুল ইয়াসার বলেন, "আমি আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমি এই কাজ করতে পারি।" তিনি বললেন, "ঠিকআছে।"

আমি উট পাখীর মত গিয়ে বকরীর পালে ঢুকে পড়লাম। পালের প্রথম অংশ দুর্গে ঢুকে পড়েছিল। আমি শেষ অংশ থেকে দু'টো ধরলাম এবং তা বগলদাবা করে নিজের সৈন্যবাহনীর দিকে রওয়ানা করলাম। আমি এমনভাবে আসছিলাস যে আমার নিকট যেন কোন বোঝাই নেই।

আমি যখন বকরী নিয়ে হুজুরে আকরামের (সাঃ) খিদমতে পেশ করলাম তখন তিনি তা জবেহ করার নির্দেশ দিলেন এবং সকলেই তার গোশত খেলেন।"

রাসূলের (সাঃ) সাহাবীদের (রাঃ) মধ্যে হযরত আবুল ইয়াসারই (রাঃ) সর্বশেষে ওফাত পান। হুজুরে আকরাম (সাঃ) তাঁর কল্যাণের জন্য দোয়া করেছিলেন। তিনি দীর্ঘজীবন পেয়েছিলেন। শেষ জীবনে তিনি কখনো এই ঘটনা বর্ণনা করলে অশ্রু ঝরে পড়তো এবং বলতেন, "আমার থেকে উপকৃত হও। আমার বয়সের কসম! সাহাবীদের (রাঃ) দলের আমিই রয়ে গেছি। বাকী সবাই বিদায় নিয়ে গেছেন।"

www.pathagar.com

বিষ মিশ্রিত বকরী

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন যে, হুজুরে আকরাম (সাঃ) খায়বারের দুর্গ জয় করে যখন সেখানে ইতমিনানের সঙ্গে অবস্থান করলেন তখন সাল্লাম বিন মাশকাম ইহুদীর স্ত্রী যয়নব বিনতিল হারিছ প্রিয় নবীকে (সাঃ) একটি হাদিয়া পাঠালো। হাদিয়াটি ছিল মুসাল্লাম গোশতের আকারে একটি বকরী। মহিলাটি হাদিয়া প্রেরণের পূর্বে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, হুজুর (সাঃ) বকরীর কোন অংশের গোশত বেশী পছন্দ করেন। তাকে বলা হয়েছিল দস্তির গোশত তিনি বেশী পছন্দ করেন।

মহিলাটি বকরীর গোশতে বিষ মিশিয়ে দিয়েছিল এবং বিশেষভাবে দস্তিকে বেশী করে ভুনেছিল। অতপর এই ভুনা বকরী নিয়ে সে হুজুরের (সাঃ) সামনে রেখে দিলো। হুজুর (সা·) দস্তির গোশত নিলেন। কিন্তু তিনি তা তখনো খাননি। তার পাশে সাহাবী হযরত বাশার (রাঃ) বিন বারা' বিন মরুরও বসেছিলেন। তিনি গোশতের একটি টুকরো নিলেন এবং খেয়ে ফেললেন। প্রিয় নবী (সাঃ) মুখে লোকমা তো নিলেন কিন্তু না গিলে উগড়ে দিলেন। অতপর বললেন, বকরীর হাড় আমাকে খবর দিচ্ছে যে এটা বিষাক্ত।

সেই মহিলাতো বকরী রেখে চলে গিয়েছিল। তিনি তাকে তৎক্ষণাৎ ডেকে পাঠালেন। সে আসার পর তিনি তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন। সে অপরাধ স্বীকার করলো। তিনি তাকে এই অপরাধমূলক কাজ কেন করেছে তা জিজ্ঞাসা করলেন। জবাবে সে বললো "আপনি আমার কওমের সঙ্গে যে আচরণ করেছেন তা আপনার নিকট গোপনীয় ব্যাপার নয়। আমি ধারনা করেছিলাম যে, আপনি যদি দুনিয়ার বাদশাহদের মত বাদশাহ হন তাহলে বিষ মিশ্রিত গোশত খেয়ে মারা যাবেন এবং আমি শান্তি পাবো এবং প্রতিশোধের আগুন ঠান্ডা হবে। আর আপনি যদি নবী (সাঃ) হন তাহলে আল্লাহ আপনাকে খবরদার করবেন।"

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন যে, এই স্বীকৃতির পর হুজুর (সাঃ) তাকে ক্ষমা করে দেন। কিন্তু দ্বিতীয় রাওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, সে সময় তিনি তাকে ক্ষমা করে দেন। তবে পরে সেই বিষের ক্রিয়ায় হযরত বশিরের (রাঃ) ওফাত হলে তিনি ইসলামী আইন অনুযায়ী সেই মহিলার ওপর কিসাসের হদ জারি করেন এবং তাকে কতল করা হয়।

www.pathagar.com

আল আসওয়াদ রাখাল

ইবনে ইসহাক (রাঃ) আসওয়াদ রাখালের ঘটনা বর্ণনা করে লিখেছেন, "হুজুরে আকরাম (সাঃ) যখন খায়বারের একটি দূর্গ অবরোধ করে রেখেছিলেন তখন এই রাখাল তাঁর নিকট এলো। তার কাছে একটি বকরীর পাল ছিল। আর তার মালিক ছিল একজন ইহুদী। সে হুজুরকে (সাঃ) আরজ করলো, "হে আল্লাহর রাসূল ইসলাম সম্পর্কে আমাকে কিছু বলুন। তিনি তার সামনে ইসলামের শিক্ষা পেশ করলেন। তাতে সে ইসলাম গ্রহণ করলো। হুজুর (সাঃ) যে কোন ব্যক্তির সামনে ইসলাম পেশ করতে কখনো লজ্জা অনুভব করতেন না। তা সে যত সাধারণ বা নীচই হোক না কেন। রাখাল যখন মুসলমান হলো তখন বললো, "হে আল্লাহর রাসূল! আমি অমুক ইহুদীর কাছে চাকরি করি এবং এগুলো তারই বকরী। এখন আমাকে বলুন, আমি কি করবো?" তিনি বললেন, এই সব বকরীকে পাথর মেরে ভাগিয়ে দাও। তারা নিজের মালিকের নিকট নিজেরাই চলে যাবে। আসওয়াদ রাখাল মুঠ ভরে পাথর নিল এবং বকরীদের মুখের ওপর মারতে মারতে বললো, "যাও নিজের মালিকের নিকট চলে যাও। খোদার কসম! আমি আর কখনো তোমাদের সঙ্গে যাবো না।"

বকরীগুলো একত্রিত হয়ে দুর্গের দিকে চলে গেল, আসওয়াদ রাখাল সাহাবীদের (রাঃ) সঙ্গে শামিল হয়ে গেলেন। এখন তিনি সাহাবী। মুজাহিদদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে তিনি দুর্গের ওপর হামলা করলেন এবং যুদ্ধে খুব বীরত্ব প্রদর্শন করলেন। দুর্গের ওপর থেকে ইহুদীরা পাথর নিক্ষেপ করলো। একটি পাথর হযরত আসওয়াদের গায়ে লাগলো এবং তিনি মারাত্মকভাবে আহত হলেন এবং তখনই তিনি শাহাদাত বরণ করলেন। তার পবিত্র লাশ হুজুরের (সাঃ) নিকট আনা হালো এবং চাদর দিয়ে ঢেকে দেওয়া হলো। প্রিয় নবী (সাঃ) সাহাবার (রাঃ) এক দলের সঙ্গে সামনে অগ্রসর হলেন। কিন্তু তিনি পুনরায় পিছু হটে এলেন। সাহাবীরা (রাঃ) আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল। আপনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন কেন?" তিনি বললেন, তাঁর নিকট সুন্দর চক্ষু বিশিষ্ট দু'জন হুর ছিলেন। জান্নাতে তারা তাঁর স্ত্রী। আমি লজ্জার কারণে পিছু হটে এসেছি।

সেই সাহাবা (রা) না কোন নামায পড়েছিলেন। না কোন রোযা রেখেছিলেন। কিন্তু সোজা জান্নাতে পৌঁছে গিয়েছিলেন। আল্লাহ তার ওপর রাজী হয়ে গিয়েছিলেন।

www.pathagar.com

আলীর (রাঃ) চোখ

ইমাম বুখারী (রঃ) বর্ণনা করেছেন, "আমাদের থেকে আবদুল্লাহ বিন মুসলিমা আল কায়ানি তাঁর থেকে আব্দুল আজীজ বিন আবি হাযিম তাঁর থেকে তাঁর পিতা এবং তাঁর থেকে সাহাল বিন সায়াদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি নবীয়ে আকরামের (সাঃ) পবিত্র যবান থেকে খায়বারের যুদ্ধের সময় শুনেছেন। তিনি (সাঃ) বলেছেন, "আমি ঝান্ডা সেই ব্যক্তির হাতে দিব যার হাতে অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা দুর্গ জয় করিয়ে দেবেন।"

লোকজন একথা শুনে তাঁর মজলিস থেকে বিদায় হয়ে গেলেন। তারা চিন্তা করছিল যে ঝান্ডা কাকে দেওয়া হবে। প্রত্যেকেরই আকাংখা ছিল যে ঝান্ডা সে ই পাবে। দ্বিতীয় দিন তিনি (সাঃ) বললেন, "আলী কোথায়?" বলা হলো যে, সে চোখের ব্যথায় কাতরাচ্ছে। তিনি বললেন, "তাঁকে ডাকা হোক।" সে যখন হাজির হলো তখন তিনি তাঁর চোখে নিজের মুখের লালা ডলে দিলেন। তাঁর চোখ সম্পূর্ণ ঠিক হয়ে গেল। যেন তাঁর চোখে কোন অসুবিধাই ছিল না। হযরত আলী (রাঃ) ঝান্ডা নিয়ে বললেন, "আমরা তাদের সঙ্গে সেই সময় পর্যন্ত লড়াই করতে থাকবো যতক্ষণ তারা আমাদের এই দীনে দাখিল না হয়ে যায় (অথবা আমাদের রাষ্ট্রকে মেনে না নেয়)" হুজুরে আকরাম (সাঃ) বললেন, "চুপচাপ ও আরামের সঙ্গে যাও এবং তাদের বাড়ীর সামনে পৌঁছে সর্বপ্রথম তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দাও এবং ইসলামের যেসব কাজ ফরজ সে সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত কর। খোদার কসম। এক ব্যক্তিও যদি তোমাদের হাতে হেদায়াত পায় তা হবে তোমাদের জন্য লাল ধনাগার থেকেও উত্তম।

www.pathagar.com

সালমানের খেজুর

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন যে, হযরত সালমান ফারসী বলেন, আমাকে রাসূলে আকরাম (সাঃ) বলেছেন, "সালমান, নিজের মালিকের সঙ্গে আযাদীর জন্য শর্তাবলী ঠিক করে চুক্তি করে নাও।" অতপর আমি তার সঙ্গে কথা বললাম এবং সিদ্ধান্ত হলো যে আমি তার বাগানে তিনশ' খেজুরের গাছ লাগাবো এবং চল্লিশ আওকিয়া স্বর্ণ তাকে দিব। তার বদলায় সে আমাকে আযাদ করে দেবে।

আযাদীর চুক্তি লিপিবদ্ধ হওয়ার পর হুজুর (সাঃ) সাহাবীদেরকে (রাঃ) বললেন, "নিজের ভাইকে সাহায্য কর।" সুতরাং সাহাবীরা (রাঃ) আমাকে পুরোপুরি সাহায্য করলেন। কেউ খেজুরের ৩০টি, কেউবা ২০টি, কেউবা ১৫টি, কেউবা ১০টি চারা দিলেন। প্রত্যেকেই সামর্থ্য অনুযায়ী আমাকে সাহায্য করলেন। এভাবে আমার নিকট তিনশ' চারা জমা হলো। তখন হুজুর (সাঃ) আমাকে বাগানে গিয়ে গর্ত খুঁড়ে আসতে বললেন। তিনি (সাঃ) বলেছিলেন যে, মাটিতে চারা সে নিজের হাতে লাগাবে।

আমি সঙ্গীদের সাথে গর্ত খুঁড়লাম যখন সকল গর্ত তৈরী হয়ে গেল তখন হুজুর (সাঃ) তাশরীফ আনলেন। আমরা চারা তাঁর (সাঃ) হাতে তুলে দিচ্ছিলাম এবং তিনি তা মাটিতে লাগিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি স্বয়ং সকল চারা লাগালেন। সেই সত্তার কসম! যার হাতে সালমানের জীবন রয়েছে। সেই চারার একটিও শুকায়নি। একটিও মরেনি। সব চারাই বড় হয়েছিল এবং খুব ফল দিয়েছিল।

খেজুর গাছ লাগানোর শর্ত পূরণ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ৪০ আওকিয়া স্বর্ণ প্রদান বাকী ছিল। তা কোত্থেকে আসবে? আমি এই চিন্তাই করছিলাম। এমন সময় সাহাবীরা (রাঃ) একটি সাররিয়াহ বা যুদ্ধ থেকে ফিরে এলেন এবং মুরগির ডিমের মত স্বর্ণের একটি ডালি নিয়ে এলেন। হুজুরের (সাঃ) হাতে যখন সেই স্বর্ণ পৌঁছলো তখন তিনি আমার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন। আমি হাজির হলে বললেন, "সালমান! এই স্বর্ণ নিয়ে যাও এবং তোমার মালিককে দিয়ে আযাদী লাভ করো।"

আমি আরজ করলাম, "হে আল্লাহর রাসূল! এতে কেমন করে পূরণ হবে।" তিনি তার ওপর নিজের পবিত্র মুখ ঘুরালেন এবং বললেন, " তা নিয়ে যাও এবং মেপে দাও। তাতেই পূরণ হবে।"

আমি সেই ডালি নিয়ে আমার মালিকের নিকট গেলাম এবং তাকে স্বর্ণ মেপে দিলাম এবং তা পুরো ৪০ আওকিয়া হলো।"

www.pathagar.com

ইহুদীদের প্রশ্ন

ইবনে ইসহাক আব্দুর রহমান বিন আবি হুসাইনুল মাক্কী থেকে এবং তিনি শাহার বিন হাওশাবুল আশয়ারী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ইহুদী আলেমদের একটি দল হুজুরে আকরামের (রাঃ) নিকট এলো এবং বললো, "হে মুহাম্মদ! আমাদেরকে চারটি প্রশ্নের জবাব দাও। তুমি যদি ঠিক জবাব দাও তাহলে আমরা তোমার নবুয়াতের সত্যতা স্বীকার করবো এবং তোমার ওপর ঈমান এনে তোমার অনুসরণকরবো।"

হুজুর (সাঃ) তাদেরকে বললেন, তোমাদের ওপর আল্লাহর প্রতিশ্রুতি রইলো। আমি যদি সঠিক জবাব দেই তাহলে তোমরা কি আমাকে সত্য বলে মানবে?" তারা বললো, "অবশ্যই।" তিনি বললেন, "তাহলে তোমাদের যা ইচ্ছা তাই প্রশ্ন কর।" তারা প্রথম প্রশ্ন করলো "শিশু মায়ের সদৃশ কেমন করে হয়। সে তো সৃষ্টি হয় বীর্য থেকে। আর বীর্য তো পুরুষেরই হয়।"

হুজুর আকরাম (সাঃ) বললেন, "আমি তোমাদেরকে আল্লাহর নাম এবং বনি ইসরাইলের নিকট সংরক্ষিত আল্লাহর আয়াতের কসম দিয়ে বলছি। আমাকে বল যে তোমরা এটা জানো যে পুরুষের বীর্য সাদা রংয়ের গাঢ় হয়। পক্ষান্তরে মহিলার বীর্য পাতলা ও হলুদ রংয়ের হয়। যখন দু ধরনের বীর্য পরস্পর মিলিত হয় এবং এক বীর্য অপর বীর্যের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে তখন সেই বীর্যের সদৃশই শিশু হয়ে থাকে।"

তারা বললো, "হ্যাঁ, জবাব ঠিকই হয়েছে।"

তারা দ্বিতীয় প্রশ্ন করলোঃ "আপনি আমাদেরকে বলুন যে আপনার নিদ্রার কি অবস্থা হয়? তিনি তাদেরকে পুনরায় কসম দিলেন এবং বললেন, "তোমরা কি আমার ব্যাপারে এই ধারণা রাখো না যে আমার চক্ষু নিদ্রা যায় এবং আমার অন্তর জেগে থাকে?"

তারা বললো, "হ্যাঁ, আমরাও এই ধারণা করি।" তিনি (সাঃ) বললেন, এটা তো সম্পূর্ণ ঠিক। কেন না আমার চক্ষুর ওপর নিদ্রা আধিপত্য বিস্তার করে। কিন্তু আমার অন্তর জাগরুক থাকে।

তারা তৃতীয় প্রশ্ন করলোঃ "আপনি আমাদেরকে বলুন যে, ইয়াকুব (আঃ) কি কি বস্তু নিজের ওপর হারাম করে নিয়েছিলেন?"

তিনি (সাঃ) এবারও তাদেরক কসম দিলেন এবং তাদের প্রশ্নের জবাব দিলেন, "তোমরা কি অবহিত আছো যে, হযরত ইয়াকুব (আঃ) উটের গোশত এবং দুধ সব

www.pathagar.com

খাবারের চেয়ে বেশী পসন্দ করতেন? তিনি একবার কোন রোগে আক্রান্ত হলেন। অতপর আল্লাহ্ পাক তাকে সেই রোগ থেকে মুক্তি দিলেন। এতে তিনি আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনার্থে নিজের পসন্দনীয় খাদ্য ও পানীয় বস্তু নিজের ওপর হারাম বলে আখ্যায়িত করে নিয়েছিলেন।"

তারা বললো, "হ্যা এ ঘটনা এই ধরনেরই।"

তারা চতুর্থ প্রশ্ন করলো, "আমাদেরকে জিবরাইল (আঃ) সম্পর্কে বলুন।"

তিনি পুনরায় তাদেরকে কসম দিলেন এবং বললেন, "তোমরা কি জিবরাইলকে (আঃ) এবং তিনি যে আমার নিকট আগমন করে থাকেন তা কি জানো?"

তারা জবাব দিল, হ্যাঁ আমরা তা জানি। কিন্তু হে মুহাম্মদ! সে তো আমাদের শত্রু। সে এমন ফেরেশতা,যে কঠোরতা নিয়ে আগমন করে এবং রক্ত প্রবাহিত করে থাকে। যদি তোমার সঙ্গে জিবরাইলের (আঃ) সম্পর্ক না থাকতো তাহলে খোদার কসম আমরা তোমাকে অবশ্যই অনুসরণ করতাম।"

ইবনে ইসহাক বলেন, এই পটভূমিতে সূরায়ে বাকারার এই আয়াত নাযিল হয়েছিল।–কুল মান কানা আদুব্বান লি জিব্‌রিলা.....লিল মুমিনিন– (সূরায়ে বাকারাহ, ৯৭ আয়াত)

" হে মুহাম্মদ ! বলে দিন, যে জিবরাইলের (আঃ) দুশমন তার জেনে রাখা উচিত যে সে আপনার (সাঃ) পবিত্র কলবের ওপর এই (কুরআন মজিদ) আল্লাহরই অনুমতিতে নাযিলকৃত কিতাবসমূহের সত্যতার স্বীকৃতি দেয় এবং ঈমান আনয়নকারীদের জন্য হেদায়াত ও সাফল্যের সুসংবাদ নিয়ে এসেছে।"

www.pathagar.com

ফাসিক আবু আমের

ইবনে ইসহাক (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, তিনি জাফর বিন আবদুল্লাহ বিন আবিল হাকাম থেকে শুনেছেন যে, প্রিয় নবীর (সাঃ) মদীনা শুভাগমনের পর আবু আমের তাঁর নিকট এসে জিজ্ঞেস করে, "তুমি যে দীন নিয়ে এসেছ তা কি?"

তিনি (সাঃ) জবাব দিলেন, "আমি ইবরাহীমের (আঃ) দীন নিয়ে এসেছি। এই দীন শিরক থেকে পবিত্র এবং সঠিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত।" সে বললো, "আমিও সেই দীনের ওপরই রয়েছি।"

হুজুর (সাঃ) বললেন, "না, তুমি সেই দীনের ওপর নেই।" সে বললো, "আমি অবশ্যই সেই দীনের ওপর রয়েছি। কিন্তু হে মুহাম্মদ! তুমি সঠিক দীনের বা দীনে হানিফে নিজের তরফ থেকে নতুন নতুন বস্তু প্রবেশ করিয়েছ। প্রকৃতপক্ষে এইসব বস্তুর সঙ্গে সেই দীনের কোন সম্পর্ক নেই।"

তিনি বললেন, "আমিতো সেই দীনে কোন ভেজাল মিশাইনি। বরং তা প্রকৃত সুরতে ও পাক সাফ অবস্থায় পেশ করেছি।"

আবু আমের বললো, "আমাদের মধ্যে যে মিথ্যুক আল্লাহ তাকে বন্ধুহীন ও সাহায্যকারীহীন হিসেবে ছেড়ে দিক এবং একাকী অবস্থায় যেন তার মৃত্যু হয়।"

প্রিয় নবী (সাঃ) ইরশাদ করলেন "সম্পূর্ণ ঠিক কথা। মিথ্যার সঙ্গে আল্লাহ পাক এই ধরনের আচরণই করে থাকেন।"

আবু আমের কিছুদিন পর মদীনা থেকে মক্কা চলে গেল। যখন মক্কা বিজয় হলো তখন সে তায়েফে পালিয়ে গেল। তায়েফও বিজিত হলে তখন সেই খোদার দুশমন সিরিয়ার পথ ধরলো। সেখানে সে বন্ধুহীন, সাহায্যকারী হীন ও একাকী মারা গেল।

www.pathagar.com

রাসূল (সাঃ) ভীতি

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন, হুজুর নবী করিম (সাঃ) হযরত আলীকে (রাঃ) নিজের ঝান্ডা প্রদান করে বনু কুরায়জার দুর্গের ওপর হামলা করার জন্য প্রেরণ করলেন। তিনি মুসলমানদের একটি দলসহ বনু কুরায়জাকে অবরোধ করলেন। অবরোধকার্যে হযরত আলী (রাঃ) ইহুদীদের মুখে নবী করিম (সাঃ) সম্পর্কে কদর্য ও কষ্টদায়ক কথা ও গালি শুনলেন। হযরত আলী (রাঃ) সেখান থেকে ফিরে এলেন এবং পথিমধ্যেই হুজুরের (সাঃ) সঙ্গে সাক্ষাত করলেন। হুজুরও (সাঃ) সেদিকেই যাচ্ছিলেন। হযরত আলী (রাঃ) আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তাদের কাছে যাবেন না।" তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "কেন? আমার ধারণা, তাদের মুখ থেকে আমার সম্পর্কে কদর্য কথা শুনেছ?"

তিনি বললেন, "হ্যাঁ, তাই।"

তিনি বললেন, "তুমি চিন্তা করো না। তারা আমার অনুপস্থিতিতে এই কাজ করেছে। আমার সামনে তাদের এ ধরনের কথা বলার সাহস হবে না"

হুজুর (সাঃ) যখন সেখানে পৌঁছলেন তখন বললেন, "হে বানরের ভাইয়েরা। আল্লাহ তায়ালা কি তোমাদেরকে অপমানিত করেননি এবং তোমাদের ওপর কি তার শাস্তি নাযিল হয়নি?"

তারা একথা শুনে বেয়াদবী না করে শুধু বললো, "হে আবুল কাসেম! আপনিতো কখনো জাহেলী প্রদ[illegible] করতেন না।"

www.pathagar.com

উমায়েরের ইসলাম গ্রহণ

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন, মুহাম্মদ বিন জাফর বিন যোবায়ের ওরওয়াহ বিন যোবায়েরের মুখ দিয়ে এই ঘটনা আমাকে বলেছেন। উমায়ের বিন ওয়াহাবুল জাম-হি বদরের যুদ্ধের কিছুদিন পর ছাফওয়ান বিন উমাইয়ার সঙ্গে মক্কায় বসেছিল। সে কোরেশের সেইসব লোকের অন্যতম ছিল যারা হুজুরে করিম (সাঃ) ও সাহাবীদেরকে (রাঃ) কষ্ট প্রদানে আগে আগে থাকতো। তার পুত্র ওয়াহাব বিন উমায়ের বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে গ্রেফতার হয়ে কয়েদী হয়ে গিয়েছিল।

উমায়ের বদরের যুদ্ধের পরিস্থিতিতে আফসোস প্রকাশ করলো এবং মুসলমানদের সম্পর্কে খারাপ শব্দ ব্যবহার করলো।

ছাফওয়ান শুনে বললো, "খোদার কসম। যারা বদরে মারা গেছে তাদের ছাড়া জীবনের আর কোন সৌন্দর্য থাকলো না।" উমায়ের বললো, "খোদার কসম। তুমি ঠিকই বলেছো। খোদার কসম, আমার ওপর যদি ঋণের বোঝা না থাকতো এবং পরিবার-পরিজনের চিন্তা না হতো আমার অনুপস্থিতিতে পরিবার-পরিজন ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে-তাহলে আমি অবশ্যই মদীনা গিয়ে মুহাম্মদকে (সাঃ) কতল করে ফেলতাম (নাউজুবিল্লাহ)। মদীনায় যাওয়ার ব্যাপারে আমার একটি বাহানাও আছে। আমার পুত্র তাদের হাতে আটক রয়েছে। আমি গিয়ে বলতে পারবো যে, তার সাথে সাক্ষাত করতে এসেছি।"

ছাফওয়ান সুযোগটাকে মূল্যবান মনে করলো এবং বললো, তোমার ঋণ আমার দায়িত্বে নিচ্ছি এবং তোমার পরিবার-পরিজনকেও দেখবো।"

উমায়ের তাকে বললো, "ঠিক আছে, বিষয়টি কারোর নিকট প্রকাশ করো না।" সে বললো, "আমি কাউকে বলবো না।" তার পর উমায়ের নিজের তরবারীতে খুব শান দিল এবং তাতে বিষ মিশালো। অতপর সে মদীনার দিকে রওয়ানা হলো। মদীনা পৌঁছে সে ওমর (রাঃ) বিন খাত্তাবকে মুসলমানদের একটি দলে বসে থাকতে দেখল। সে সময় তারা বদরের যুদ্ধ প্রসঙ্গে আলোচনা করছিলেন এবং সেই যুদ্ধের কারণে আল্লাহ প্রদত্ত সম্মানও তাদের আলোচনায় স্থান পেয়েছিল। তাছাড়া শত্রুপক্ষের যে শিক্ষনীয় পরাজয় হয়েছিল সে ব্যাপারেও তারা মত বিনিময় করছিলেন। ওমর (রাঃ) বিন খাত্তাব উমায়ের বিন ওয়াহাবকে তরবারীসহ সজ্জিত দেখলেন। সে নিজের উট মসজিদের দরজায় বসাচ্ছিলো।

ওমর (রাঃ) সঙ্গীদেরকে বললেন, "এতো খোদার দুশমন উমায়ের বিন ওয়াহাব। খোদার কসম! সে তো কোন অপকর্ম করার জন্য এসেছে। এতো সেই ব্যক্তি যে বদরের ময়দানে দুশমনদেরকে আমাদের ওপর চড়াও হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করিয়েছিল এবং আমাদের সংখ্যার আন্দাজ সেই তাদেরকে বলেছিল। "তারপর ওমর (রাঃ) রাসূলের (সাঃ) নিকট গেলেন এবং আরজ করলেনঃ "হে আল্লাহর নবী! খোদার

www.pathagar.com

কসম এই দুশমন উমায়ের বিন ওয়াহাব নিজের তরবারী নিয়ে এসেছে এবং তার মতলব ঠিক নেই।"

হুজুর (সাঃ) বললেন, "তাকে আমার নিকট নিয়ে এসো।" হযরত ওমর (রাঃ) তার কাছে গেলেন এবং টানতে টানতে হুজুরের (সাঃ) নিকট নিয়ে এলেন। তিনি আনসার সঙ্গীদেরকে রাসূলের (সাঃ) নিকট বসতে এবং এই খবিছের ওপর নজর রাখতে বললেন। কেননা তার নিয়ত ঠিক নেই।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন দেখলেন যে, ওমর (রাঃ) তাকে ধরে নিয়ে আসছেন তখন বললেন, "ওমর! তাকে ছেড়ে দাও। হে উমায়ের! আমার নিকট এসো।" উমায়ের নিকটে গেল এবং জাহেলী রীতি অনুযায়ী সালাম করলো।

হুজুর (সাঃ) বললেন, "আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে সালাম ও দোয়ার উন্নত পদ্ধতি শিখিয়েছেন এবং তাই হলো জান্নাতবাসীদের পদ্ধতি। তাতে সালামত ও রহমতের দোয়া করা হয়।"

উমায়ের বললো, "হে মুহাম্মদ! খোদার কসম, তুমি জানো যে, এই পদ্ধতি বেশী দিনের নয়। এজন্য আমাকে ক্ষমা করো। আমি ঐ পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত নই।"

হুজুর (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, "হে উমায়ের! কি উদ্দেশ্যে এসেছো?" সে জবাব দিল, "আমার কয়েদী তোমাদের নিকট রয়েছে। আমি সে জন্যই এসেছি। আমার সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করো এবং তাকে ছেড়ে দাও।" তিনি বললেন, তোমার গলায় তরবারী ঝুলছে। এটা কি কারণে?" জবাবে সে বললো, "আল্লাহ তায়ালা আমাদের তরবারীকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। এইসব তরবারী কি (বদরে) আমাদের কোন সাহায্য করেছে?"

হুজুর (সাঃ) বললেন, "আমাকে সত্য সত্য বলো যে, তুমি কিজন্য এসেছো?" সে জবাব দিল, "আমিতো সেই কাজের জন্য এসেছি যার উল্লেখ করেছি।" রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, "তুমি মিথ্যা বলেছ। তুমি ছাফওয়ান বিন উমাইয়ার সঙ্গে হাজারে আসওয়াদের নিকট বসেছিলে। অতপর তোমরা কোরেশের নিহতদের কথা পরস্পর উল্লেখ করেছ। এসময় তুমি ছাফওয়ানকে বলেছ যে যদি আমার ওপর ঋণের বোঝা না থাকতো এবং পরিবার-পরিজনের দায়িত্ব না হত তাহলে আমি গিয়ে মুহাম্মদকে (সাঃ) শেষ করে দিতাম।"

তোমার কথা শুনে ছাফওয়ান তোমার ঋণ তার দায়িত্বে নিয়ে নেয় এবং তোমার পরিবার-পরিজনের দেখা-শুনা করার ওয়াদাও করে। তুমি আমাকে হত্যা করার জন্য এসেছ। কিন্তু আমার ও তোমার ইচ্ছার মাঝখানে আল্লাহ তায়ালা বাধা হয়েদাঁড়িয়েছেন।"

www.pathagar.com

উমায়ের বললো, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহর রাসূল!"

"হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাদেরকে আসমানের যে খবর বলতেন এবং আপনার ওপর যে ওহি নাযিল হতো তা আমরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করতাম। এখন যে প্রসঙ্গে আপনি আমাকে খবর দিচ্ছেন তা আমি এবং ছাফওয়ান ছাড়া কেউই জানতো না। খোদার কসম! আমি ভালোভাবে জেনে গিয়েছি যে সে খবর আল্লাহ ছাড়া আপনাকে কেউই দেয়নি। বস্তুতঃ হামদ ও ছানা সেই আল্লাহর তিনি ইসলামের প্রতি আমাকে হেদায়াত দিয়েছেন এবং আমাকে এখান পর্যন্ত নিয়ে এসেছেন। আমি প্রকৃত তাৎপর্য জেনে ফেলেছি।" তারপর উমায়ের (রাঃ) কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করলেন।

নবীয়ে আকরাম (সাঃ) তার ইসলাম গ্রহণে খুব খুশী হলেন এবং সাহাবীদেরকে (রাঃ) বললেন "তোমাদের ভাইকে দীন বুঝাও ও কুরআন মজিদ পড়াও। সাহাবীরা (রাঃ) হুজুরের (সাঃ) হুকুম তামিল করলেন।

অতপর উমায়ের (রাঃ) হুজুরের (সাঃ) নিকট আরজ করলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আমি কুফুরী অবস্থায় আল্লাহর মুমিন বান্দাদেরকে কঠোর কষ্ট দিতাম এবং আল্লাহর রশ্মি নির্বাপণের জন্য তৎপর ছিলাম। আপনি এখন আমাকে মক্কা গমন এবং মক্কাবাসীদেরকে আল্লাহ ও তার রাসূল এবং দীনে হকের দাওয়াত দানের অনুমতি দিন। আল্লাহ পাক তাদেরকে হেদায়াত দিতে পারেন। তারা যদি ইসলাম কবুল না করে তাহলে আমি যেভাবে হকপন্থীদের কষ্ট দিতাম তেমনি হকের দুশমনদেরকেও কষ্ট দিব।" হুজুর (সঃ) উমায়েরকে (রাঃ) অনুমতি দিয়ে দিলেন। এবং তিনি মক্কা চলেগেলেন।

উমায়ের (রাঃ) মদীনা চলে যাওয়ার পর ছাফওয়ান বিন উমাইয়া আশা করে বসেছিলো যে, উমাইয়া শীঘ্রই কোন সুসংবাদ নিয়ে আসবে। সে মক্কাবাসীদেরকে প্রত্যেক দিন বলতো যে শীগ্রই আমি তোমাদের একটি সুসংবাদ দিব। ফলে তোমরা বদরের দুঃখ ভুলে যাবে। ছাফওয়ান প্রত্যেক কাফেলার নিকট উমায়েরের (রাঃ) ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করতো। একদিন একটি সওয়ার এলো এবং ছাফওয়ানকে বললো যে, উমায়ের (রাঃ) তো মুসলমান হয়ে গেছে। ছাফওয়ানের খুব আফসোস হলো এবং কসম খেলো যে সে কখনো উমায়েরের (রাঃ) সঙ্গে কথা বলবে না ও তাকে কোন উপকারও করবে না

ইবনে ইসহাক বলেন, উমায়ের যখন মক্কা পৌঁছলেন তখন লোকদেরকে প্রকাশ্য ইসলামের দাওয়াত দিতে লাগলেন। কেউ বিরোধিতা করলে তিনি একহাত নিতেন। তিনি কাউকে ভয় করতেন না। তাঁর হাতে বহু সংখ্যক মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

www.pathagar.com

দুই উটের ঘটনা

ইবনে হিশাম বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বনি মুসতালিকের যুদ্ধ শেষে ফিরে এলেন। এ সময় তাঁর সঙ্গে জুয়ায়রিয়া বিনতিল হারিছও ছিলো। সে ছিলো বনুল মুসতালিকের সরদার তনয়া। তিনি (সঃ) জুয়ায়রিয়াকে আনসারের এক ব্যক্তির নিকট আমানত হিসেবে পাঠিয়ে দিলেন এবং তাকে হিফাজত করার জন্য বলে পাঠালেন। হুজুর (সঃ) গণিমতের মালসহ মদীনা ফিরে এলেন।

এদিকে জুয়ায়রিয়ার পিতা হারিচ বিন আবি জিরার কন্যার ফিদিয়া দেয়ার জন্য মদীনা রওয়ানা হলো। আকীক নামক উপত্যকায় পৌছে ফিদিয়ার জন্য আনীত উটের প্রতি সে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো। উটগুলোর মধ্যে দু'টি খুব পছন্দ হলো। সুতরাং সেই উট দু'টিকে সে আকীক উপত্যকার একটি গিরিপথে গায়েব করে দিল এবং হুজুরের (সাঃ) খিদমতে বাকী উট পেশ করে বললো, "হে মুহাম্মদ! তুমি আমার কন্যাকে কয়েদী বানিয়েছ আর এ হলো তার ফিদিয়া। হুজুর (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, "আকীক উপত্যকার অমুক গিরিপথে তুমি যে উট দু'টি গায়েব করে এসেছ তা এখন কোথায়?"

হারিছ এ কথা শুনতেই কালেমায়ে শাহাদাত পড়লেন এবং বললেনঃ "খোদার কসম! আপনি আল্লাহর রাসুল এবং আল্লাহই আপনাকে সেই উটের ব্যাপারে খবর দিয়েছেন।" হারিছ এবং তার দুই পুত্র ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং তার কওমের অনেক মানুষও ইসলাম কবুল করলেন। অতপর তিনি কাউকে প্রেরণ করে সেই উট দু'টিও আনালেন এবং হুজুরের (সাঃ) খিদমতে কন্যার জন্য ফিদিয়া হিসেবে তা পেশ করলেন। জুয়ায়রিয়াও (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করলেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হারিছ বিন আবি জিয়ারের নিকট জুয়ায়রিয়ার (রাঃ) বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। বস্তুত তিনি নিজের কন্যার বিয়ে রাসূলের (সাঃ) সঙ্গে দিয়ে দিলেন। হুজুরে করিম (সাঃ) চারশ' দিরহাম মোহরানা আদায় করলেন।

www.pathagar.com

ইহুদীদের ষড়যন্ত্র

ইবনে ইসহাক ইয়াযিদ বিন রুমানের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বনু নজির কবিলায় তাশরীফ বিলেন। বনু আমেরের দুই ব্যক্তি আমের বিন উমাইয়া জাতারীর হাতে নিহত হয়েছিল। তাদের রক্তের বদলার বিষয়টি নিয়ে সিদ্ধান্ত নেয়াই উদ্দেশ্য ছিল। বনু আমের বনু নজিরের মিত্র ছিল। ইহুদীরা হুজুরকে (সাঃ) এক উঁচু প্রাচীরের ছায়ায় বসিয়ে দিল এবং পরস্পর একটি ষড়যন্ত্র আটলো। তারা একে অপরকে বললো," এ ধরনের সোনালী সুযোগ আর পাওয়া যাবে না। কেউ ঘরের ছাদে চড়বে এবং মুহাম্মদের মাথার ওপর ভারী পাথর নিক্ষেপ করবে। তাতে আমরা তার থেকে মুক্তি পাবো।" সকলেই তার মত পছন্দ করলো এবং আমর বিন জাহাশ বিন কায়াব ইহুদী বললো, " আমিই এই কাজ করবো।" ষড়যন্ত্র অনুযায়ী সে ঘরের ছাদে চড়লো এবং একটি ভারী পাথর গড়িয়ে ফেলার জন্য তৈরী হয়ে গেল। সে সময় রাসুলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবার (রাঃ) একটি দলসহ প্রাচীরের ছায়ায় বসে ছিলেন। সেই মজলিসে হযরত আবু বকর (রাঃ) ,হযরত ওমর (রাঃ) এবং হযরত আলীও (রাঃ) উপস্থিত ছিলেন। আসমান থেকে হুজুর (সাঃ) খবর পেলেন যে, ইহুদীরা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র এঁটেছে। সুতরাং তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং মদীনা রওয়ানা হয়ে গেলেন। সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) কিছুক্ষণ পর্যন্ত যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) ফিরে এলেন না তখন তাঁরা তাঁর সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন। মদীনা থেকে আগমনকারী এক ব্যক্তিকে তারা দেখলেন। সাহাবীরা (রাঃ) তাকে হুজুরের (সাঃ) ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। সে বললো, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) মদীনা পৌছে গেছেন। অতএব, সাহাবীরাও (রাঃ) মদীনা ফিরে গেলেন। যখন তাঁরা হুজুরের (সাঃ) খিদমতে হাজির হলেন তখন তিনি (সাঃ) তাঁদেরকে ইহুদীদের ষড়যন্ত্রের কথা অবহিত করলেন। অতপর হুজুর (সাঃ) সাহাবীদেরকে (রাঃ) যুদ্ধের প্রস্তুতির নির্দেশ দিলেন এবং বনু নজিরের দিকে নিজের বাহিনীসহ রওয়ানা হয়ে গেলেন।

www.pathagar.com

অবু আয়াশের (রাঃ) ঘোড়া

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন, রসুলের (সাঃ) উট মদীনার বাইরে চরতো। ইবনে হাসান এইসব উট হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য হামলা করে বসলো। সাইয়াহ ইবনুল আকওয়া মদীনা এসে প্রিয় নবীকে (সাঃ) এই খবর দিলেন। তিনি (সাঃ) ভয়ের ঘোষণা প্রচার করে দিলেন। হুজুরের (সাঃ) কণ্ঠস্বর শুনে অনেক সাহাবা (রাঃ) দৌড়ে এলেন। তারা সকলেই ভালো ঘোড়সওয়ার ছিলেন। সর্বপ্রথম আগমনকারী সাহাবীদের মধ্যে হযরত মিকদাদ (রাঃ) বিন আসওয়াদ, উবাদ (রাঃ) বিন বাশার সায়াদ (রাঃ) বিন যায়েদ (রাঃ) উসায়েদ (রাঃ) বিন হুজায়ের উকাশা (রাঃ) বিন মিহসান, মাহরাজ (রাঃ) বিন ফুজলাহ, আবু কাতাদাহ (রাঃ) , হারিছ (রাঃ) বিন রাবয়ী এবং আবু আয়আশ উবায়েদ বিন যায়েদ বিন ছামিত অন্তর্ভূক্ত ছিলেন।

রাসূলে পাক (সাঃ) সায়াদ (রাঃ) বিন যায়েদকে এইসব সাহাবীর (রাঃ) আমীর নিয়োগ করলেন এবং দুশমনদের পিছু ধাওয়া করা এবং তাদেরকে ধরার নির্দেশ দিলেন। এ সময় হুজুরে আকরাম (সাঃ) অবু আয়াশকে (রাঃ) বললেন, " হে আবু আয়াশ! কতই না ভালো হতো যদি নিজের ঘোড়াকে তুমি কোন ভালো সওয়ারকে দিয়ে দিতে। ফলে সে তাড়াতাড়ি দুশমন পর্যন্ত পৌছতে পারতো।

আবু আয়াশ (রাঃ) অরজ করলো, "হে আল্লাহর রাসূল! আমি সবার চেয়ে ভালো ঘোড় সওয়ার।" এই ঘটনাকে আবু আয়াশ (রাঃ) স্বয়ং এভাবে বর্ননা করেছেন, সে যখন নিজের ঘোড়ার ওপর সওয়ার হয়ে দুশমনের পিছু ধাওয়াতে বের হলো এবং ঘোড়া দৌড়ালো তখন ঘোড়া বড় কষ্টে ৫০ গজই দৌড়েছিল। সে সময় সে তাকে ফেলে দিল। সে খুব হয়রান হলো এবং লজ্জিতও। তার স্মরণ হলো যে, হুজুর (সাঃ) তাকে নিজের চেয়ে ভালো সওয়ারকে ঘোড়া দিয়ে দিতে বলেছিলেন। তার জবাবে তিনি বলেছিলেন, "আমি সবচেয়ে ভালো সওয়ার।"

তিনি যখন ঘোড়া থেকে পড়ে গেলেন তখন হুজুর (সাঃ) তাঁর থেকে ঘোড়া নিলেন এবং হযরত মায়াজকে (রাঃ) দিয়ে দিলেন।

www.pathagar.com

নবুয়তের বাতি

ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন, "মায়াজ বিন হিশাম নিজের পিতা থেকে তিনি কাতাদাহ থেকে এবং তিনি আনাস (রাঃ) বিন মালিক থেকে এই হাদিস শুনেছেন।"

এক অন্ধকার রাতে রাসূলের (সাঃ) দুই সাহাবী (রাঃ) তাঁর মজলিস থেকে উঠে গেলেন। ঘন ঘোর অন্ধকার ছিল। কিন্তু তাঁদের অগে আগে দুটি মশাল আলো ছড়াচ্ছিল। যখন তাঁরা উভয়ে পৃথক হলো, তখন প্রত্যেকের সঙ্গে একটি মশাল রয়ে গেল। তার অলোতে তাঁরা স্ব স্ব বাড়ী পৌছে গেলেন।

আল ইসাবাহর লিখক সেই দুই সাহাবীর নাম বর্ণনা করেছিেন। একজনের নাম ছিল উসায়েদ (রাঃ) বিন হুজায়ের এবং অপরজন ছিলেন ওবাদ (রাঃ) বিন বাশার। তিনি বলেন যে, অন্ধকার রাতে তাদের মধ্যেকার একজনের লাঠি আলোকিত হয়ে গিয়েছিল এবং যখন পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন তখন অপর সাহাবীর লাঠিও আলো ছড়াতে লাগলো।

আবু সালমা (রাঃ) হযরত আবু সাইদ আল খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী পাক (সাঃ) এক অন্ধকার রাতে এশার নামাযের জন্য বের হলেন। আকাশে মেঘ ছেয়েছিল এবং অন্ধকার ছিল মারাত্মক। হঠাৎ করে বিদ্যুৎ চমকালো এবং হুজুর (সাঃ) বিদ্যুতের আলোতে কাতাদাহ বিন নুমানকে (রাঃ) দেখতে পেলেন। তিনি বললেন, " কাতাদাহ।" তিনি জবাব দিলেন, জি, হে আল্লাহর রাসুল।

আমি ধারণা করেছিলাম যে, এই অন্ধকার রাতে খুব কম মানুষই এশার নামাযে হাজির হবেন। এ জন্য আমি অবশ্যই মসজিদে পৌছে যেতে চাইলাম।

হুজুর (সাঃ) বললেন, " নামাযের পর যাওয়ার সময় আমার সঙ্গে দেখা করে যেও।

সুতরাং নামায থেকে ফারিগ হয়ে কাতাদাহ (রাঃ) তাঁর খিদমতে হাজির হলেন। তিনি তাকে খেজুরের একটি হালকা ধরনের ছড়ি দিলেন এবং বললেন , "নাও, এটা ধরো। অন্ধকারে তোমার দশ কদম আগে এবং দশ কদম পেছনে আলো দেবে।

www.pathagar.com

উতবার (রাঃ) খোশবু

সাঈদ বিন নাছার ইবনে আবি ওয়ালিম, ইবনে ওয়াজ্জাহ, আলী বিন আছিম, হাছিল বিন আবদুর রহমানের মাধ্যমে এই রাওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন যে, হযরত উতবাহ বিন ফারকাদের (রাঃ) স্ত্রী উম্মে আছেম বলেছেন, উতবাহ'র গৃহে আমরা তিন বিবি ছিলাম। সতীনের ওপর বাজী নেওয়ার জন্য আমরা প্রত্যেক্যেই ভালো খোশবু ব্যবহার করতাম। উতবাহ বিন ফারকাদ তেল ব্যবহার করতেন। কখনো খোশবু ব্যবহার করতেন না। কিন্তু তা সত্বেও আমাদের চেয়ে বেশী খোশবু তার শরীর থেকেই আসতো।

একবার আমি তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, রাসূলের (সাঃ) জীবদ্দশায় আমার শরীরে খোশ পাঁচড়া হয়েছিল। তাতে আমি খুব কষ্ট পেতাম। হুজুর (সাঃ) একথা জানতে পেরে আমাকে ডাকালেন এবং নিজের সামনে বসালেন। সতর ছাড়া সমগ্র শরীর ল্যাংটা করার জন্য আমাকে নির্দেশ দিলেন। সুতরাং আমি কাপড় খুলে ফেললাম।

হুজুর (সাঃ) কিছু পড়লেন এবং নিজের হাতে ফুঁ দিলেন। অতপর দুহাতের তালুতে ঘষা দিলেন। তারপর তিনি (সাঃ) দুই হাত আমার পিঠ, পেট এবং সমগ্র শরীরে ডলে দিলেন। আমার অসুখ ভালো হয়ে গেল এবং সেদিন থেকেই আমার শরীর খোশবুদার হয়ে গেল। যেমন তোমরা দেখে থাকো।

www.pathagar.com

ওহোদ পাহাড়ের কম্পন

ইমাম বুখারী (রঃ) রাওয়ায়েত করেছেন যে, তিনি মুহাম্মদ বিন বাশার থেকে তিনি ইয়াহিয়া বিন সাঈদ থেকে তিনি কাতাদাহ (রাঃ) থেকে এবং তিনি হযরত আনাস বিন মালিক (রাঃ) থেকে শুনেছেন যে, একবার হুজুরে আকরাম (সাঃ) ওহোদ পহাড়ের ওপর উঠলেন। তার সঙ্গে ছিলেন আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) ওমর ফারুক (রাঃ) এবং ওসমান গনি (রাঃ)। তিনি যখন পাহাড়ে উঠলেন তখন পাহাড় কাঁপতে লাগলো । তিনি বললেন, "হে ওহোদ! অটল থাকো এবং শান্ত হও। অবশ্যই তোমার ওপর এক নবী (সাঃ) এক সিদ্দিক (রাঃ) এবং দুই শহীদ রয়েছেন।

ফুয়ায়েকের অন্ধত্ব মোচন

ইবনে আব্দুল বার, ইবনে আমি শাইবা, মুহাম্মদ বিন বাশারুল আবদি আব্দুল আজিজ বিন ওমর এবং সালমান বিন সায়াদ এক ব্যক্তির হাওয়ালা দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, হাবিব বিন ফুয়ায়েকের এক ভাগেনেয় হাবিবের নিকটে নিজের পিতা ফুয়ায়েকের ব্যাপারে এই রাওয়ায়েত শুনেছেন। তিনি বলেন যে, তার পিতা ফুয়ায়েক যখন রাসূলের (সাঃ) খিদমতে হাজির হলেন, তখন তাঁর চোখ সাদা হয়ে গিয়েছিল। এবং দৃষ্টি শক্তি সম্পূর্ণরূপে লোপ পেয়েছিল।

রাসূলে পাক (সাঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তাঁর দৃষ্টি শক্তি কি করে লোপ পেয়েছে। তিনি জবাব দিলেন যে, তিনি একটি উটের উপর সওয়ার ছিলেন। এমন সময় এক স্থানে পড়ে গেলেন। নীচে ছিল সাপের ডিম । পড়তেই তার দৃষ্টি শক্তি লোপ পেয়ে গেল। একথা শুনে নবীয়ে আকরাম (সাঃ) তাঁর চোখের উপর ফুঁ দিলেন এবং সেই মুহূর্তেই তার দৃষ্টি শক্তি পুনরায় ফিরে এলো।

হাবিব বলতেন, আমি আমার পিতাকে দেখেছি। যদিও তাঁর চোখ সম্পূর্ণরূপে সাদা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু দৃষ্টি এত শক্তিশালী ছিল যে, তিনি সূঁচে সুতো পরাতেন। সে সময় তাঁর বয়স ৮০ বছর।

www.pathagar.com

পরিত্যক্ত কূপ

যুহরী বর্ণনা করেছেন যে, হুজুরে আকরাম (সাঃ) যখন ওমরার জন্য মদীনা থেকে বের হলেন এবং রাবেগ ও মক্কার মধ্যবর্তী আসফান নামক স্থানে পৌছলেন তখন তিনি বাশার বিন সুফিয়ানূল কাবীকে সেখানে পেলেন। তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল।' কোরেশরা অপনার রওয়ানার কথা জেনে ফেলেছে এবং তারা আপনার পথে বাধা দানের জন্য বের হয়ে পড়েছে । তাদের সঙ্গে মহিলা ও শিশুও রয়েছে এবং তারা চিতাবাঘের চামড়ার পোশাক পরে আছে। অর্থাৎ এর মাধ্যমে তারা প্রকট শত্রুতার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে। তারা জিতুয়া উপত্যকায় পৌছেছে এবং পরস্পর প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে, তারা আপনাকে কোনক্রমেই মক্কায় প্রবেশ করতে দেবে না। তারা ঘোড় সওয়ার দলগুলোর কমান্ড খালিদ বিন ওয়ালিদের দায়িত্বে ন্যস্ত করেছে এবং সে তাদের আগে কিরায়ুল গামিমে পৌছে গেছে।

এই খবর শুনে হুজুর (রাঃ) বললেন, কোরেশদের জন্য আফসোস।যুদ্ধ আগেই তাদের মেরে ফেলেছে এবং এখনো তাদের হুশ ফেরেনি। তাদের হয়েছে কি! তারা যদি বুদ্ধি দিয়ে কাজ করতো তাহলে আমার বিরোধীতার পরিবর্তে আমাকে ছেড়ে দিত। যদি আরবের অবশিষ্ট গোত্রসমূহ এবং সরদারদের সঙ্গে আমাকে মোকাবিলা করতে দিত, তাহলে হয় সেই সব গোত্র আমাকে শেষ করে দিত এবং কোরেশের অন্তরের বাসনা পূরণ হতো। আর যদি আল্লাহ- তায়ালা আমাকে তাদের ওপর বিজয় দিতেন তাহলে এরা উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে ইসলামে দাখিল হতো অথবা ইসলাম গ্রহণ করতে না চাইলে লড়াইয়ের মাধ্যমে আমার মুকাবিলা করতো। এই অবস্থায় তাদের শক্তি বেশীহতো। এখন কোরেশরা কি মনে করে? খোদার কসম। আমি এই দীনেহকের জন্য জিহাদ অব্যাহত রাখবো। তাতে এই দীন হয় বিজয়ী হবে অথবা আমার জীবন শেষ হবে।"

অতপর তিনি (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, " এমন কোন ব্যক্তি আছে কি? যে, এমন রাস্তার সন্ধান দেবে যে, রাস্তা হবে ভিন্ন। যে রাস্তায় কোরেশরা আসছে না।"

ইবনে ইসহাক বলেন যে, আবদুল্লাহ বিন আবকার তাঁকে বললেন, বনু অসলামের এক ব্যক্তি বলেছে, "হে আল্লাহর রাসূল! আমি এই খিদমত আঞ্জাম দিব।" অতপর সেই ব্যক্তি গিরিপথের মাঝখান দিয়ে একটি কঠিন ও প্রস্তরময় রাস্তার সন্ধান দিল। লোকজন সেই রাস্তা দিয়ে চললো এবং মুসলমানদেরকে কঠিন কষ্ট স্বীকার করতে হলো। অবশেষে তারা সমতল ভূমিতে এসে পৌছলেন এবং উপত্যকা থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেন।

www.pathagar.com

সে সময় রাসূলে আকরাম (সাঃ) লোকদেরকে বললেন, "বেশী বেশী তওবা ও ইসতিগফার করো।" লোকজন ইসতিগফার করতে লাগলেন। তিনি বললেন,"আল্লাহ তায়ালা বনি ইসরাইলকে হিত্তার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তা প্রকৃতপক্ষে ইসতিগফারেরই নির্দেশ ছিল। কিন্তু সেই কওম সেই নির্দেশ তামিল করেনি।

ইবনে শিহাব বলেন, নবী পাক (সাঃ) লোকদেরকে ডাইনের দিকের রাস্তা ধরে আল মারারের চূড়ার ওপর দিয়ে মক্কার একদম নীচে হুদায়বিয়াতে পৌছে যাবার নির্দেশ দিলেন। মুসলমানরা সেই রাস্তা দিয়ে যখন হুদায়বিয়া পৌছলেন এবং কোরেশ বাহিনী মেঘের মত ধুলো উড়তে দেখলো তখন বুঝতে পারলো যে মুসলমানরা নিজেদের রাস্তা পরিবর্তন করে নিয়েছে। অতএব তারা মক্কার দিকে ফিরে গেল।

ছানিয়াতুল মারার নামক স্থানে হুজুরের (সাঃ) উটনি বসে পড়লো। লোকজন বললো শ্রান্ত হয়ে উটনি বসে পড়েছে। কিন্তু হুজুর (সাঃ) বললেনঃ "ক্লান্ত হয়ে সে বসেনি বরং সেই সত্ত্বাই তাকে বাধা দিয়েছেন যে সত্ত্বা মক্কায় হাতিদের প্রবেশে বাধা দিয়েছিলেন। কোরেশরা যদি অজও যুক্তিযুক্ত দাবী আমার নিকট করে এবং আত্মীয়তার কথা বলে তাহলে আমি তাদের দাবী মেনে নিব। অতপর তিনি লোকদেরকে সেখানে তাঁবু ফেলার নির্দেশ দিলেন।"

লোকজন বললোঃ"হে আল্লাহর রাসূল! এই উপত্যকায় তো পানি নেই।" তিনি নিজের তূনীর থেকেএকটি তীর বের করলেন এবং তা একজন সাহাবীকে (রাঃ) দিলেন। সেই সাহাবীর নাম ছিল নাজিয়া (রাঃ)। অতপর তিনি (সাঃ) বললেন, এই পরিত্যক্ত কূপে নামো এবং তার মধ্যে এই তীর গেড়ে দাও। তিনি নামলেন এবং নির্দেশ মুতাবেক তীর গেড়ে দিলেন। তা থেকে পানির ঝরনা বেরিয়ে পড়লো। সবাই খুব আসুদা হয়ে পানি পান করলেন এবং পানির কোন কমতি রইলো না।

www.pathagar.com

মশকের পানি

ইমাম বুখারী (রাঃ) মুসাদ্দাদের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, ইয়াহিয়া বিন সাঈদ আওফ থেকে এবং তিনি আবু রিজা থেকে এবং তিনি ইমরান থেকে শুনেছেন। তিনি বলতেন, "আমরা রাসূলের (সঃ) সঙ্গে এক সফরে ছিলাম। আমরা সারা রাত হাঁটলাম। এমনকি রাত শেষ হয়ে এলো। আমাদের প্রচণ্ড ঘুম পেল। এমন অবস্থায় মুসাফিরের জন্য ঘুমের চেয়ে বেশী মিষ্টি বস্তু আর হয় না। অতএব আমরা ঘুমিয়ে গেলাম। সূর্যের তাপ আমাদের না জাগানো পর্যন্ত আমরা ঘুমিয়ে রইলাম। সর্ব প্রথম অমুক অমুক এবং অমুক উঠলো। চতুর্থ নম্বরে ওমর (রঃা) বিন খাত্তাবের চোখ খুললো। রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন ঘুমাতেন তখন আমাদের মধ্য থেকে কেউ তাকে জাগাতে সাহস পেতো না। কেননা স্বপ্নে আল্লাহ পাক হুজুরকে (সঃ) কি দেখাতেন তা আমরা জানতাম না। হযরত ওমর (রাঃ) যখন জাগলেন তখন দেখলেন যে ঘুমের কারণে নামাযের সময় চলে গেছে। এই অবস্থায় তিনি উচ্চৈস্বরে আল্লাহু আকবার তাকবির বলা শুরু করলেন এবং অব্যাহতভাবে তাকবির দোহরাতে লাগলেন। এমনকি তাঁর আওয়াজ শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) জেগে গেলেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন ঘুম থেকে জাগলেন তখন লোকজন তাঁর সামনে এই অবস্থায় পেরেশানী প্রকাশ করলো। তিনি বললেন, "কোন চিন্তা নেই, সফরের জন্য তৈরী হও। অতপর লোকজন সফরে রওনা হলো। কিছুদূর যাওয়ার পরই হুজুর (সঃ) নিজের সওয়ারী থেকে নামলেন এবং ওজুর জন্য পানি চাইলেন। ওজুর পর আযান দেওয়া হলো এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ) নামায পড়ালেন। তিনি যখন নামায থেকে ফারেগ হলেন তখন দেখলেন যে এক ব্যক্তি পৃথক বসে আছে। নামাযে শামিল হয়নি। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "হে অমুক ব্যক্তি! তোমাকে কিসে নামায থেকে বিরত রেখেছে? সে জবাব দিল, জনাব! আমার শুক্রক্ষরণ হয়েছে। গোসলের জন্য পানি নেই। তিনি (সঃ) বললেন, "মাটি দিয়ে তাইয়াম্মুম কর। তোমার পবিত্রতার জন্য এটাই যথেষ্ট।"

তারপর লোকজন আবার চলা শুরু করলো এবং কিছু দূর গেয়ে পিপাসার কথা জানালো। হুজুর (সঃ) সওয়ারী থেকে নামলেন এবং হযরত আলী (রাঃ) ও অন্য একজন সাহাবীকে ডাকলেন এবং বললেন, "যাও এবং পানি তালাশ করো।" সুতরাং তাঁরা উভয়ে গেলেন এবং কিছু দূরে তারা একজন মহিলাকে দেখতে পেলেন। মহিলাটি উটের ওপর সওয়ার ছিল। সে উটের ওপর বড় বড় দুটি মশকে পানি ভরে রেখেছিল। তাঁরা সেই মহিলাকে জিজ্ঞেস করলেন যে পানি কোথায়? সে জবাব দিল, "কাল এই সময় আমি পানি নিয়ে পুকুর থেকে রওনা দিয়েছিলাম। তাঁরা বললেন,

www.pathagar.com

অমাদের সঙ্গে এসো। সে বললো কোথায়? সাহাবীরা বললেন, রাসূলুল্লাহর (সঃ) নিকট। সে বলতে লাগলো, " সে ব্যক্তি যাকে ছাবি বা ধর্মদ্রোহী বলা হয়ে থাকে। তাঁরা জবাব দিলেন, "হাঁ, তুমি ঠিকই বুঝেছ। অতএব আমাদের সঙ্গে চল।" তারপর তাঁরা তাকে নিয়ে রসূলের (সঃ) সামনে সেই মহিলার সঙ্গে অনুষ্ঠিত কথাবার্তার কথা বর্ণনা করলেন। তিনি (সঃ) বললেন ঐ মহিলাকে উট থেকে নামাও। অতপর হুজুর (সঃ) একটি পাত্র আনালেন এবং মশক দুটির মুখ খুলে তা থেকে সামান্য পানি পাত্রটিতে ঢাললেন এবং মশকদুটির মুখ বন্ধ করে দিলেন এবং লোকদেরকে ডেকে বললেন, যার পানি পান করার প্রয়োজন সে এসে পানি পান করে নিক এবং যার পাত্রে নেওয়া দরকার সে পাত্রে ভরে নিক। এরপর যার ইচ্ছা সে পান করে নিল এবং যার ইচ্ছা পাত্রে ভরে নিল। শেষে আমি একটি পাত্র ভরে সেই ব্যক্তিকে দিলাম যে শুক্রক্ষরণের কথা বলেছিল এবং তাকে বললাম, " যাও এবং এই পানি দিয়ে গোসল কর।"

ইমরান আরো বলেন, সেই মহিলা দাঁড়িয়ে আশ্চর্য হয়ে সবকিছু দেখছিলো। খোদার কসম। সে এমন হতভম্ব হলো যে বর্ননা করা যায় না। রাসূলে (সঃ) খোদা বললেন, তাঁর জন্য কিছু খেজুর, আটা এবং ছাতু যা তোমাদের নিকট আছে জমা কর।" সাহাবীরা (রাঃ) খানাপিনার সামান্য জমা করলেন এবং তা একটি কাপড়ে বেঁধে মহিলাকে উটের ওপর সওয়ার করালেন ও পুটলী তার সামনে রেখে দিলেন। হুজুর (সঃ) বললেন, "তুমি জানো যে আমি তোমার পানি কমাইনি। বরং আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে পানি পান করিয়েছেন।"

মহিলাটি যখন নিজের পরিবার পরিজনের নিকট পৌছালো তখন তারা তাকে কোথায় এত দেরী করেছে সে ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলো। সে বললো, "আমি এক আশ্চর্য ও অভূতপূর্ব ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি। রাস্তায় আমার সঙ্গে দু'ব্যক্তির দেখা হয়েছিল। তারা আমাকে কথিত সেই ছাবির নিকট নিয়ে গিয়েছিল।" অতপর সে সমগ্র ঘটনা বর্ণনা করলো এবং বললো, "খোদার কসম, আসমান ও যমিনের মধ্যে হয় তার চেয়ে বড় কোন জাদুকর নেই অথবা সে আল্লাহর সত্যিকার রাসূল।"

মুসলমানরা যখন সেই এলাকায় মুশরিকদের ওপর হামলা করতেন তখন সেই মহিলা যে বস্তিতে থাকতো তার ওপর হামলা করতো না। একদিন সে নিজের কবিলার লোকদেরকে বললো যে, "তারা তোমাদের চার পাশে হামলা করেছে। কিন্তু তোমাদেরকে জেনে শুনে ছেড়ে দিচ্ছে। তার চেয়ে বরং তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম।" তারা তার কথা মেনে নিল এবং ইসলাম গ্রহণ করলো।

www.pathagar.com

চামড়ার পাত্রের পানি

ইমাম বুখারী (রা) মুসা বিন ইসমাইল, আবদুল আজীজ বিন মুসলিম হিছিন ও সালিম বিন আবিল জায়াদ–এর উদ্ধৃতিসহ হযরত জাবের (রাঃ) বিন আবদুল্লাহ এই হাদিস নকল করেছেন। তিনি বলেন, হুদায়বিয়ার দিন লোকজন পিপাসায় বড় কাতর। কাত্রোর নিকট পানি নেই। রাসুলের (সঃ) নিকট একটি চামড়ার পাত্র ছিল। লোকজন তাঁর (সঃ) চার পাশে জমা হলো। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ব্যাপারকি? তারা বললেন, আমাদের নিকট না ওজুর পানি আছে, না খাবার পানি। পানি বলতে আপনার কাছে যা আছে তাই।

জাবের (রাঃ) বলেন, এ সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ) নিজের হাত চামড়ার পাত্রে রাখলেন। তখন আঙ্গুল দিয়ে পানির ঝরনা ধারা প্রবাহিত হলো। অমরা আসুদাহ হয়ে পানি পান করলাম এবং ওজুও করলাম। সালেম বলেন, আমি হযরত জাবেরকে (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলাম, তোমরা সংখ্যায় কত ছিলে?" তিনি বললেন, আমরা যদি এক লাখও হতাম তা হলেও সেই পানি আমাদের জন্য যথেষ্ট ছিল। যা হোক আমরা সে সময় প্রায় ১৫'শ মানুষ ছিলাম।"

www.pathagar.com

পরাজিত কুবাছ

ওয়াকেদী বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর থেকে মুহাম্মদ বিন আবি হামিদ এবং তাঁর থেকে আবদুল্লাহ বিন আমর বিন উমাইয়া বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর পিতা আমর বিন উমাইয়াকে বদরের যুদ্ধে পরাজিত মুশরেকদের একজন বললো যে, এই পরাজয়ে তারা খুব বিস্মিত হয়েছিল। পরাজিত হয়ে তারা মক্কার দিকে পালাচ্ছিল এবং মনে মনে বলছিল যে, এ ধরণের পরাজয়তো মহিলারাই স্বীকার করতে পারে।

কুবাছ ইবনে আশিমুল নিকনানী বলতেন যে, সে বদরের যুদ্ধে মুশরেকদের সঙ্গে অংশ নিয়েছিল। তার বর্ণনা হলো, "আমি দেখলাম যে মুহাম্মদের (সঃ) সাথীদের সংখ্যা খুবই কম এবং আমাদের পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্যের সংখ্যা অনেক বেশী। অতপর আমি পরাজয়ের দৃশ্য দেখলাম এবং আমিও পলায়নকারীদের সঙ্গে পালালাম। আমি মুশরিকদের প্রত্যেকের চেহারার দিকে তাকালাম এবং মনে মনে বললাম, "এ ধরনের পরাজয় তো আমি কখনো দেখিনি। মহিলারাইতো এভাবে পালিয়ে থাকে।"

আমি পালাচ্ছিলাম এবং ভয়ও পাচ্ছিলাম যে, কোথাও ধরা না পড়ে যাই। সাধারন রাস্তা ছাড়া আমি অপরিচিত রাস্তা ধরলাম। গাইকা নামক স্থানে আমার কওমের এক ব্যক্তির সাথে আমার দেখা হলো এবং সে আমার অবস্থার কথা জিজ্ঞেস করলো। আমি বললাম, "কি জিজ্ঞাসা করো?" আমাদের লোকজন ধরাশায়ী হয়েছে। গ্রেফতার করা হয়েছে এবং আমরা শোচনীয় ভাবে পরাজয় বরণ করেছি। তুমি কি আমাকে তোমার সওয়ারীর ওপর নেবে?"

সে আমাকে তার সওয়ারীর ওপর তুলে নিল এবং পথ চলার পাথেয় দিল। আমরা জুহফা পৌঁছলাম। অতপর আমি মক্কা প্রবেশ করলাম। মক্কা প্রবেশের পূর্বে আমি গামিম নামক স্থানে হাইসুমান ইবনে হাবিসুল খাজায়ী কে দেখলাম। আমার জানা ছিল যে, সে তাড়াতাড়ী মক্কা পৌছে কতলে আমের বা ব্যাপক হত্যাকান্ডের খবর দেবে। আমি ভাবলাম যে, এই দুঃসংবাদ আমার পূর্বেই তার মুখে শুনুক। আমি থেমে গেলাম এবং সে আমার পূর্বেই মক্কায় প্রবেশ করলো। সে মক্কা বাসীকে তাদের নিহতদের খবর শুনালো। তারা কান্নাকাটি ও বুক চাপড়াতে লাগলো এবং সঙ্গে সঙ্গে খাজায়ীকে গালি দিতে লাগলো। সে তাদেরকে ভালো কোন খবর শুনানোর পরিবর্তে কোমর ভেঙ্গে দেয়ার খবর শুনালো।

www.pathagar.com

কুবাছ বলেন, খন্দকের যুদ্ধের পর আমার অন্তরে কিছুটা পরিবর্তন সূচীত হলো। আমি চিন্তা করলাম যে মদীনা যাবো এবং দেখবো যে মুহাম্মদ (সঃ) কি বলেন। আমার অন্তরে ইসলামের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয়েছিল। সেখানে পৌছে হুজুরের (সঃ) ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম। লোকজন আমাকে বললো যে, তিনি মসজিদের দেয়ালের ছায়ায় বসে আছেন। তাঁর সঙ্গে সাহাবার (রাঃ) একটি দলও ছিল। আমি সেখানে পৌছলাম। সাহাবীদের মধ্যে আমি তাঁকে চিনতে পারলাম না। সালাম করলাম। হুজুর (সঃ) বললেন, "হে আশিমের পুত্র কুবাছ! তুমি বদরের দিন বলে ছিলে যে, " এমন পরাজয় তো আমি কখনো দেখিনি। মহিলারাইতো এভাবে ভেগেথাকে।"

আমি তাঁর মুখে এ কথা শুনতেই কালেমায়ে শাহাদাত পড়লাম এবং বললাম, "আমিতো এই কথা মনে মনেই বলেছিলাম এবং কারোর সামনেই তা প্রকাশ করিনি। আপনি যদি আল্লাহর নবী না হতেন তাহলে এই ঘটনার খবর আপানি কখনই পেতেন না। আল্লাহ আপনাকে এ কথা বলেছেন। আপনি আপনার হাত বাড়িয়ে দিন যাতে আমি বাইয়াত করতে পারি। তিনি আমার সামনে ইসলামের মৌলিক নীতিমালা এবং শিক্ষা পেশ করলেন এবং আমি ইসলামে প্রবেশ করলাম।"

www.pathagar.com

নাজ্জাশীর মৃত্যু

ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন, তিনি যুহায়ের বিন হারব থেকে, তিনি ইয়াকুব বিন ইবরাহীম থেকে, তিনি সালেহ থেকে এবং তিনি ইবনে শিহাব থেকে শুনেছেন। ইবনে শিহাব এই রাওয়ায়েতে আবু সালমা বিন আবদুর রহমান এবং ইবনুল মুসাইয়িবের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, তাদের উভয়কেই হযরত আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, যেদিন হাবশার বাদশা নাজ্জাশীর মৃত্যু হলো সেদিন হুজুর (সঃ) সাহাবীদেরকে (রাঃ) এই ঘটনার খবর দিলেন এবং বললেন, "নিজের ভাইয়ের জন্য মাগফিরাত কামনা কর।"

মুসা বিন উকবা নিজের মাতা থেকে এবং তিনি উম্মে কুলছুম বিনতে আবি সালমা থেকে বর্ণনা করেন যে, হুজুরে পাক (সঃ) যখন হযরত উম্মে সালমাকে (রাঃ) বিয়ে করেন তখন তাঁকে বলেছিলেন যে, "আমি একটি রেশমী হুল্লাহ বা চাদর এবং কয়েক আওকিয়া মিশক উপঢৌকন স্বরূপ নাজ্জাশীর নিকট প্রেরণ করছি। কিন্তু আমার যেন মনে হয় যে, নাজ্জাশী বাদশাহর মৃত্যু ঘটেছে এবং আমার উপঢৌকন ফিরে আসবে। এই উপঢৌকন ফিরে আসলে হুল্লাহটি তুমি নেবে।

যেভাবে হুজুর (সঃ) ইরশাদ করলেন সেই অনুযায়ী নাজ্জাশী মারা গিয়েছিলেন এবং হুজুরের (সঃ) উপঢৌকন ফিরে এসেছিল। হুজুর (সঃ) নিজের প্রত্যেক স্ত্রীকে এক এক আওকিয়া মিশক দিলেন এবং অবশিষ্ট সকল মিশক ও হুল্লাহ উম্মে সালমাকে দিলেন।

www.pathagar.com

শহীদ মহিলা

তিনি হলেন উম্মে ওয়ারকা বিনতে আবদুল্লাহ বিন হারিছ বিন উয়াইম আনসারিয়া। হুজুরে আকরাম (সঃ) তাঁদের বাড়ীতে প্রায়ই যেতেন এবং তাঁকে শহীদ মহিলা হিসেবে ডাকতেন। বদর যুদ্ধের সময় তিনি হুজুরের (সঃ) নিকট আরজ করেছিলেন, " হে আল্লাহর রাসূল। আমাকে যুদ্ধে অংশ গ্রহণের সুযোগ দিন। আমি আহতদের চিকিৎসা করবো। সম্ভবত আল্লাহ তায়ালা আমাকেও শাহাদাতের মর্যাদা দিতেপারেন।"

হুজুর (সঃ) ইরশাদ করলেন, আল্লাহ তায়ালা তোমাকে শাহাদাত দান করবেন। তুমি বাড়ীতে আরামের সঙ্গে বসে থাকো। তুমি শহীদ।"

হুজুর (সঃ) এই সাহাবিয়াকে নিজের পরিবার পরিজন এবং নিকট প্রতিবেশী মহিলাদেরকে বাড়ীতে জামায়াতের সঙ্গে নামায পড়ানো এবং নিজে ইমামতি করার বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাঁর একজন মুয়াজ্জিনও ছিল। তাঁর নিকট একজন গোলাম এবং একজন দাসী ছিল। তিনি তাদেরকে বলে রেখেছিলেন যে, তাঁর ওফাতের পর তারা আযাদ হয়ে যাবে। তারা উভয়ে ষড়যন্ত্র করে সেই সাহাবিয়াকে হত্যা করে পালিয়ে যায়। এটা ছিল হযরত ওমরের (রাঃ) খিলাফতকাল। তিনি হত্যাকারীদেরকে পাকড়াও করে হাজির করার নির্দেশ দিলেন। তাদেরকে গ্রেফতার করে আনা হলো এবং শূলে চড়ানো হলো। মদীনায় এটাই ছিল প্রথম ফাঁসি।

হযরত ওমর (রাঃ) উম্মে ওয়ারকার (রাঃ) শাহাদাতে বললেন, "হুজুর (স)ঃ ঠিকই বলেছিলেন । তিনি প্রায়ই বলতেন, এসো শহীদের নিকট হাজিরা দিয়ে আসি।"

www.pathagar.com

রাসূলে পাকের (সঃ) জ্ঞাত থাকা

ইমাম বুখারী (রঃ) আব্দুল্লাহ বিন ইউসুফ, মালিক, আবিজ জিনাদ, আ'রাজ এবং হযরত আবু হুরায়রার (রাঃ) মাধ্যম দিয়ে হুজুরের (সঃ) হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি ফরমিয়েছেন, "তোমরা কি এখানে আমাকে কিবলামুখী হতে দেখছো। খোদার কসম! আমার নিকট থেকে তোমাদের খুশু এবং খুজু ও রুকু-সিজদা অবশ্যই গোপন থাকেনা। আমি আমার পেছনেও দেখতে পারি।"

ইমাম বুখারী (রঃ) ইয়াহিয়া বিন সালেহ থেকে তিনি ফালিহ বিন সোলায়মান থেকে তিনি হিলাল বিন আলী থেকে তিনি আনাস বিন মালিক থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হুজুর (সঃ) আমাদেরকে নামায পড়ালেন। অতপর তিনি মিম্বারে দাঁড়িয়ে বললেনঃ "আমি যেভাবে তোমাদেরকে সামনে দেখতে পাই তেমনি তোমাদেরকে নামাযে ও রুকুতে পেছনেও দেখতে পাই।"

www.pathagar.com

খেজুর বৃক্ষের হাহুতাশ

ইমাম বুখারী (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, কুতাইবা বিন সাঈদ ইয়াকুব বিন আব্দুর রহমান আল ইসকানদার রানী থেকেএবং তিনি আবু হাযেম বিন দিনার থেকে শুনেছেন যে, কিছু মানুষ হযরত সাহাল বিন সায়াদুস সায়েদীর (রাঃ) নিকট এলো। তারা পরস্পর রাসুলের (সঃ) মিম্বর সম্পর্কে আলোচনা করছিল। এই মিম্বর কি কাঠ দিয়ে বানানো হয়েছিল? তাই তাদের আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল। তারা যখন হযরত সাহালকে (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন তখন তিনি জবাব দিলেন, "খোদার কসম! আমি ভালোভাবে জানি যে এই মিম্বর কি কাঠ দিয়ে বানানো হয়েছিল। যেদিন এটা তৈরী হয়ে এসেছিল এবং হুজুর (সঃ) প্রথমবার তার ওপর তাশরীফ রেখেছিলেন সেদিন অমি সেখানে স্বয়ং উপস্থিত ছিলাম।"

প্রিয় নবী (সঃ) জনৈক মহিলার নিকট একজনকে প্রেরণ করেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল তিনি তার কাঠমিস্ত্রি গোলামকে দিয়ে মিম্বর বানিয়ে দেয়। যাতে খুতবা দানের সময় তিনি এই মিম্বরের ওপর বসতে পারেন। মহিলাটি জঙ্গলের সর্বোত্তম কাঠ দিয়ে মিম্বর তৈরীর জন্য গোলামকে নির্দেশ দিলেন। সুতরাং সে মিম্বর তৈরী করলো এবং সেই মহিলা সাহাবী তা মসজিদে পাঠিয়ে দিলেন। মিম্বরটি সেখানে রাখা হলো। অতপর আমি হুজুরে আকরামকে (সঃ) সেই চবুতরাসদৃশ মিম্বরের ওপর নামায পড়তে দেখলাম। নামায শেষ করে তিনি লোকদের দিকে মুখ করে বললেনঃ

"হে লোকেরা! এই উচুঁ মিম্বর এজন্য তৈরী করা হয়েছে যে, তোমরা আমার ইমামতে নামায পড়বে এবং আমাকে নামায পড়তে দেখে নামাযের তালিম নেবে।"

ইমাম বুখারী (রঃ) হযরত জাবের বিন (রাঃ) আব্দুল্লাহর রাওয়ায়েতের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, একজন মহিলা আনসার সাহাবী হুজুরের (সঃ) নিকট আরজ করলেন যে, তাঁর একজন কারিগর গোলাম অছে। এই গোলাম কাঠের নিপুণ কাজ করতে পারে। সুতরাং আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে তাকে দিয়ে একটি মিম্বর বানিয়ে দিই। খুতবা বা ভাষণদানের সময় আপনি তার ওপর বসে খুতবা দিতে পারবেন। হুজুর (সঃ) বললেন, "তুমি যা চাও।"

তিনি বললেন, সেই মহিলা মিম্বর বানিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। জুময়ার দিনে প্রিয় নবী (সঃ) সেই মিম্বরের ওপর বসলেন। এ সময় খেজুরের সেই ডাল যার পাশে দাড়িয়ে তিনি খুতবা দিতেন কাঁদতে লাগলো । তার চিৎকার ও আহাজারি এত করুণ ছিল যে, মনে হতো যেন দুঃখে সে ফেঠে পড়বে।

হুজুর (সঃ) মিম্বর থেকে নেমে সেই ডালকে ধরলেন। অতপর তাকে নিজের শরীরের সঙ্গে লাগালেন। সে চুপ মেরে গেল। কিন্তু ক্রন্দনরত শিশু যেমন চুপমারার হিচকী টানতে থাকে তেমনি তার হিচকী চলছিলোই।

www.pathagar.com

রাসূলের (সাঃ) দোয়া

ইমাম বুখারী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর থেকে আবু ওমর, তাঁর থেকে ইসহাক বিন আবি তালহা এবং তাঁর থেকে হযরত আনাস বিন মালিক এই হাদিস বর্ণনা করেছেন। হুজুরের (সাঃ) যুগে প্রচন্ড দুর্ভিক্ষ পড়লো। এক জুমার দিনে রাসূলে পাক (সাঃ) খুতবা দান শুরু করলেন। এ সময়ে একজন গ্রামবাসী দাঁড়িয়ে গেল। সে বললো, "ধন সম্পদ ও চতুষ্পদ জন্তু সবই হালাক হয়ে গেছে এবং পরিবার পরিজন ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির হয়ে আছে। হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের জন্য বৃষ্টির দোয়া করুন।"

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) দোয়ার জন্য হাত তুললেন। দূর দূর পর্যন্ত আকাশের কোথাও মেঘের নাম-নিশানা ছিল না। সেই সত্ত্বার কসম, যার হাতে আমার জীবন। তিনি হাত তখনও নামাননি। এমন সময় আকাশে বড় বড় মেঘ ছেয়ে গেল। তিনি মিম্বর থেকে না নামতেই আমি বৃষ্টি হতে দেখলাম এবং দেখলাম রাসূলের (সাঃ) পবিত্র দাড়ি বেয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় পানি পড়তে লাগলো। এমনকি পরবর্তী জুমা এসে গেলো।"

এই জুমায় সেই বেদুঈন অথবা অন্য কোন গ্রামবাসী দাড়াঁলো এবং বললো, "হে আল্লাহর রাসূল! বাড়ী-ঘর পড়ে গেছে। সম্পদ ও জন্তু জানোয়ার ডুবে যাচ্ছে। আপনি আমাদের জন্য দোয়া করুন।"

হুজুর (সাঃ) হাত তুললেন এবং দোয়া করলেন, "হে মাওলা! এই বৃষ্টি আশে-পাশের শুকনো এলাকায় বর্ষণ করুন এবং আমাদের ওপর বর্ষণ করবেন না।" অতপর তিনি মেঘমালার দিকে যে দিকেই ইঙ্গিত করলেন তা সেদিকেই চলে গেলো। মদীনা পুকুর হয়ে গিয়েছিল এবং উপত্যকায় মাস যাবৎ পানির প্রবাহ অব্যাহত ছিল। কোন দিক থেকে যে কেউই আসতো মুষলধারে বৃষ্টির খবর দিত।

www.pathagar.com

জাবেরের (রাঃ) পিতার ঋণ

সহিহ বুখারীতে ইমাম বুখারী (রাঃ) আবদান, জারির, মুগিরাহ, শা'বী এনং জাবের (রাঃ) বিন আব্দুল্লাহর মাধ্যমে এই রাওয়ায়েত উল্লেখ করেছেন। জাবের (রাঃ) বলেন, "আমার পিতা আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন হারাম ওহোদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন এবং তাঁর কিছুঋণ ছিলো। আমি হুজুরের (সাঃ) নিকট আরজ করলাম যে তিনি যেন আমার পিতার ঋনদাতাদের নিকট তেকে ঋণ মাফ করে দেন। হুজুর (সাঃ) তাদের সঙ্গে কথা বললেন। কিন্তু তারা ঋণ মাফ করতে রাজি হলো না।

রাসূলে পাক (সাঃ) আমাকে বললেন, "যাও তোমার খেজুর বিভিন্ন শ্রেণীর ভিত্তিতে পৃথক করে স্তুপ করো। তার পর আমাকে ডাকবে।"

আমি তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী খেজুরের মান অনুযায়ী পৃথক পৃথক স্তুপ করলাম এবং তাঁকে খবর দিলাম। তিনি তাশরীফ আনলেন এবং খেজুরের মাঝখানে বসে গেলেন। অতপর তিনি বললেন, "ঋণদাতাদেরকে মেপে মেপে দেয়া শুরু করো।"

জাবের (রাঃ) আরো বর্ণনা করেন যে, তিনি সকল ঋণদাতাদেরকে মেপে মেপে খেজুর দিলেন এবং সকলের ঋণ পরিশোধ করলেন। কিন্তু খেজুরের স্তুপ তারপরও যেমন ছিল তেমনই পড়ে রইলো। যেন তাতে কোন কমতি হয়নি।

www.pathagar.com

সফরের খানা

ইমাম বুখারী (রাঃ) আবু নু'মান থেকে, তিনি মু'তামার বিন সুলায়মান থেকে, তিনি নিজের পিতা থেকে এবং তিনি আবু ওসমান থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত আব্দুর রহমান বিন আবু বকর (রাঃ) তাকে এই ঘটনা শুনিয়েছেন, "আমরা একশ ৩০ জন সাহবী (রাঃ) নবী করিমের (সাঃ) সঙ্গে সফরে গিয়েছিলাম। একস্থানে হুজুর (সাঃ) আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমাদের কারোর নিকট কি কোন খাবার বস্তু আছে?"

এক ব্যক্তির নিকট এক ছা' পরিমাণ আটা ছিল। সেই আটা গলানো হলো। তৎক্ষণাৎ এক লম্বা বেঢঙ্গা উস্কো খুস্কো চেহারার একজন মুশরিক বকরীর পাল নিয়ে উপস্থিত হলো। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এইসব বকরী কি বিক্রির জন্য না উপঢৌকনের জন্য?" সে বললো, "বিক্রির জন্য"। তিনি (সাঃ) তার নিকট থেকে একটি বকরী কিনে নিলেন। তা জবেহ করা হলো এবং গোশত তৈরী হয়ে গেলো। হুজুর (সাঃ) বললেন, বকরীর কলিজা এবং গুরদা ভুনা হোক। ভুনার পর হুজুর (সাঃ) প্রত্যেককে তা থেকে গোশতের টুকরা কেটে কেটে দিলেন। যারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাদেরকে তা দিয়ে দেয়া হলো এবং যারা অনুপস্থিত ছিলেন তাদের অংশ রেখে দেয়া হলো।

অবশিষ্টদের গোশত নাম বলে পিয়ালায় রাখা হলো। আমরা দু পেয়ালা খেলাম এবং সকলেই আসুদাহ হয়ে গেলেন। দুই পেয়ালা বেঁচে গেলো। আমরা তা উটে উঠালাম এবং রওয়ানা দিলাম।

www.pathagar.com

সমুদ্রে সফরকারিনী

হযরত ইমাম বুখারী (রাঃ) আব্দুল্লাহ বিন ইউসুফ থেকে, তিনি মালিক থেকে, তিনি ইসহাক বিন আব্দুল্লাহ বিন আবি তালহা থেকে এবং তিনি আনাস বিন মালিক থেকে বর্ণনা করেন যে, "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত উম্মে হারাম (রাঃ) বিনতে মিলহানের বাড়ী যাতায়াত করতেন এবং তিনি হুজুরের (সাঃ) জন্য খাবার তৈরী করে পেশ করতেন (উম্মে হারাম হযরত উবাদাহ (রাঃ) বিন সামাতের স্ত্রী এবং হযরত আনাসের (রাঃ) খালা ছিলেন)। একদিন রাসূলে পাক (সাঃ) তাঁর নিকট তাশরীফ আনলেন। তিনি খাবার খাওয়ালেন। অতপর হুজুরের (সাঃ) মাথার চুল বিলি দিয়ে দেখতে লাগলেন উকুন আছে কিনা। হুজুর (সাঃ) ইত্যবসরে ঘুমিয়ে গেলেন। যখন তাঁর ঘুম ভাঙ্গলো তখন তিনি হাসছিলেন।"

হযরত উম্মে হারাম (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আপনি হাসছিলেন কেন?" তিনি বললেন,"নিদ্রায় আমাকে আমার উম্মতের কিছু যুদ্ধ দেখানো হয়। তারা জিহাদের খাতিরে সমুদ্রের উত্তাল ঢেউয়ে সফর রত ছিলেন। এই সফর ঠিক তেমন যেমন বাদশাহ সিংহাসনে বসে থাকেন।" তিনি আরজ করলেন,"হে আল্লাহর রাসূল! আমার জন্য দোয়া করুন, যাতে আমি তাদের সঙ্গে জিহাদে অংশ নিতে পারি।" হুজুর (সাঃ) তাঁর জন্য দোয়া করলেন। অতপর তিনি পুনরায় নিদ্রা গেলেন। এবারও তিনি ঘুম থেকে জেগে হাসতে লাগলেন। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কোন কথায় হাসছেন?" তিনি পুনরায় প্রথম কথা অর্থাৎ মুজাহিদদের সামুদ্রিক সফরে রওয়ানা হওয়ার কথা বললেন। হযরত উম্মে হারাম (রাঃ) পুনরায় তাঁর জিহাদে অংশগ্রহণের জন্য দোয়া করার কথা বললেন। তিনি বললেন, "তুমি সেই মুজাহিদদের প্রথম কাতারে রয়েছ।"

হযরত আমীর মাবিয়ার (রাঃ) শাসনকালে একটি নৌবাহিনী যুদ্ধে রওয়ানা হলো। হযরত উম্মে হারাম (রাঃ) সেই বাহিনীতে শামিল ছিলেন। যখন নৌকাটি একটি বন্দরে থামলো এবং সৈন্যরা মাটিতে নেমে এলো তখন হযরত উম্মে হারাম (রাঃ) নিজের সওয়ারী থেকে পড়ে গেলেন এবং শাহাদত প্রাপ্ত হলেন। কাবরাস উপত্যকায় তার কবর রয়েছে।

www.pathagar.com

উমাইয়া বিন খালফকে হত্যা

ইমাম বুখারী (রাঃ) অনেক সনদ বর্ণনা করে হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদের (রাঃ) মুখ দিয়ে এই রাওয়ায়েত নকল করেছেন, "সায়াদ বিন মায়াজ (রাঃ) বদরের কিছুদিন পূর্বে ওমরা করার জন্য মক্কা মুকাররামা গেলেন। তিনি উমাইয়া বিন খালফের মেহমান ছিলেন। উমাইয়াও সিরিয়া সফরের সময় মদিনা মুনাওয়ারাতে সায়াদ (রাঃ) বিন মায়াজের মেহমান হতেন। উমাইয়া নিজের মেহমানকে বললো, "রাত গভীর হতে দাও। লোকজন যখন বাড়ী চলে যাবে তখন হেরেম শরীফ গিয়ে তাওয়াফ করে নিও।"

হযরত সায়াদ (রাঃ) তাওয়াফ করছিলেন। এমন সময় আবু জেহেল এসে উপস্থিত। সে বললো, "এ কে তাওয়াফ করছে? হযরত সায়াদ (রাঃ) জবাব দিলেন, "আমি সায়াদ বিন মায়াজ।" আবু জেহেল ক্রোধান্বিত হয়ে বললো, "তোমরা মুহাম্মদ (সাঃ) ও তার সাথীদেরকে নিজেদের নিকট আশ্রয় দিয়ে রেখেছো। তারপরও এই সাহস কোথেকে এলো যে, তুমি এখানে নির্ভয়ে তাওয়াফ করছো?" তিনি বললেন হ্যাঁ, এ রকমই।

উভয়ের মধ্যে ঝগড়া হয়ে গেল। উমাইয়া সায়াদকে (রাঃ) বললো, "আবুল হাকামের সামনে উঁচু গলায় কথা বলো না। সে এই উপত্যকার সরদার।" হযরত সায়াদ (রাঃ) তার কোন পরওয়া না করে বললেন, "খোদার কসম! তুমি যদি আমাকে তাওয়াফ করায় বাধা দাও তাহলে আমি তোমার বানিজ্যিক কাফেলা সিরিয়া গমনে বাধা দেবো।"

উমাইয়া হযরত সায়াদকে (রাঃ) অব্যাহত ভাবে কণ্ঠস্বর উঁচু করতে নিষেধ করলেন। সে হযরত সায়াদের (রাঃ) হাতও ধরলো। হযরত সায়াদের(রাঃ) ছিল সূক্ষ্ম মর্যাদাবোধ। তিনি রাগান্বিত হয়ে উমাইয়াকে বলতে লাগলেন, "আরে যা যা। নিজের কাজ কর। আমার তোর নিরাপত্তার প্রয়োজন নেই। আমি মুহাম্মদকে (সাঃ) বলতে শুনেছি যে, সে তোমাকে হত্যা করবে।" উমাইয়া বললো, "সেকি আমাকে হত্যা করবে?" "হযরত সায়াদ (রাঃ) বললেন, "হ্যাঁ, তোমাকে কতল করবে।"

উমাইয়া বললো, "খোদার কসম! মুহাম্মদ (সাঃ) কখনো মিথ্যা বলেন নি" তারপর সে নিজের স্ত্রীর কাছে এলো এবং তাকে হযরত সায়াদের (রাঃ) কথা বললো। সেও শুনে বললো, "খোদার কসম! মুহাম্মদ (সাঃ) কখনো মিথ্যা কথা মুখ দিয়ে বের করেননি।"

www.pathagar.com

বদরের যুদ্ধে গমনের জন্য কোরেশরা যখন ঢ্যাঁড়া পিটে দিল তখন উমাইয়ার স্ত্রী তাকে স্মরণ করিয়ে দিল,"তোমার ইয়াসরাবী ভাই যা বলেছিল তা তোমার স্মরণ আছে কি? উমাইয়া সে কথা স্মরণ করে যুদ্ধে গমণের ইচ্ছা পরিত্যাগ করলো। আবু জেহেল এ কথা জানতে পেরে তার নিকট এলো এবং বললো, "তুমি উপত্যকার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি! তুমি যদি না যাও তাহলে আর কে যাবে? তুমি আমাদের সঙ্গে এক–দুদিনের রাস্তা পর্যন্ত চলো। তার পর চুপিসারে ফিরে এসো।"

সে তাদের সঙ্গে চললো এবং বদরে পৌছলো। সেখানে সে নিহত হলো।

www.pathagar.com

আবু রাফে ইহুদীকে হত্যা

ইমাম বুখারী (রাঃ) হযরত বারার (রাঃ) এই রাওয়ায়েত ইউসুফ বিন মুসা, উবায়েদুল্লাহ বিন মুসা ইসরাইল এবং আবু ইসহাকের উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করেছেন। হযরত বারা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, 'রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আনসারের কিছু মানুষকে আব্দুল্লাহ (রাঃ) বিন আতিকের নেতৃত্বে আবু রাফে ইহুদীকে হত্যার জন্য প্রেরন করেন। আবু রাফে রাসূলুল্লাহকে [সঃ] কবিতার মাধ্যমে দুঃখ দিতো এবং তার দুশমনকে সাহায্য করতো। 'হেজাযের মাটিতে তার একটি দুর্গ ছিল। তাতে সে অবস্থান করতো। এই সাহাবীরা (রাঃ) যখন সেখানে পৌঁছলেন তখন সূর্য ডুবে গিয়েছিল এবং মানুষেরা নিজেদের আলয়ে ফিরে গিয়েছিল। আব্দুল্লাহ সঙ্গীদেরকে বললেন, ''তোমরা এখানে বসো। আমি দরজায় যাচ্ছি এবং পাহারাদারকে তোয়াজ তামিল করে ভেতরে প্রবেশের চেষ্টা চালাই।'' অতপর তিনি দরজার নিকট পৌঁছলেন। ঘটনাক্রমে সে সময় কিছু মানুষ মোমবাতি হাতে নিয়ে দুর্গের বাইরে এলো। তারা একটি নিখোঁজ গাধার খোঁজ করছিল। হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন যে, আমাকে চিনে না ফেলে এই সন্দেহ হলো আমার। বস্তুতঃ আমি আমার চাদর বিছিয়ে বসে পড়লাম। আমার বসাটা ছিল পায়খানায় বসার মত। মশালবাহী লোকেরা ফিরে গেলে দারোয়ান চেঁচিয়ে বললো, ''যারা বাইরে রয়েছ তারা শিঘ্র ভেতরে এসো। তা না হলে আমি দরজা বন্ধ করে দেব।''

একথা শুনতেই আমি দরজা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলাম এবং দুর্গের দরজার নিকটেই লুকিয়ে রইলাম। লোকজন আবু রাফের নিকট রাতের খাবার পর বসে কথা বলছিল। এই অবস্থায় রাতের একটি অংশ কেটে গেলো। অতপর তারা সেখান থেকে উঠে যার যার বাড়ী ফিরে গেল। যখন কোন দিক থেকেই আর কোন সাড়া শব্দ পেলাম না, তখন আমি বাইরে বেরুলাম। দুর্গে প্রবেশের সময় দারোয়ান চাবি কোথায় রেখেছিল তা আমি দেখেছিলাম। দরজার সাথেই রক্ষিত আলোকপাত্রে সে চাবি রেখেছিল। আমি সেই চাবি নিলাম এবং তালা খুললাম। অতপর দরজা বন্ধ করে দিলাম এবং খুব সন্তর্পনে লোকদের ঘরের দিকে গেলাম ও দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিলাম। অতপর সিড়িতে চড়লাম। এই সিড়ি আবু রাফের (রাঃ) মহলের দিকে চলে গিয়েছিল। আমি তার দরজায় পৌঁছলাম। তখন সেখানে অন্ধকার ছিল। আবু রাফে কোথায় তা কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। তারপর আমি বললাম, ''হে আবু রাফে।'' সে বললো কে? যেই আমি তার আওয়াজ শুনলাম সেই দিকে এগিয়ে গেলাম এবং তার ওপর তরবারীর আঘাত হানলাম। সে চেঁচিয়ে উঠলো। আমার আঘাত তাকে

www.pathagar.com

মামুলী ধরনের আহত করেছিল। আমি আমার কণ্ঠস্বর পরিবর্তন করে তাকে পুনরায় ডাকলাম।

আমি এমনভাবে ডাকলাম যে, আমি যেন তাকে সাহায্য করতে এসেছি। আমি বললাম, "আবু রাফে' কি হয়েছে।" সে বললো, "তোমার মা'র মৃত্যু হোক। তুমি কি জানোনা যে, এখানে এক ব্যক্তি ঢুকে পড়েছে এবং সে আমার ওপর তরবারীর আঘাত হেনেছে।" তখন আমি আবার তার দিকে অগ্রসর হলাম এবং দ্বিতীয়বার আঘাত হানলাম। এই আঘাতও খুব কার্যকর হলো না এবং সে পুনরায় চেঁচিয়ে উঠলো। সে সময় তার পরিবার-পরিজনও জেগে গিয়েছিল। আমি পুনরায় তার দিকে অগ্রসর হলাম। সে মাটিতে পড়েছিল। আমি তার পেটে তরবারী ঢুকিয়ে দিলাম। এসময় হাড় কেটে যাওয়ার শব্দ পেলাম। তখন আমি বুঝতে পারলাম যে তার ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে গেছে। আমি খুব তাড়াতাড়ি সিঁড়ির দিকে দৌড় দিলাম। কিন্তু আমার পা ফসকে গেল এবং আমি পড়ে গেলাম। তাতে আমার পা মচকে গেল। অতপর আমি পা বেঁধে যেমন তেমন করে আমার সঙ্গীদের নিকট পৌছে গেলাম। পায়ে মচকান লাগার কারণে অত্যন্ত কষ্টের সঙ্গে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে আস্তে আস্তে এই দূরত্ব অতিক্রম করলাম।

আমি বন্ধুদেরকে বললাম, "তোমরা গিয়ে রাসূলকে (সাঃ) সুসংবাদ দাও। কিন্তু আমিতো সে সময় পর্যন্ত এখান থেকে নড়বোনা যতক্ষণ মাতমকারীদের আওয়াজ শুনতে না পাবো। সুবহে সাদিকের সময় মাতমকারী প্রাচীরের ওপর আরোহণ করলো এবং ঘোষণা করলো, "হে লাকেরা! হাজ্জাজের বণিক ও অঞ্চলের সরদার মারাগেছে।" তার কথা শুনেই আমি মদীনা রওয়ানা দিলাম এবং সঙ্গীদের মদীনায় পৌছার পূর্বেই তাদের সাথে গিয়ে মিলিত হলাম। আমি যখন রাসূলের (সঃ) খিদমতে হাজির হলাম এবং ঘটনার খবর দিলাম তখন তিনি বললেন, "তোমার পা প্রসারিত কর। আমি পা সামনে অগ্রসর করলাম। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তার ওপর হাত ঘুরালেন। এই সময় আমার পা সম্পূর্ণ ঠিক-ঠাক ছিল। যেন তাতে কোন ব্যথা কোন সময়ই ছিলনা।

www.pathagar.com

মুহাম্মদ (রাঃ) বিন হাতিব

হযরত ইমাম বুখারী (রঃ) রাবীদের একটি ধারা বর্ণনা করে এই রাওয়ায়েত মুহাম্মদ বিন হাতিবের মাতা উম্মে জামিলের জবানীতে লিখেছেন। তিনি স্বীয় পুত্র মুহাম্মদ বিন হাতিবকে বললেন, "আমি তোমাকে নিয়ে হাবশা থেকে রওয়ানা হলাম। মদীনা থেকে দুই দিনের দূরত্বে আমরা যাত্রা বিরতি করলাম। আমি খাবার তৈরী করলাম। তুমি গরম হাঁড়ি নিজের ওপর উল্টে নিলে। তাতে তোমার বাহু ঝলসে গেল। আমি মদিনা পৌঁছলাম এবং হুজুরের (রাঃ) খিদমতে হাজির হলাম।

আমি আরজ করলাম, "হে আল্লাহর রাসূল! এ হলো মুহাম্মাদ বিন হাতিব। এই প্রথম সন্তান। তার নাম আপনার পবিত্র নামের সঙ্গে সাদৃশ্য করে রাখা হয়েছে।" তিনি একথা শুনে তোমার মাথায় হাত বুলালেন এবং আমাকে বরকতের দোয়া দিলেন। অতপর তোমার মুখে তিনি থুথু দিলেন। তারপর তিনি তোমার হাতে থুথু দিতে থাকলেন এবং এই দোয়া করলেন,

اذهب البأس ربّ الناس، اشف انت الشافى،

لا شفاء الاشفاءك، شفاءً لا يغادر سقمًا،

"হে মানুষের সৃষ্টি কর্তা! কষ্ট দূর করে দাও। সুস্থতা দান কর। তুমিই সুস্থতা দানকারী। তুমি ছাড়া কারোর হাতে শিফা নেই। এমন শিফা দাও যা অসুস্থতাকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে দেয়।"

আমি হুজুরের (সঃ) নিকট থেকে উঠলাম। এ সময় তোমার হাত সম্পূর্ণ ঠিক হয়েগিয়েছিল।

সুদর্শন আমর (রাঃ)

ইবনে আব্দুল বার বর্ণনা করেছেন যে, আমর বিন আখতাব (রাঃ) হুজুরে আকরামের (রাঃ) সঙ্গে কয়েকটি যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। একবার হুজুর (রাঃ) তাঁর মাথার ওপর হাত বুলালেন এবং সুদর্শন হওয়ার জন্য দোয়া করলেন।

হযরত আমর (রাঃ) একশ' বছরের বেশী বয়স পেয়েছিলেন এবং তিনি শেষ সময় পর্যন্ত খুব সুদর্শন ছিলেন। তাঁর মাথা ও দাড়ির আঙ্গুলে গোনা কয়েকটি চুল সাদা হওয়া ছাড়া অবশিষ্ট সম্পূর্ণ কালো ছিল।

www.pathagar.com

জবিহা ওয়ালা

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন, হযরত আওফ বিন মালিক আশজায়ী বলেছেন, হুজুর (সঃ) এক বাহিনী রওয়ানা করলেন। এই বাহিনীর আমীর ছিলেন আমর (রাঃ) বিন আস। এটা ছিল জাতুস সালাসিলের যুদ্ধ এবং হযরত আবু বকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ) আমাদের সঙ্গে শামিল ছিলেন। সফরকালে আমি কিছু লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলাম। তারা একটি উট জবেহ করে রেখেছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে কারোরই তার গোশত ছাড়ানোর অভিজ্ঞতা ছিল না। আমি এই কাজে খুব পটু ছিলাম। আমি তাদেরকে বললাম, "আমি এই কাজ করতে পারি। শর্ত হলো গোশতের একটি অংশ আমাকেও দিতে হবে।" তারা এই শর্ত মেনে নিল।

আমি গোশত বানিয়ে দিলাম এবং নিজের অংশ নিয়ে সঙ্গীদের নিকট এলাম। আমরা গোশত রান্না করলাম এবং খেলাম। আবুবকর (রাঃ) এবং ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, "হে আওফ! তুমি এই গোশ্‌ত কোথা থেকে এনেছিলে? আমি তা তাদেরকে বললাম। তাঁরা আমার কাজকে ভালো মনে করলেন না এবং উভয়ে নিজেদের গলার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে বমি করে ফেললো।

সৈন্য বাহিনী মদীনা ফিরে এলে আমি সর্বপ্রথম মদীনা পৌঁছে গেলাম। অন্যরা তখনো অনেক পেছনে ছিল। হুজুরের (সঃ) খিদমতে হাজির হলাম। তিনি তখন নামায পড়ছিলেন। নামায থেকে ফারেগ হলে আমি অগ্রসর হয়ে সালাম করলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি আওফ বিন মালিক (রাঃ)?" আমি আরজ করলাম, "জ্বী হ্যাঁ।" তিনি বললেন, "জবিহা ওয়ালা আওফ।" এ ছাড়া আর রাসূলে করীম (সঃ) কিছু বললেন না।

www.pathagar.com

চিমটি দেওয়াকারী

কায়েস বিন আবি হাযেম ইয়াযিদ (রাঃ) বিন আবি শায়বা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি (ইয়াযিদ) বলতেন, "আমি মদীনার এক অপ্রশস্ত গলি দিয়ে অতিক্রম করছিলাম। আমার পাশ দিয়ে একজন মহিলা অতিক্রম করছিল। আমি তার আচল ধরে নিজের দিকে টানলাম এবং তার রানে চিমটি দিলাম। পরের দিন হুজুরে আকরাম (সাঃ) লোকদের নিকট বাইয়াত গ্রহণ করতে লাগলেন। আমিও বাইয়াতের জন্য হাজির হলাম।

আমি যখন হাত বাড়ালাম হুজুর (সাঃ) তখন নিজের হাত পিছনে নিলেন এবং বললেন, "তুমি কি সেই ব্যক্তি নও গতকাল যে চিমটি দিয়েছিলে?" আমি আরজ করলাম, "হে আল্লাহর রাসূল। আমার বাইয়াত কবুল করুন। খোদার কসম। ভবিষ্যতে আমি আর এমন করবো না।" একথা শুনে হুজুর (সাঃ) আমার বাইয়াত গ্রহণকরলেন।"

মাসয়াদার হত্যাকারী

ওয়াকেদী (রাঃ) ইয়াহিয়া বিন আবদুল্লাহ বিন আবি কাতাদা থেকে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি (আবু কাতাদা (রাঃ) হারিছ বিন রাবয়ীল আনসারী) (সঃ) নির্দেশে জিকারদ ঝরনার নিকট আইনিয়া বিন হাসন এবং তার লুটপাটকারী সাথীদের বিরুদ্ধে মুকাবিলার জন্য গেলেন। সফল হয়ে মদীনা ফিরলে রাসূলের (সঃ) সঙ্গে রাস্তায় সাক্ষাত হলো। তিনি আমাকে দেখে বললেন, "হে আল্লাহ! তার দৈহিক শক্তি এবং চেহারার সৌন্দর্যে বরকত দাও।" তারপর আরো দোয়া করলেন এবং বললেন, " তোমার চেহারা আলোকিত হোক অর্থাৎ তুমি বিখ্যাত মানুষ হয়ে যাও।" জবাবে আমি বললাম, "হে আল্লাহর রাসূল। আপনিও খ্যাতিমান হোন।"

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি মাসয়াদা কাফেরকে হত্যা করেছো?" আমি আরজ করলাম, "জ্বী হ্যাঁ। হে আল্লাহর রাসূল।"

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার চেহারার ওপর এটা কি?" আমি আরজ করলাম, "শত্রুরা তীর মেরেছে। আর তা আমার চেহারাকে আহত করেছে।"

তিনি বললেন, "এদিকে আমার নিকট এসো" আমি তাঁর নিকটে গেলাম। তিনি আমার ক্ষতের ওপর তাঁর পবিত্র মুখের লালা লাগিয়ে দিলেন। আমার সেই ক্ষত সম্পূর্ণ সেরে গেল এবং তারপর আমি আর কোনদিন আহত হইনি।"

www.pathagar.com

চক্ষুষ্মান মুজাহিদ

ওয়াকেদী এই ঘটনা বর্ননা করেছেন। বনু উমাইয়া বিন যায়েদের খান্দানের একজন মহিলা ছিল আসমা বিনতে মারওয়ান। সে ছিল ইয়াযিদ বিন যায়েদ ইবনুল খাতমীর স্ত্রী। এই মহিলা ইসলামের কট্টর দুশমন ছিল এবং হুজুরের (সঃ) প্রতি ছিল তার প্রচন্ড শত্রুতা। রাসূলে করীমের (সঃ) বিরুদ্ধে বিষাক্ত কবিতা রচনা করতো এবং অন্যদেরকে তাঁর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতো। সে তার কতিপয় কবিতাতে বলেছিলোঃ "বনি মালেক এবং বনিয়ত দুর্ভাগ্যের শিকার হয়েছ। আওফ এবং বনি খাজরাজেরও ধ্বংস প্রাপ্তি ঘটেছে।"

"তোমরা এত বেশরম ও নীচু হয়ে গেছ যে, কোথাও থেকে আগমনকারী মর্যাদাহীন অপরিচিতের আনুগত্য কর। সে তো তোমাদের মধ্যকার নয়। মুরাদ ও মুজহাজ সকল গোত্রই নাকারাহ এবং কাপুরুষ হয়ে গেছে।"

"সরদারদের হত্যার পর তোমরা এমন বুজদিল হয়ে গেছ যে, ভয়ের কারণে তোমাদের নিঃশ্বাস টগবগ করা হাঁড়ির মত আওয়াজ বের করে।"

এই কবিতাবলী সেই মহিলার ইসলামের বিরুদ্ধে শত্রুতার পূর্ণ ভাষ্য হিসেবে বিবেচনা করা যায়। উমায়ের বিন আদি বিন খারশা বিন উমাইয়াতুল খাতমী একজন অন্ধ সাহাবী ছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্রাণবন্ত এবং জাননিছার। তিনি সেই মহিলার কবিতার ব্যাপারে খুব ক্রুদ্ধ ছিলেন। অবশেষে তিনি দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিলেন যে ইসলামের শত্রু সেই মহিলাকে তিনি শেষ করে দেবেন। তিনি বললেন, "হে আল্লাহ! আমি মানত করছি যে, রাসূলুল্লাহ যদি যুদ্ধের ময়দান থেকে সহিহ সালামতে মদীনা ফিরে আসেন তাহলে আমি সেই হতভাগা মহিলাকে হত্যা করবো।" সে সময় হুজুর (সাঃ)বদরে ছিলেন।

তাঁর (সঃ) বদর থেকে প্রত্যাবর্তনের পর উমায়ের বিন আদি অর্ধ-রাতের সময় সেই মহিলার বাড়ী গেলেন। সে গভীর নিদ্রায় মগ্ন ছিল এবং তার চার পাশে ছোট বড় কয়েকজন সন্তান শুয়েছিল। উমায়ের (রাঃ) বিন আদি তার ছোট সন্তানদেরকে পৃথক করলেন এবং সেই মহিলার বুকের ওপর তরবারী রেখে তাকে হত্যা করলেন। তারপর সেখান থেকে চলে এলেন এবং ফজরের নামায মদীনায় হুজুরের (সঃ) ইমামতে আদায় করলেন।

সালাম ফিরানোর পর হুজুর (সঃ) উমায়েরের (রাঃ) দিকে দেখলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, "উমায়ের (রাঃ) তুমি বিনতে মারওয়ানকে হত্যা করেছ?"

www.pathagar.com

তিনি জবাব দিলেন, "হে আল্লাহর রাসূল। আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। আমি ঐই কাজ করেছি। উমায়ের (রাঃ) ভয় পেয়ে গেলেন যে, এই হত্যার কারণে তাকে জবাবদিহী করতে হবে। সুতরাং তিনি আরজ করলেন "হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে কি কোন জরিমানা দিতে হবে। যদি তা দিতে হয় তাহলে তা নির্দেশ করুন।"

তিনি বললেন, "এ ব্যাপারে কেউই দ্বিমত পোষণ করতে পারে না। অর্থাৎ সেই মহিলার ইসলাম দুশমনি এমন চরম পর্যায়ে পৌছে গিয়েছিল যে, সে এই পরিণতিরই যোগ্য ছিল। তিনি সমবেত সকলকে সম্বোধন করে বললেন, "তোমরা যদি এমন মানুষ দেখতে চাও যিনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সঃ) ব্যাপারে কারোর কোন ঔদ্ধত্য বরদাশত করতে পারে না এবং না দেখে আল্লাহ ও তার রাসূলের (সঃ) সাহায্যের জন্য উঠে দাঁড়ায় তাহলে উমায়ের (রাঃ) বিন আদিকে দেখে নাও।"

হযরত ওমর (রাঃ) বিন খাত্তাব বলেন, "একটু এই অন্ধকে দেখ যে আল্লাহর আনুগত্যে এত কঠোর।" হুজুর (সাঃ) বললেন, অন্ধ বলো না। সে তো চক্ষুষ্মান।"

উমায়ের (রাঃ) যখন গ্রামে ফিরলেন তখন নিহত মহিলার দাফন হচ্ছিল। তাঁকে দেখে লোকজন তাঁর দিকে এগিয়ে এলো এবং বললো, "হে, উমায়ের! একি তোমার কাজ?" তিনি জবাব দিলেন, "হ্যায়, তোমরা আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে চাইলে কর এবং অবশ্যই আমাকে কোন সুযোগ দেবে না। খোদার কসম। সে যেসব কথা বলতো তোমরাও যদি সেই সব কথা বলো তাহলে এই তরবারি দিয়ে তোমাদের সকলকে আমি হত্যা করে ফেলবো অথবা নিজের জীবন কুরবান করে দেব।

বনু কাতমার অনেক মানুষ ইসলামে প্রভাবিত হয়েছিল। কিন্তু ভয়ে তা প্রকাশ করতো না। সেদিন তারাও প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করলো।"

www.pathagar.com

হাতিবের পত্র

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন, "মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সঃ) যখন মক্কা বিজয়ের ইচ্ছা করলেন তখন সাহাবীদেরকে (রাঃ) প্রস্তুতির নির্দেশ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে নিজের পরিবারের লোকদেরকে সফরের সামান ও জিহাদের সরঞ্জাম তৈরী করে নেয়ার নির্দেশ দিলেন। হযরত আবু বকর সিদিক (রাঃ) হুজুরের (সঃ) গৃহে উপস্থিত হয়ে দেখলেন যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) তাঁর সামান তৈরী করছেন। জিজ্ঞাসা করলেন, "বেটি! রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কি প্রস্তুতির নির্দেশ দিয়েছেন?" তিনি জবাব দিলেন, "জ্বী হ্যাঁ।" জিজ্ঞাসা করলেন, "কোথায় যাওয়ার ইচ্ছা করেছেন?" তিনি বললেন, "খোদার কসম! আমি তা জানি না।" সে সময় পর্যন্ত কেউ জানতো না যে, কোন দিকে যেতে হবে।

প্রস্তুতির পর তিনি লোকদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, মক্কার দিকে যেতে হবে। তিনি বলে দিলেন যে, কাউকে যেন মক্কা গমনের কথা প্রকাশ করা না হয়। দোয়াও করলেন যে, "হে মাওলায়ে করিম। কোরেশের গোয়েন্দা ও এজেন্টদেরকে বে-খবর রেখ। যাতে আমি সেখানে পৌঁছাতে পারি।"

ইবনে ইসহাক মুহাম্মদ বিন জা'ফর বিন যোবায়ের থেকে হযরত উরওয়াহ (রাঃ) বিন যোবায়েরের উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন মক্কা রওয়ানার প্রস্তুতি সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করলেন তখন হাতিব বিন আবি বালতায়া কোরেশের নামে একটি পত্র লিখলেন। এই পত্রে রাসূলের (সঃ) প্রস্তুতি এবং মক্কা রওয়ানার কথা উল্লেখ করলেন। অতপর এই পত্র এক মহিলার হাতে মক্কার সরদারের নামে প্রেরণ করলেন। তিনি এই কাজের বিনিময় প্রদানের ব্যাপারে মহিলাটির সঙ্গে একটি সিদ্ধান্তে আসেন। মহিলাটি পত্র নিয়ে রওয়ানা হয়ে গেল।

হুজুরে আকরাম (সঃ) এই ঘটনার খবর আসমান থেকে পেলেন। তিন হযরত আলি (রাঃ) এবং হযরত যোবায়েরকে (রাঃ) প্রেরণ করলেন এবং সেই মহিলার নিকট থেকে পত্র উদ্ধারের নির্দেশ দিলেন। তারা দ্রুতগামী সওয়ারীতে আরোহণ করে মক্কার দিকে রওয়ানা হলেন এবং রাস্তায় সেই মহিলাকে ধরে ফেললেন। তারা সেই পত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। সে এ ব্যাপারে স্পষ্টভাবে অস্বীকার করলো। তার সকল সামান তল্লাশী করা হলো। কিন্তু পত্র পাওয়া গেল না। হযরত আলী (রাঃ) তাকে বললেন, "আমি আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি যে, রাসূলের (সঃ) কথা মিথ্যা হতে পারে না এবং আমরাও মিথ্যা বলছি না। হয় পত্র আমাদের নিকট দিয়ে দাও নচেৎ তোমার কাপড় খুলে তল্লাশী চালাবো।"

www.pathagar.com

মহিলাটি যখন এই অবস্থা দেখলো তখন বললো, "একটু ওদিকে সরে যাও।" তারা একটু ওদিকে হলে সে তার মাথার চুলের বেনি খুললো এবং পত্র বের করে দিয়ে দিল। তারা পত্রটি নিয়ে এলেন এবং হুজুরের (সঃ) খিদমতে পেশ করে দিলেন। পত্র প্রাপ্তির পর তিনি হাতিবকে ডেকে পাঠালেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, "হে হাতিব! তুমি এই কাজ কেন করেছ?"

হযরত হাতিব জবাব দিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! খোদার কসম আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সত্যিকার ওফাদার এবং মুমিন। আমি ওফাদারীও পরিবর্তন করিনি। আমার ঈমানও বদলায়নি। প্রকৃত পক্ষে কথা হলো যে, মক্কায় আমার কোন খান্দান ও কবিলা নেই। কিন্তু আমার পরিবার পরিজন মক্কায় রযেছে। এ জন্য আমি কোরেশদেরকে বাধিত করার উদ্দেশ্যে এই পত্র লিখেছি যাতে আমার ছেলে-মেয়েদের কোন ক্ষতি না হয়।"

হযরত ওমর (রাঃ) আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! এই ব্যক্তি মুনাফিক হয়ে গেছে। আমাকে তার গর্দান উড়িয়ে দেয়ার অনুমতি দিন।"

তিনি ইরশাদ করলেন, "ওমর! তুমি কি জানো, হতে পারে যে, আল্লাহ আহলে বদর মনে করে বলে দেবেন যে, তোমরা যাই করো না কেন আমি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছি।" হযরত হাতিব (রাঃ) বদরী সাহাবী ছিলেন।

এই সময় আল্লাহ তায়ালা সূরায়ে আল মুমতাহিনার এই আয়াত নাযিল করলেনঃ

"হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা যদি আমার পথে জিহাদ করার জন্য ও আমার সন্তোষ লাভের মানসে (দেশ ছেড়ে ঘর থেকে) বের হয়ে থাকো, তা হলে আমার ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধু বানিও না। তোমরা তো তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন কর অথচ যে সত্য তোমাদের নিকট এসেছে তা মেনে নিতে তারা ইতিপূর্বেই অস্বীকার করেছে। আর তাদের আচরণ এই যে, তারা রাসূল এবং স্বয়ং তোমাদেরকে শুধু এই কারণে দেশ থেকে নির্বাসিত করে যে, তোমরা তোমাদের রব আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছ। তোমরা গোপনে তাদেরকে বন্ধুত্বপূর্ণ বাণী পাঠাও অথচ তোমরা যা কিছু গোপনে কর, আর যা কর প্রকাশ্যে, প্রত্যেকটি ব্যাপারই আমি আল্লাহ ভালোভাবে জানি।

www.pathagar.com

আত্তাব ও হারিছের ইসলাম গ্রহণ

ইবনে হিশামকে কতিপয় আহলি ইলম ব্যক্তি এই ঘটনা বর্ণনা করেছেন। "মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (সঃ) কা'বা শরীফে প্রবেশ করলেন। সে সময় সাইয়েদেনা বেলাল (রাঃ) তাঁর সঙ্গে ছিলেন। তিনি তাঁকে আযান দেয়ার নির্দেশ দিলেন।

সে সময় হেরেম শরীফের বারান্দায় অনেক মানুষ ছিলেন। তাদের মধ্যে আবু সুফিয়ান বিন হারব, আত্তাব বিন উসাইদ এবং হারিছ বিন হিশাম এক স্থানে এক সঙ্গে বসেছিলেন। আযানের আওয়াজ শুনে আত্তাব নিজের পিতার প্রসঙ্গে বললো, "উসাইদকে আল্লাহ তায়ালা দয়া প্রদর্শন করেছেনা। এই আওয়াজ শুনার পূর্বেই সে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছে। এই আওযাজ শুনলে সে দুঃখ পেতো।"

হারিছ বিন হিশাম বললো, "খোদার কসম! আমি যদি জানতাম যে, সে হকের ওপর রয়েছে, তাহলে তার আনুগত্য করতাম।

আবু সুফিয়ান তাদের কথা শুনে বললো, "আমিতো কিছুই বলবো না। আমি যদি মুখ খুলি তা হলে এই পাথরসমূহ তাকে খবর পৌঁছে দেবে।"

কিছুক্ষণ পর রাসূলে আকরাম (সঃ) তাদের নিকট এলেন এবং বললেন, "তোমরা যা কিছু বলেছ তা আমি জেনে ফেলেছি।" অতপর তিনি তাদের আলাপ আলোচনার কথা শুনিয়ে দিলেন। তা শুনেই হারিছ এবং আত্তাব কালেমায়ে শাহাদাত পড়লেন এবং বললেন, "খোদার কসম! এ কথার খবর শুধু আল্লাহই আপনাকে দিতে পারেন। কেননা আমাদের নিকট কোন চতুর্থ ব্যক্তি উপস্থিতই ছিল না যে, আমরা মনে করবো সে আপনাকে তা বলে দিয়েছে।

www.pathagar.com

সায়াদের ব্যাধি

ইমাম বুখারী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, মাক্কি বিন ইবরাহীম আমাদের থেকে বর্ণনা করেছেন। তাঁরা জাঈদ থেকে শুনেছেন। তাঁরা আয়েশা (রাঃ) বিনতে সায়াদ (রাঃ) বিন আবি ওয়াক্কাস থেকে শুনেছেন। তিনি বলতেন, তাঁর পিতা সায়াদ (রাঃ) বিন আবিওয়াক্কাস মক্কায় কঠোর ব্যধিতে আক্রান্ত হন। বাঁচার আর কোন আশা ছিল না। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর সেবা করার জন্য তাশরীফ আনলেন। এ সময় তিনি আরজ করলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আমার প্রচুর ধন সম্পদ রয়েছে। অথচ আমার একটি মাত্র কন্যা। আমি আমার সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ খোদার পথে ওয়াকফ করতে চাই।"

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, "না, এত পরিমাণ ওয়াকফ করবে না" আমি বললাম, 'ঠিক আছে, অর্ধেক আল্লাহর পথে ওসিয়ত করছি এবং অর্ধেক রেখে দিচ্ছি।" তিনি তাতেও বললেন, "না।" আমি আরজ করলাম, "তাহলে এক তৃতীয়াংশ ওসিয়ত করছি এবং দুই তৃতীয়াংশ কন্যার জন্য রেখে দিচ্ছি। "তিনি বললেন, হ্যাঁ, এক তৃতীয়াংশের ওসিয়ত কর এবং এক তৃতীয়াংশও বেশী।"

সায়াদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, "হুজুর (সাঃ) তারপর নিজের পবিত্র হাত আমার কপালের ওপর রাখলেন। আমার চেহারা ও পেটের ওপর নিজের হাত দিয়ে মসেহ করলেন এবং দোয়া করলেন, "হে আল্লাহ! সায়াদকে (রাঃ) আরোগ্য কর এবং তার হিজরতকে পূর্ণ করে দাও।" আমি নবীয়ে আকরামের (সাঃ) হাতের শীতলতা নিজের হৃদপিন্ডে আজও অনুভব করি।

অতপর আল্লাহ তায়ালা সায়াদকে (রাঃ) আরোগ্য দান করলেন এবং তিনি দীর্ঘজীবী হয়েছিলেন। আল্লাহ পাক তাঁকে অনেক সন্তানও দান করেছিলেন।

www.pathagar.com

সকল মূর্তিই নিপতিত হলো

ইবনে ইসহাক লিখেছেন, মক্কা বিজয়ের দিন হুজুরে আকরাম (সাঃ) নিজের উটনীর ওপর সওয়ার হয়ে হেরেম শরীফে দাখিল হলেন এবং কা'বা শরীফ তাওয়াফ করলেন। কাবার দেওয়ালের সঙ্গে শীসা দিয়ে মূর্তি লাগানো ছিল। হুজুরের (সাঃ) হাতে একটি খেজুরের ছড়ি ছিল। তিনি সেই ছড়ি দিয়ে মূর্তিগুলোর দিকে ইশারা করছিলেন এবং এই আয়াত পড়ছিলেনঃ

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا۔

"হক এসেছে এবং বাতিল ধ্বংস হয়েছে। অবশ্যই বাতিল ধ্বংস হয়ে যাবে।"

ইবনে আব্বাস বলেছেন, যে, মূর্তির চেহারার দিকে ইঙ্গিত করতেন সেই মূর্তি গ্রীবার ওপর নিপতিত হতো এবং যে মূর্তির গ্রীবার দিকে ইঙ্গিত করতেন সেই মূর্তি মুখ থুবড়ে মাটির ওপর নিপতিত হচ্ছিল। এমনিভাবে সকল মূর্তিই নিপতিত হলো এবং একটিও অবশিষ্ট রলো না।

www.pathagar.com

ফুজলাহ (রাঃ) বিন উমায়ের

ইবনে হিশাম আহলে ইলমের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন, "ফুজালাহ বিন উমায়ের বিন মালুহ আল–লায়সী মক্কা বিজয়ের বছরে হুজুরে আকরামকে (সাঃ) তাওয়াফকালে শহীদ করার ইরাদা করলো। সে যখন রাসূলে পাকের (সাঃ) নিকটে এলো তখন তিনি বললেন, "ফুজালা নাকি?" সে আরজ করলো, "জ্বী হ্যাঁ, হে আল্লাহর রসূল।"

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি এখন কি চিন্তা করছিলে? সে বললো, "কিছুই না। বাস, আল্লাহর জিকিরে মশগুল ছিলাম।" একথা শুনে হুজুরে আকরাম (সাঃ) হাসতে লাগলেন। অতপর বললেন, "আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাও।" তারপর তার বুকের ওপর হাত রাখলেন। তার অন্তর শান্ত হলো। ফুজালাহ (রাঃ) বলতেন, " খোদার কসম যেই তিনি হাত উঠালেন সেই তিনি আসমান ও যমিনের প্রতিটি বস্তুর আমার নিকট প্রিয় হয়ে গেলেন। অথচ পূর্বে সকল সৃষ্টির মধ্যে তিনিই আমার নিকট সবচেয়ে অপছন্দনীয় ছিলেন। অতপর আমি নিজের পরিবার পরিজনের দিকে রওয়ানা হলাম। পথিমধ্যে সেই মহিলার সঙ্গে দেখা হলো যার সঙ্গে জাহেলী যুগে আমার কথা বার্তা ছিল। সে আমাকে বললো, "এসো, কিছু কথা বলো।" আমি বললাম, "না।" তারপর ফুজালাহ একটি কবিতা বললেনঃ

قالت هَلُمَّ اِلىّ الحديث فقلت لا يابى عليك الله الاسلام!

لوما رأيت محمداً وقبيله بالفتح كيف تكسر الاصنام!

لرأيت دين الله اضحى بيننا والشرك يغشى وجهه الاطلام

"সে বললো, এসো আমার সঙ্গে গল্পসল্প করো। আমি বললাম, তা হয় না, আল্লাহ এবং দীনে ইসলাম তা নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। তুমি যদি মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর সঙ্গীদেরকে বিজয়ের দিন দেখতে তাহলে তুমি জানতে যে মূর্তিকে কিভাবে ছিন্নভিন্ন করা হয়েছিলো। তুমি হৃদয়ঙ্গম করতে পারতে যে, আল্লাহর দীন কিভাবে আমাদের মধ্যে প্রোজ্জ্বল হয়েছিল এবং শিরক কিভাবে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে ধ্বংস হয়েছিল।"

www.pathagar.com

শাদীর তোহফা

ইমাম বুখারী (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আনাস (রাঃ) বিন মালিক বনি রাফায়ার মসজিদে তাশরীফ নিলেন এবং বললেন, "হুজুর আকরাম (সাঃ) উম্মে সুলাইমের মহল্লা অতিক্রমের সময় উম্মে সুলাইমের নিকট তাশরীফ নিতেন এবং তাঁকে সালাম করতেন।"

তারপর আনাস বিন মালিক (রাঃ) বর্ণনা করেন, "রাসুল পাক (সাঃ) যখন যয়নব (রাঃ) বিনতে জাহাশকে বিয়ে করলেন তখন (আমার মা) উম্মে সুলাইম আমাকে বললেন, "আমরা হুজুরে আকরামের (সাঃ) নিকট কেন কিছু হাদিয়া পাঠাবো না?" আমি বললাম, "অবশ্যই পাঠানো উচিত।"

আমার মা ছাতু, পণির, খেজুর ও ঘির হালুয়া তৈরী করলো। তা পাথরের একটি হাড়িতে রাখলো এবং আমাকে বললো, "নিয়ে যাও।" আমি উপস্থিত হলে তিনি (সাঃ) বললেন, "এখানে রাখো।" অতপর তিনি আমাকে নির্দেশ দিলেন যে, "অমুক অমুক ব্যক্তিকে ডেকে আনো। বরং যাকে পাও তাকেই দাওয়াত দাও।"

আমি লোকদেরকে ডাকলাম। ঘরে লোক ভরে গেল। আমি দেখলাম যে, রাসুলে পাক (সাঃ) সেই হালুয়ার ওপর হাত রাখলেন এবং কিছুক্ষণ পর্যন্ত পড়তে লাগলেন। তারপর তিনি দশ জন করে ডাকা শুরু করলেন এবং হালুয়া খাওয়ার দাওয়াত দিলেন। তিনি বললেন, "প্রত্যেক ব্যক্তি আল্লাহর নাম নিয়ে নিজের সামনে থেকেখাবে।

তারা পালাক্রমে খেতে লাগলেন এমনকি সকলেই পেট পুরে খেলেন। খাওয়ার পর কিছু মানুষ তো চলে গেলেন এবং এক দল সেখানে বসেই গল্পে লেগে গেলেন।

আমিও অস্বস্তি প্রকাশ করলাম। তার পর হুজুর (সঃ) মজলিস থেকে উঠে হুজরার দিকে গেলেন। আমিও তাঁর পেছনে গেলাম এবং বললাম, "তারা চলে গেছে।" সুতরাং তিনিও (সাঃ) ফিরে এলেন এবং নিজের প্রাইভেট কামরায় প্রবেশ করলেন। আমি বাইরের কামরায় ছিলাম। হুজুর (সাঃ) পর্দা লটকাতে লটকাতে সূরায়ে আহযাবের আয়াত পড়লেন।

হে ঈমানদাররা, নবী পাকের ঘরসমূহে সেই সময় পর্যন্ত প্রবেশ করো না, যতক্ষণ পর্যন্ত অনুমতি দেওয়া না হয়। খাওয়ার সময় উকি মেরো না। হাঁ, খাবার জন্য যদি তোমাদেরকে ডাকা হয় তাহলে অবশ্যই আসবে। কিন্তু খাবার পর চলে যাবে। গল্পে লেগে থেকো না। তোমাদের এই আচরণ নবীকে (সাঃ) কষ্ট দেয়। কিন্তু লজ্জার কারণে তিনি কিছু বলতে পারেন না এবং আল্লাহ হক কথা বলতে লজ্জা পাননা।"

www.pathagar.com

আহলে সুফ্‌ফার দুধ

ইমাম বুখারী (রঃ) হযরত আবু হুরায়রার (রাঃ) এই রাওয়ায়েত মুজাহিদের হাওয়ালা দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, "সেই আল্লাহর কসম যিনি ছাড়া আর কোন আল্লাহ নেই। ক্ষুধার তাড়নায় আমি কয়েকবার অস্থির হয়ে মাটিতে পড়ে গিয়েছিলাম এবং প্রচন্ড ক্ষুধায় পেটে পাথর বেঁধে রাখতাম।"

একদিন আমি সেই রাস্তার ওপর বসে গেলাম যে রাস্তা দিয়ে সাহাবীরা যাতায়াত করতেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমি তাঁকে কুরআন মজিদের কোন আয়াতের ব্যাপারে প্রশ্ন করলাম। আমি এই প্রশ্ন শুধু এ জন্য করেছিলাম যে, তিনি আমাকে নিজের সঙ্গে নিয়ে গিয়ে খাবার খাইয়ে দেবেন। তিনি আমাকে খাবার দাওয়াত দিলেন না। (তাঁর গৃহেও সকলে অভূক্ত ছিলেন)। অতপর হযরত ওমর (রাঃ) সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর নিকটও আমি একটি আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। এবারও আমার ধারণা ছিল যে, ওমর (রাঃ) আমাকে খাবার খাওয়াবেন। তিনি দাওয়াত দিলেন না (তাঁর গৃহেও সকলে অভূক্ত ছিলেন)। তারপর হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ) সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং আমাকে দেখে মুচকি হাসলেন। তিনি বুঝে ফেললেন যে, আমি কি বলতে চাই এবং আমার চেহারা কি বলছে। তিনি বললেন, "হে আবু হের!'

আমি আরয করলাম, "লাব্বাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ।" তিনি বললেন, "এসো, আমার সঙ্গে এসো।" আমি তাঁর সঙ্গে চললাম। তিনি ঘরে ঢুকলেন। তারপর আমাকে ভেতরে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। ঘরে দুধ ভর্তি একটি পেয়ালা ছিল (কোন আনসার সাহাবী তোহফা দিয়ে গিয়েছিলেন)। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন," এই দুধ কোথা থেকে এসেছে? তাঁর ঘরের লোকজন বললেন যে, অমুক পুরুষ বা অমুক মহিলা হাদিয়া পাঠিয়েছেন। তিনি বললেন, "আবু হের।" আমি আরয করলাম, "লাব্বাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ।" তিনি বললেন, "আসহাবে সুফফার নিকট যাও এবং তাদের সকলকে ডেকে নিয়ে এসো।"

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলতেন, "আসহাবে সুফফাহ ইসলামের সিপাহী এবং আল্লাহর মেহমান ছিলেন। না ছিল তাদের ঘর–বাড়ী, না ছিল পরিবার পরিজন। না তারা দুনিয়া অর্জনের চেষ্টা করতেন না সম্পদের লোভ করতেন। তারা এলেম অর্জনকারী এবং মুজাহিদ ফী সাবিলিল্লাহ ছিলেন। হুজুরের (সাঃ) নিকট যদি সাদকার মাল আসতো তাহলে সম্পূর্ণটাই আসহাবে সুফফার জন্য ব্যয় করতেন

www.pathagar.com

এবং নিজেও তা থেকে কিছু নিতেন না এবং যদি কোথাও থেকে হাদিয়া আসতো তাহলে আসহাবে সুফফাকেও দিতেন এবং নিজেও তা থেকে অংশ নিতেন।

তাঁর নির্দেশ পেয়ে আমি আসহাবে সুফফাকে ডাকতে চললাম। কিন্তু আমার ভালো লাগলো না। আমি চিন্তা করলাম যে, এই সামান্য দুধ দিয়ে আসহাবে সুফফার কি হবে। কতই না ভালো হতো যদি হুজুরে আকরাম (সাঃ) আমাকে এই দুধ পান করিয়ে দিতেন। আমি তো আসুদা হতাম। যাহোক, সব আসহাবে সুফফা এসে বসে গেলেন। তিনিও তাশরীফ নিলেন এবং আমাকে একদিক থেকে পান করানোর নির্দেশ দিলেন। এই ধরনের ঘটনায় সব সময় আমার ওপরই বন্টনের দায়িত্ব বর্তাতো। আমি পান করাতে শুরু করলাম। আমার ধারণা হলো যে আমার পালা না আসতেই এই দুধ শেষ হয়ে যাবে। আমি লোকদেরকে পালাক্রমে দুধ পান করালাম। প্রত্যেকেই পেট পুরে পান করলো এবং অন্যের পালা আসলো। সকলের পান করা শেষ হলে আমি পেয়ালা নিয়ে হুজুরে আকরাম (সাঃ)-এর খিদমতে পৌঁছলাম।

তিনি পেয়ালা নিজের হাতে ধরলেন এবং আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন। তারপর বললেন, "আবা হির।" আমি আরয করলাম, "লাব্বাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ্।" তিনি বললেন, "সকলেই পান করেছে। এখন আমি আর তুমি রয়ে গেছি।" আমি বললাম, " হে আল্লাহর রাসূল। আপনি ঠিক বলেছেন।"

তিনি বললেন, "বস এবং পান কর।" বস্তুত আমি বসে পড়লাম এবং দুধ পান করলাম। তিনি বললেন, "আরো পান কর।" আমি আরো পান করলাম। তিনি বারবার বলতে লাগলেন, "আরো পান কর এবং আরো পান কর।" আমি অবশেষে আরয করলাম, "হে আল্লাহর রাসূল সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে হকের সঙ্গে নবী বানিয়ে প্রেরণ করেছেন। আমি আর খেতে পারছি না।"

তাতে তিনি বললেন, "আনো এবং আমাকে দাও"। "আমি পেয়ালা তাঁকে দিয়ে দিলাম। তিনি আল্লাহর হামদ বর্ণনা করলেন এবং বিসমিল্লাহ্ পড়ে পেয়ালার অবশিষ্ট দুধ পান করে নিলেন। সকলের শেষে তিনি পান করলেন।"

www.pathagar.com

আবু মাহজুরাহ মুয়াজ্জিন

ইমাম আহমদ (রাঃ) বিন হাম্বল বলেছেন যে, তার থেকে রূহ বিন উবাদাহ তার থাকে ইবনে জুরাইজ তার থেকে আব্দুল আজীজ বিন আব্দুল মালিক ইবনে আবি মাহজুরাহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, তাকে আব্দুল্লাহ বিন মুহাইয়িরিজ বলেছেন। আর এই আব্দুল্লাহ ইয়াতিম ছিলেন এবং আবু মাহজুরার (রাঃ) অভিভাবকত্বে লালিত পালিত হয়েছিলেন। আব্দুল্লাহ বলেন যে, তিনি একবার সিরিয়া সফরে রওয়ানা হলেন। রওয়ানার পূর্বে তিনি হযরত আবু মাহজুরাহ (রাঃ) কে বললেন, "সিরিয়ার মানুষ আমাকে আপনার আযানের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে আমি তাদেরকে কি বলবো?"

আবু মাহজুরাহ (রাঃ) নিজের ঘটনাকে এমনিভাবে বর্ণনা করেন "আমি সাথীদের সহ হুনাইনের দিকে অগ্রসর হলাম। আমরা পথে ছিলাম। এমন সময় হুজুরে আকরামের কাফেলা হুনাইন থেকে ফিরে আসছিলো। হুজুরে আকরামের (সাঃ) মুয়াজ্জিন আযান দিলেন। আমরা কিছু দূর থেকে আযানের আওয়াজ শুনলাম। আমরা রাস্তা থেকে পৃথক হয়ে বসে গিয়েছিলাম। আমরা আযান শুনে তার শব্দাবলী ঠাট্টা-বিদ্রুপচ্ছলে দোহরাতে শুরু করলাম।

মহানবী (সাঃ) আমাদের আওয়াজ শুনলেন। তিনি আমাদেরকে তার সামনে হাজির করার নির্দেশ দিলেন। যখন আমাদেরকে তার সামনে আনা হলো তখন তিনি বললেন, "তোমাদের মধ্য থেকে কার আওয়াজ বুলন্দ ছিল?" একথা শুনে সকলেই আমার দিকে ইঙ্গিত করলেন।

আর তারা এ ব্যাপারে সত্যি কথাই বলেছিল। তিনি অবশিষ্ট সকলকে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। আমাকে যেতে দিলেন না। তিনি নির্দেশ দিলেন, "দাঁড়াও এবং আযানবলো।"

নির্দেশ শুনে আমি উঠে দাঁড়ালাম। সে সময় আমার সবচেয়ে ঘৃণার বস্তু ছিল রাসূলের (সঃ) ব্যক্তিত্ব। যে বস্তুর তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন তাও আমার নিকট চরম অপসন্দনীয় ছিল। যাহোক, আমি উঠে দাঁড়ালাম এবং তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে গেলাম। তিনি আমাকে আযানের বাক্যাবলী শিখালেন এবং বললেন,"এখন উচ্চৈস্বরে বলা শুরুকরো।"

www.pathagar.com

اللّه اكبر. اللّه اكبر. اشهد ان لا اله الا اللّه. اشهد انّ محمّدًا رّسُول اللّهِ . حيى على الصّلوة . حيىّ على الفلاح . اللّه اكبر اللّه اكبر . لااله الاّ اللّه ـ

আমি যখন আযান পূর্ণ করলাম তখন তিনি আমাকে ডাকলেন এবং একটি থলে দান করলেন। তাতে কিছু রুপা ছিল। তারপর তিনি আমার কপালের ওপর হাত রাখলেন। অতপর তিনি হাত আমার চেহারার ওপর ঘুরিয়ে আমার বুকের ওপর আনলেন এবং আমার কলিজা ও পেটের ওপর ঘুরালেন। অতপর আমার নাভি পর্যন্ত তার হাত ঘুরালেন। তারপর তিনি দোয়া করলেন, "আল্লাহ তায়ালা তোমাকে বরকত দিন এবং তোমার ওপর দয়া প্রদর্শন করুন।"

এতক্ষণে আমার অন্তরের অবস্থা পরিবর্তিত হয়েছিল। আমি আরয করলাম, "হে আল্লাহর রাসূল। আমাকে মক্কার মুয়াজ্জিন নিয়োগ করুন।" তিনি বললেন, "যাও, আমি তোমাকে মক্কার হেরেম শরীফে মুয়াজ্জিন নিয়োগ করলাম।"

তারপর আমার অন্তর হুজুরে আকরামের (সাঃ) মুহাব্বতে এমনভাবে পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল যে, সৃষ্টি জগতের কোন বস্তু আমার নিকট তার থেকে প্রিয় ছিল না। আমি হুজুরে আকরামের (সাঃ) নিয়োগকৃত আমেল আত্তাব বিন উসাইদের নিকট এলাম এবং তাকে সমগ্র কাহিনী শুনালাম। বস্তুত সে সময় থেকেই আমি আযানের দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছিলাম। সুনানিল বাইহাকীতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আবু মাহজুরাহ (রাঃ) 'র পুত্ররা তার পুতা এবং পরপুতা সকলেই মসজিদে হারামে আযানদিতেন।

www.pathagar.com

ইয়াওমে হুনাইন

ওয়ালিদ বিন মুসলিম বর্ণনা করেছেন, "আমার থেকে আব্দুল্লাহ বিন মুবারক, তাঁর থেকে আবু বকর আল হাজলী, তাঁর থেকে ইবনে আব্বাসের গোলাম আকরামা এবং তাঁর থেকে শাইবা বিন ওসমান রাওয়ায়েত করেছেন। শাইবা বলতেন, আমি হুনাইনের যুদ্ধের সময় রাসুলুল্লাহকে (রাঃ) একাকী দেখতে পেলাম। আমার পিতা ও চাচার কথা মনে পড়ে গেল। আলী (রাঃ) ও হামযা (রাঃ) তাদেরকে হত্যা করেছিল। আমি মনে মনে ভাবলাম যে, আজ প্রতিশোধের সুযোগ এসেছে।

আমি দক্ষিণ দিক থেকে তাঁর দিকে অগ্রসর হলাম। যেই আমি নিকটে পৌঁছলাম সেই তার ডাইনে আব্বাসকে দেখলাম। আমি বললাম, সেতো তাঁর চাচা। তিনি অবশ্যই তাঁকে ছেড়ে যাবেন না। সে সময় আব্বাস যিরাহ পরিধান করেছিল। এই যিরাহ রূপার মত সাদা ছিল এবং তার ওপর ধূলোবালি পড়েছিল। অতপর আমি বাম দিক থেকে হামলা করার ইচ্ছা করলাম। নিকটে পৌঁছতেই তাঁর সঙ্গে আবু সুফিয়ান বিন হারিছ বিন আব্দুল মুত্তালিবকে দেখতে পেলাম। আমি চিন্তা করলাম যে, সে তো তাঁর চাচাতো ভাই। সে তাকে অমিত বিক্রমে রক্ষা করবে। আমি পিছনে হটে এলাম এবং চিন্তা করলাম যে, পিছন দিক থেকে হামলা করবো। পেছন দিক থেকে এলাম। শুধুমাত্র তরবারীর কোপ মারা বাকী ছিল। আমি তরবারী উঠাতে যাচ্ছিলাম তখন হঠাৎ করে আমার ও তাঁর মধ্যে আগুনের একটি স্ফুলিঙ্গ বাধা হয়ে দাঁড়ালো। এই স্ফুলিঙ্গ এত কঠিন ও তীব্র গতিসম্পন্ন ছিল যে বিদ্যুতের মত আমার চোখকে ঝলসে দিল। আমি ভীত হয়ে পড়লাম যে,এই তীব্র গতিসম্পন্ন আলো আমাকে চোখের জ্যোতি থেকে বঞ্চিতই করে না দেয়। আমি আমার চোখের ওপর হাত রাখলাম এবং উল্টা পেছন দিকে ভেগে গেলাম।

এই সময় হুজুরে আকরাম (সাঃ) আমার দিকে মনোযোগ দিলেন এবং বললেন, "হে শাইবা , হে শাইবা, আমার নিকট এসো।" অতপর দোয়া করলেন, "হে আল্লাহ শাইবার নিকট থেকে শয়তানকে দূর করে দাও।"

আমি তাঁর দিকে চোখ উঠালাম। সে সময় তিনি আমার নিজের চোখ, কান এবং জীবন থেকে বেশী প্রিয় হয়ে গেছেন। তিনি বললেন, "ইয়া শাইবা কাতিলুল কুফফার"। অর্থাৎ হে শাইবা। কাফিরদের সঙ্গে লড়াই কর।"

অতপর আমি দেখলাম যে, হুজুরে আকরাম (সাঃ) মুঠ ভরতি মাটি নিলেন এবং দুশমনের প্রতি নিক্ষেপ করলেন। সেই মাটি সকল দুশমনের চোখে পড়লো।"

www.pathagar.com

ক্ষত মাথা

ইবনে ইসহাক বলেন, ইয়াসির বিন রাযাম খাইবারে রাসূলের (সাঃ) ওপর হামলার জন্য বনু গাতফানকে একত্রিত করেছিলো। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহাকে (রাঃ) সাহাবীদের একটি দলসহ তাদের মুকাবিলা করার জন্য প্রেরণ করলেন। এই দলে হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) বিন আনিসও ছিলেন। তিনি বনু সালমার মৈত্রীওছিলেন।

তাঁরা ইয়াসির বিন রাযামের নিকট গেলেন এবং তার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করলেন। আলোচনার মাধ্যমে তার নৈকট্যও লাভ করলেন। অতপর তাকে বললেন, "তুমি যদি রাসূলের (সাঃ) নিকট গমন কর তাহলে তিনি তোমাকে প্রভূত পুরস্কার দেবেন এবং পদ দান করবেন। তাঁরা তাকে বার বার একথা বুঝালেন। ফলে সে যাওয়ার জন্য আগ্রহী হলো। সে ইহুদীদের একটি দলের সঙ্গে সেই সাহাবী দলের সাথে মদীনা রওয়ানা হলো। হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) বিন আনিস তাকে নিজের উটের ওপর বসালেন। খাইবার থেকে ৬ মাইল এদিকে কারকারা নামক স্থানে পৌঁছে ইয়াসির নিজের সিদ্ধান্তে লজ্জিত হলো এবং তার ভয় অনুভূত হতে লাগলো। আব্দুলাহ (রাঃ) বিন আনিস বুঝে ফেললেন যে, তার মনোভাবের পরিবর্তন হচ্ছে। তিনি দেখলেন যে, সে তরবারী বের করতে চায়। এ সময় তিনি তাকে সুযোগ না দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তরবারীর কোপ দিয়ে তার পা কেটে দিলেন। সে এক লম্বা লাঠি দিয়ে হযরত আব্দুল্লাহ বিন আনিসের মাথার ওপর আঘাত হানলো এবং তাকে আহত করলো এই অবস্থা দেখে সাহাবীরা স্ব স্ব কাছের ইহুদীকে হত্যা করে ফেললো। তারা সকলেই ধরাশায়ী হয়ে পড়লো। কিন্তু তাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি পালিয়ে গেল এবং জীবন বাঁচিয়ে ফিরে গেল।

আব্দুল্লাহ (রাঃ) বিন আনিস মদীনা ফিরে এলেন। হুজুরে আকরাম (সাঃ) তাঁকে আহত অবস্থায় দেখতে পেলেন। এ সময় তিনি তার ক্ষত স্থানে মুখের পবিত্র লালা লাগিয়ে দিলেন। তাঁর ক্ষত সম্পূর্ণ সেরে গেল। তাতে কোন ব্যথা এবং ঘা রইলো না।

www.pathagar.com

মওতা যুদ্ধের শহীদবৃন্দ

ইবনে ইসহাক বলেছেন, "মুহাম্মদ বিন জাফর বিন যোবায়ের ইরওয়াহ (রাঃ) বিন যোবায়েরের উদ্ধৃতিসহ আমার নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হুজুরে আকরাম (সাঃ) মওতার দিকে একটি সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করেন। আর যায়েদ (রাঃ) বিন হারেছাকে এই বাহিনীর আমীর নিযুক্ত করেন। তিনি বলেন, " যদি যায়েদের (রাঃ) কিছু হয় তাহলে জাফর ইবনে আবি তালিব (রাঃ) কমান্ড হাতে নেবেন। তাঁরও যদি কিছু ঘটে তাহলে আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রাঃ) আমীর হবেন (অন্য) এক রাওয়াতে আছে যে, আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহারও যদি কিছু হয় তাহলে মুসলমান বাহিনী যাকে ইচ্ছা তাকে নিজেদের আমীর বানিয়ে নেবেন।"

মহানবী (সাঃ) সেই বাহিনীকে বিদায় করলেন। বিদায় জানানোর জন্য তিনি মদীনার বাইরে পর্যন্ত তাদের সঙ্গে গেলেন। এই বাহিনী সিরিয়ার এক স্থানে তাঁবু ফেললেন। সেখানে খবর পৌঁছলো যে, কায়সারে রোম হিরাক্লিয়াস স্ব বাহিনীসহ বালকা এলাকায় মাআব নামক স্থানে তাঁবু ফেলেছে। তার এক লাখ সৈন্য ছিল। তার সঙ্গে স্থানীয় নেতৃবৃন্দ এবং তাদের গোত্র বনু লাখাম, বনু জাযাম, বনু কিন ও বনু বাহরাও নিজেদের বাহিনী নিয়ে হিরাক্লিয়াসের খিদমতে হাজির হলো। তাদের সংখ্যাও হিরাক্লিয়াসের সৈন্য সংখ্যার সমান ছিল। মুসলমানদের সংখ্যা ছিল মাত্র তিন হাজার। মুসলমানরা দুইরাত সেখানে অবস্থান করলেন এবং কি করা যায় সে ব্যাপারে পারস্পরিক পরামর্শ করতে লাগলেন। লোকজন রাসূলের (সাঃ) নিকট চিঠি লিখে শত্রু পক্ষের সংখ্যাধিক্যের পরিপ্রেক্ষিতে অতিরিক্ত সৈন্য প্রেরণের আবেদন জানানোর পক্ষে মত প্রকাশ করলেন। তিনি যদি অতিরিক্ত সৈন্য প্রেরণ করেন তাহলে উত্তম। অর যদি তিনি এই সৈন্য নিয়েই মুকাবিলার নির্দেশ দেন তাহলে সামনে এগুনোযাবে।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রাঃ) লোকদেরকে খুব করে সাহস দিলেন এবং বললেন, "হে আমার কওমের লোকেরা। খোদার কসম, যে বস্তুর কামনায় তোমরা বাড়ী থেকে বের হয়েছিলে অর্থাৎ 'শাহাদাত ফি সাবিলিল্লাহ' তা তোমাদের সামনে রয়েছে, আর তোমরা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ। আমরা কখনো দুশমনের সঙ্গে নিজেদের সংখ্যা ও সাজ সরঞ্জামের ভিত্তিতে যুদ্ধ করিনি। আমরা দুশমনের মুকাবিলা সব সময়ই সেই দীন ও ঈমানী শক্তির ভিত্তিতে করেছি যার বরকত আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে দান করেছেন। চলো, সামনে অগ্রসর হও। আমাদের

www.pathagar.com

জন্য দুই ভালোর এক ভালো নির্ধারিত রয়েছে। হয় 'বিজয়ী' হবো না হয় 'শাহাদাত' লাভকরবো।"

ইবনে রাওয়াহার উত্তেজনাকর বক্তৃতায় লোকদের সাহস বাড়লো এবং তারা বলে উঠলেন, "আল্লাহর কসম, ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) সত্য বলেছেন।"

ইবনে ইসহাক আরো লিখেছেন যে, মুসলমান বাহিনী রওয়ানা করলো। বালকাতে শত্রুপক্ষ। বালকার অন্যতম বস্তি মাশারিদের নিকটে ছিল শত্রুপক্ষ। আর মওতার বস্তির নিকট ছিল মুসলমানরা। মওতা নামক স্থানে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

যায়েদ (রাঃ) বিন হারিছা দুশমনের মোকাবিলা অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে লড়লেন। তাঁর হাতে ছিল রাসূল (সাঃ) প্রদত্ত ঝান্ডা। তিনি তা সমুন্নত রাখলেন। বাহাদুরীর সঙ্গে লড়াই করলেন এবং আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় শহীদ হয়ে গেলেন। তারপর জাফর (রাঃ) বিন আবিতালিব ঝান্ডা তুলে নিলেন। তিনি ঘোড়ায় সওয়ার ছিলেন। শত্রুর চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। কিন্তু জাফর বাহাদুরীর সঙ্গে মুকাবিলা এবং স্ব বাহিনীর সাহস বৃদ্ধি করছিলেন। যুদ্ধের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছিল এবং উভয়পক্ষের লোকজন গাজরকাটা হয়ে ভূতলে নিপতিত হচ্ছিল। জাফর (রাঃ) নিজের শাকরা নামক ঘোড়া থেকে নেমে এলেন এবং তার কুচ কেটে দিলেন। যাতে শত্রুরা তা ব্যবহার করতে না পারে। অতপর দুশমনের মুকাবিলায় বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করতে লাগলেন। দু'টি হাত কেটে গেল। অতপর নিজে শহীদ হয়েগেলেন।

হযরত জাফরের (রাঃ) শাহাদাতের পর আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা ঝান্ডা হাতে নিলেন এবং সেনাবাহিনীর নেতৃত্বও কাঁধে তুলে নিলেন। তিনি ঘোড়ায় সওয়ার ছিলেন। শত্রুর চাপ সে সময় সীমাতিরিক্ত বেড়ে গিয়েছিল। আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহার অন্তরে অল্প সময়ের জন্য দুর্বলতা ও সংশয়ের সৃষ্টি হলো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজেকে সামলে নিলেন এবং মুখ দিয়ে এই কবিতা উচ্চারিত হলোঃ

"হে অন্তর! আমি কসম খেয়েছি যে, তোমাকে এই ময়দানে নামতেই হবে। খুশীর সঙ্গে সামনে অগ্রসর হলে কতই না সুন্দর। নচেৎ বাধ্য হয়েই তোমাকে একাজ করতে হবে।" "মানুষেরা সোৎসাহে সামনে অগ্রসর হচ্ছে ও চেচামেচী ও চীৎকারের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। এটা কেমন কথা যে আমি তোমাকে জান্নাতের দিকে পাগলের মত অগ্রসর না হয়ে ভ্যাবাচ্যাকা অবস্থায় দেখছি।"

"দীর্ঘদিন যাবৎ তুমি আরাম-আয়েশে অতিবাহিত করেছ। একটি থলিতে (মায়ের পেটে) অপবিত্র পানির কাতরা ছাড়া আর তোমার তাৎপর্য কি হতে পারে।"

www.pathagar.com

অধিকন্তু তিনি বললেন, " হে নফস (মৃত্যুতে ভয় পাও কেন) এখানে যদি গলা না কাটাও তাহলে এমনি এমনিই মৃত্যু এসে যাবে। মৃত্যুর হাম্মামখানা গরম হয়েছে।"

"যেবস্তু তোমার কামনায় ছিল তাতো অনুপস্থিত (শাহাদাত)। যায়েদ (রাঃ) এবং জাফর (রাঃ) যে কাজ করেছে তা যদি তুমি কর তাহলে তুমি হেদায়াত ও সাফল্যের পথ পাবে।

এই কবিতা আবৃত্তি করতে করতে তিনি ঘোড়া থেকে নেমে এলেন এবং দুশমনের সঙ্গে হাতাহাতি যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। এই মুহূর্তে তাঁর চাচাতো ভাই এক টুকরো গোশতের হাড় নিয়ে তাঁর নিকট হাজির হলেন এবং বললেন, "এই গোশত খেয়ে শরীরে কিছুটা শক্তি বাড়িয়ে নিন। আপনি কয়েকদিন যাবৎ খুব কঠিন অবস্থায় কাটাচ্ছেন। তাঁর হাত থেকে তিনি সেই দস্তি নিলেন এবং কেবলমাত্র এক লোকমাই মুখে দিয়েছিলেন। এমন সময় ভয়ংকর আওয়াজ শুনলেন। তরবারী তরবারীতে ঝণঝনানি চলছিল এবং চেচামেচি উচ্চগ্রামে পৌঁছেছিল। তৎক্ষণাৎ তিনি নিজেকে বললেন, "পরিস্থিতি এত নাজুক,আর তুই এখনো দুনিয়ার আরাম-আয়েশেই মজে আছিস? গোশত ফেলে দিলেন এবং তরবারী নিয়ে দুশমনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। শত্রুব্যুহ অতিক্রম করে সামনের দিকে অগ্রসর হলেন। বীরত্বের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে আহত হয়ে শহীদ হয়ে গেলেন।

আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহার (রাঃ) শাহাদাতের পর ছাবিত বিন আকরাম পতাকা তুলে ধরলেন এবং উচ্চস্বরে বললেন, "হে মুসলমানেরা! নিজেদের মধ্য থেকে উত্তম ব্যক্তিকে এই ঝান্ডা অর্পন করো।" লোকেরা বললো, "তুমিই তা তুলে ধরো।" তিনি বললেন, "আমি তার যোগ্য নই। লোকজন হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদকে ঝান্ডা তুলে নেয়ার আবেদন জানালো। তিনি ঝান্ডা ধরলেন। দুশমনদেরকে পিছে হটিয়ে দিলেন। দুই বাহিনীর মধ্যে বেশ দুরত্ব সৃষ্টি হলো। কেননা অগ্রসরমান রোমক বাহিনীকে থামিয়ে দিয়ে হযরত খালিদ (রাঃ) বেশ পেছনে ঠেলে দিয়েছিলেন। অতপর হযরত খালিদ (রাঃ) সন্ধ্যার সময় নিজের বাহিনীসহ পেছনে চলে এলেন।

ইবনে ইসহাক বলেন, "আমি আহলে ইলম থেকে এই খবর পেয়েছি যে, যুদ্ধের আগুন জ্বলার সময় হুজুরে আকরাম (রাঃ) মদীনাতে খুতবা দিচ্ছিলেন। তিনি বললেন, "যায়েদ (রাঃ) ঝান্ডা ধরলেন এবং বাহাদুরীর সঙ্গে লড়াই করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন। অতপর জাফর (রাঃ) কমান্ড হাতে নিলেন এবং যায়েদের (রাঃ) পদাংক অনুসরণ করে তিনিও শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করলেন। তার পর হুজুর (সাঃ) কিছুক্ষণের জন্য চুপ মেরে রইলেন। সে সময় আনসারদের চেহারা লাল

www.pathagar.com

হয়ে গেল। তারা চিন্তা করলো যে, আব্দুল্লাহ (রাঃ) বিন রাওয়াহা হয়তো কোন দুর্বলতা প্রকাশ করে ফেলেছে।

হুজুরে আকরাম (সাঃ) কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর আবার বললেন, "অতপর ঝান্ডা আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহার হাতে এলো। তিনিও লড়াই করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন। আমাকে দেখানো হলো যে তাঁকে জান্নাতে পৌঁছানো হয়েছে। ফেরেশতারা তাঁকে সোনালী পালং-এ উঠিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছে। আমি দেখলাম যে আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহার পালং সম্পূর্ণ ঠিক-ঠাক ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে, এই পালং টিলা কেন? তখন আমাকে বলা হলো যে পূর্বেকার দুই জেনারেল নির্দ্বিধায় যুদ্ধে লাফিয়ে পড়েন, কিন্তু আবদুল্লাহ (রাঃ) কিছুটা সংশয় ও ইতস্ততঃ ভাব প্রকাশ করেছিলেন। তবে তিনিও আগে অগ্রসর হলেন এবং শহীদ হয়ে গেলেন।

হুজুরে আকরাম (সাঃ) যুদ্ধের ময়দান থেকে খবর আসার পূর্বেই এই শহীদদের শাহাদতের খবর শুনিয়ে দিয়েছিলেন।"

www.pathagar.com

কুন আবা খায়ছামা (রাঃ)

ইবনে ইসহাক মহানবীর (সাঃ) তাবুক সফরের কথা উল্লেখ করে লিখেছেন, "রাসূলে পাক (সাঃ) সফরে রওয়ানা হয়ে গেলেন। আবু খায়ছামা (রাঃ) নিজের বাগান থেকে বাড়ী ফিরে এলেন। সময়টি ছিল দ্বিপ্রহর। তখন প্রচণ্ড লু হাওয়া বইছিলো। আবু খায়ছামার (রাঃ) দু'জন স্ত্রী ছিলেন। তাঁরা সুস্বাদু খাবার তৈরী করে রেখেছিলেন এবং ঘড়া ভরা ছিল ঠান্ডা পানি। আবু খায়ছামা জানতে পেলেন যে, হুজুরে আকরাম (সাঃ) এবং তাঁর সঙ্গীরা সকালেই তাবুকের দিকে চলে গেছেন।

নিজের কক্ষের দরজায় পৌঁছে আবু খায়ছামা দেখলেন যে, তার স্ত্রীরা তার জন্য অপেক্ষা করছেন। কক্ষের শীতলতা এবং বাইরের প্রচন্ড লু হাওয়ার দৃশ্যে আবু খায়ছামা নিজেকেই বললেন, "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রখর রোদে উত্তপ্ত প্রস্তরময় ভূমিতে লু হাওয়ার মোকাবিলা করছেন আর আবু খায়ছামা শীতল ছায়ায় সুস্বাদু খাবারের মজা লুটা এবং সুন্দরী মহিলার সান্নিধ্য উপভোগ করার জন্য এই দ্বিপ্রহরে এখানে অতিবাহিত করবে? এটা ইসলাম বিরোধী এবং ঈমানের দাবীর পরিপন্থী" অতপর বললেন, "খোদার কসম! আমি তোমাদের কারোর কামরায় অবশ্যই প্রবেশ করবো না। আমি রাসূলের (সাঃ) নিকট যাবো। অবিলম্বে রাস্তার সামান তৈরী করে দাও" তারা সফরের সামান তৈরী করে দিলেন। এ সময় তিনি বাগানে গেলেন। উটনীর উপর হাওদা বাঁধলেন এবং ঠিক দ্বিপ্রহরের সময় বেরিয়ে পড়লেন। এ দিকে হুজুরে আকরাম (সাঃ) যে দিন তাবুকে উপস্থিত হলেন সেই দিন আবু খায়ছামাও সেখানে গিয়ে পৌছলেন। রাস্তায় আবু খায়ছামার (রাঃ) সঙ্গে উমায়ের বিন ওয়াহাব আল-জামহার (রাঃ) সাক্ষাৎ হলো। তিনিও হুজুরের (সাঃ) সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য বের হয়েছিলেন। তারা উভয়েই এক সঙ্গে চলতে লাগলেন। তাবুকের নিকট পৌঁছলে হযরত আবু খায়ছামা (রাঃ) বললেন, "উমায়ের! আমি তো গুণাহগার। ওজর ছাড়া পিছনে রয়ে গিয়েছিলাম। তোমার তো কোন অপরাধ নেই। তুমি একটু থামো। আমাকে একাকি হুজুরে পাকের (সাঃ) নিকট যাওয়ার সুযোগ দাও।" সুতরাং হযরত উমায়ের (রাঃ) একটু পেছনে রয়ে গেলেন।

আবু খায়ছামার (রাঃ) তাবুক পৌঁছার আগেই হুজুর (সাঃ) এবং অন্যান্য সাহাবী (রাঃ) সেখানে পৌঁছে গিয়েছিলেন। আবু খায়ছামা (রাঃ) যখন নিকটে পৌঁছলেন তখন লোকজন বললেন, " কোন সওয়ার এদিকে একাকী আসছে।" হুজুর (সাঃ) বললেন, "আবু খায়ছামা হবে।" (কুন আবা খায়ছামা)।

www.pathagar.com

সে যখন এসে পৌঁছালো তখন সাহাবীরা (রাঃ) আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! বাস্তবিকই সে আবু খায়ছামা।"

আবু খায়ছামা (রাঃ) নিজের উটনী বসালেন এবং হুজুরের (সাঃ) খেদমতে হাজির হলেন। হুজুরকে (সাঃ) সালাম করলেন। হুজুরে আকরাম (সাঃ) সালামের জবাব দানের পর বললেন, "হে আবু খায়ছামা! তুমি ধ্বংসের কিনারে পৌঁছে গিয়েছিলে।" আবু খায়ছামা(রাঃ) নিজের কাহিনী শুনালেন। নবী পাক (সাঃ) তার বরকত ও কল্যাণের জন্য দোয়া করলেন। আবু খায়ছামা (রাঃ) হুজুরের (সাঃ) দোয়া শুনে খুশী হয়ে একটি কবিতা আবৃত্তি করলেনঃ

ولما رأيت النّاس فى الدين نافقوا
اتيت الّذى كان اعفّ واكرما
وبايعتُ باليمنى يدى لمحمّد
فلم اكتسب اثمًا ولم اغش محرما
تركت خضيبًا فى العريش وصرمةً
صفايا كرامًا بسرها قد تحمما
وكنت اذا شك المنافق اسمحت
الى الدين نفسى شطره حيث يمّما

"আমি যখন দেখলাম যে, লোকজন দীনে মুনাফেকী অবলম্বন করছে তখন আমি সেই ধরনের কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করলাম যা খুলুস বা পবিত্রতার ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং আমি সেই ব্যক্তিত্বের নিকট এসেছি যিনি খুব ক্ষমাশীল এবং চরমউদার।

আমি আমার দক্ষিণ হস্ত দিয়ে মুহাম্মদের (সাঃ) হাতে বাইয়াত করেছি এবং সেই বাইয়াতের পর কখনো কোন গুনাহ করিনি ও লুকিয়ে-ছুপিয়ে কখনো হারাম পথে চলিনি।

www.pathagar.com

আমি আমার গৃহে সুন্দরী মহিলাদেরকে রেখে এসেছি এবং দুধ দানকারী অনেক উটনী ছেড়ে এসেছি। আঙ্গুরের ছড়া থেকে হাত সরিযে এনেছি। এই আঙ্গুরের গোছা পেকে লাল রং ধারণ করছিল ও খেজুরের পাকা বাগানকে বিদায়জানিয়েএসেছি।

মুনাফিকরা যখন হক দীনের ব্যাপারে সংশয়, সন্দেহের শিকার হতো তখন আমি দীনকে মজবুতভাবে আকড়ে ধরেছিলাম। আমার লক্ষ্য ছিল দীন। যেখানেই আমি তা পেয়েছি তা বুকের সঙ্গে লাগিয়ে নিয়েছি।"

www.pathagar.com

কূপ ও মেঘ

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাবুক যাওয়ার প্রাক্কালে যখন হাজার এলাকা অতিক্রম করছিলেন তখন সেখানে অবস্থান করেন এবং লোকজন একটি কূপ থেকে পানি পান করেন। যাত্রা বিরতির পর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, "এই কূপের পানি পান করে পিপাসা নিবারণ করবে না এবং ওজু করবেনা। তোমরা যদি এই পানি দিয়ে আটা গুলিয়ে থাকো তাহলে সেই রুটি খাবে না। বরং এই আটা উটদেরকে খাইয়ে দাও এবং রাতে তোমাদের মধ্যে কেউ যেন একাকী তাঁবু থেকে বের না হয়।"

রাসূলের (সাঃ) নির্দেশ অনুযায়ী লোকজন কাজ করলো। কিন্তু বনু সায়েদার দুই ব্যক্তি নির্দেশ আমান্য করলো। তারা একাকী তাঁবু থেকে বের হলো। একজন গিয়েছিল প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে। অন্যজন নিজের নিখোঁজ উটের সন্ধানে। প্রকৃতির ডাকে সাড়া দানের জন্য যে গিয়েছিল রাস্তায় তাকে কে যেন গলা টিপে ধরেছিল এবং যে উটের সন্ধানে গিয়েছিল তাকে ঝাপটা বাতাসে উঠিয়ে তাই গোত্রের দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করেছিল।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এই খবর পেলেন এবং বললেন, "আমি কি তোমাদেরকে একাকী বাইরে বেরুতে নিষেধ করেছিলাম না?" তারপর তিনি যে ব্যক্তিকে গলা টিপে ধরা হয়েছিল তার জন্য দোয়া করলেন। আল্লাহ তায়ালা তাকে সুস্থতা দান করলেন। অন্যজনের আর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। তবে, নবী করিম (সাঃ) যখন মদীনা পৌঁছলেন তখন তাই গোত্রের লোকনজ তাকে এনে তাঁর খিদমতে পেশ করলেন।

ইবনে ইসহাক আরো উল্লেখ করেছেন যে, "হাজার এলাকায় যখন ভোর হলো তখন লোকদের নিকট পানি ছিল না। তারা নিজেদের সমস্যার কথা রাসূলের খিদমতে পেশ করলেন।"

আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসুল! আল্লাহ তায়ালা আপনার নিকট ওয়াদা করেছেন যে তিনি আপনার দোয়া কবুল করবেন। অতএব, আপনি আমাদের জন্য দোয়া করুন।"

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, "হে আবু বকর। তুমি কি চাও যে আমি দোয়াকরি।"

www.pathagar.com

হযরত আবু বকর (রাঃ) আরজ করলেন, "জ্বী, হ্যাঁ। হে আল্লাহর রাসূল।" রাসূলুল্লাহ (সা) সেই সময়ই দোয়া করলেন। আকাশ সম্পূর্ণ পরিষ্কার ছিল। আল্লাহ তায়ালা তৎক্ষনাৎ এক খন্ড মেঘ প্রেরণ করলেন। আর এই মেঘ লোকদের ওপর ছেয়ে গেল। তারপর বৃষ্টি বর্ষণ হতে লাগলো। লোকজন সেই বৃষ্টির পানি দিয়ে নিজেদের পিপাসা নিবারণ করলো এবং প্রয়োজনমত পানি জমাও করলো।"

ইবনে ইসহাক আছিম বিন ওমর বিন কাতাদা থেকে এবং তিনি বনু আবদিল আশহালের কিছু লোকের নিকট থেকে রাওয়ায়েত বর্ণনা করতেন যে, কতিপয় ব্যক্তি নিকটাত্মীয়ের মধ্য থেকে তাদেরকে চিনতেন যাদের অন্তরে মুনাফিকী ছিল। মাহমুদ বলেন যে আমাকে আমার বুজর্গরা বলেছেন যে, একজন মুনাফিক নিজের কপটতায় খুব পোক্ত ছিল। কিন্তু সে প্রত্যেক সফরেই রাসূলের (সা) সঙ্গে শরীক হওয়ার জন্য চেষ্টা করতো। হাজারে যখন বৃষ্টির এই ঘটনা সংঘটিত হলো তখন লোকজন তার নিকট গেল এবং বললো, "তোমার জন্য আফসোস! এই মুজিজা দেখার পরও কি তোমার সন্দেহ রয়েছে?" সে বললো, "এটাতো সাধারণভাবে অতিক্রমকারী মেঘ খন্ড ছিল। আর এ ধরনের সব সময়ই হয়ে থাকে।"

www.pathagar.com

রাসূলের উটনী ও মুনাফিক

ইবনে ইসহাক হুজুরে আকরামের (সাঃ) তাবুক সফরের ঘটনাবলী লিখতে গিয়ে বর্ণনা করেছেন, রাস্তায় কোন একস্থানে তাঁর উটনী নিখোঁজ হয়ে গেলে তাঁর সাহাবী বৃন্দ (রাঃ) উটনীর সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন। হুজুরে আকরামের (সাঃ) একজন মুখলিস সাহাবী ছিলেন আম্মারাহ বিন হাযম (রাঃ)। তিনি বাইয়াতে উকবা এবং বদরে অংশগ্রহনের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। তাঁর গ্রুপে যায়েদ বিন লাসাইত কাইনুকায়ীও ছিল। সে ছিল মুনাফিক। আম্মারাহ (রাঃ) রাসূলে পাকের (সাঃ) নিকট ছিলেন। আর যায়েদ ছিল তার আবাসস্থলে। আবাসস্থলে সে লোকদেরকে বলেছিল, "মুহাম্মদ কি এই দাবি করে না যে সে আল্লাহর নবী এবং তোমাদেরকে আসমানের খবর শুনিয়ে থাকে না? আর তার এই খবর নেই যে তার উট কোথায়?

আম্মারাহ (রাঃ) সে সময় আল্লাহর রাসূলের (সাঃ) নিকট ছিলেন। তিনি (সাঃ) তাঁকে বললেন, "জনৈক ব্যক্তি এই কথা বলেছে। আমি বলি, খোদার কসম। আমি তাই জানতে পারি যা আল্লাহ আমাকে জানান। এখনই আল্লাহ পাক আমাকে আমার উটের খবর দিয়েছেন। উটনীটি ঐ উপত্যাকায় অমুক গিরিপথে রয়েছে। একটি গাছের সঙ্গে তার নাকিল বা নাকে বাঁধা রশি আটকে গেছে এবং উটনীটি সেখানেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। যাও, সেখান থেকে তাকে ধরে নিয়ে এসো।"

সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) সেখানে গেলেন এবং সেখানেই উটনীকে পেলেন। তারা তাকে নিয়ে এলেন। আম্মারাহ (রাঃ) বিন হাযম নিজের আবাসস্থলে গিয়ে লোকদেরকে বললেন, "খোদার কসম। ঠিক এক্ষুণি হুজুরে আকরাম (সাঃ) আমাদেরকে বললেন যে, জনৈক ব্যক্তি এই কথা বলেছে। সেখানে উপস্থিত লোকরা জানালো যে. কিছুক্ষণ পূর্বে এ কথাতো যায়েদবিন লুছাইত বলেছে।

এ কথা শুনে আম্মারাহ (রাঃ) খুব রাগান্বিত হলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ যায়েদের ঘাড় ধরলেন এবং লোকদেরকে ডেকে বললেন, "আল্লাহর বান্দারা! আমার তাঁবুতে একজন হুশিয়ার, চালাক (ভয়ংকর) মানুষ ছিল এবং আমি তার খবরই রাখতাম না।" অতপর তাকে সম্বোধন করে বললেন, "হে খোদার শত্রু! আমার তাঁবু থেকে বেরিয়ে যা এবং কখনো আমার সঙ্গে চলাফেরা করবি না। এমন কি আমার কাছেও ঘেঁষবিনা।"

www.pathagar.com

আবু যরের (রাঃ) শান

ইবনে ইসহাক (রাঃ) হুজুরে আকরামের (সাঃ) তাবুক যাত্রার কথা উল্লেখ করে লিখেছেন, মহানবী (সাঃ) রওয়ানা হয়ে গেলেন এবং অনেক মানুষ পেছনে রয়ে গেল। সাহাবীবৃন্দ (রাঃ) হুজুরের নিকট আরজ করতে লাগলেন, হে আল্লার রাসূল! অমুক অমুক পেছনে রয়ে গেল।" একথা শুনে তিনি বললেন, "ছেড়ে দাও, তাদের মধ্যে যদি কল্যাণ থাকে তাহলে শীঘ্রই আল্লাহ পাক তাদেরকে এনে তোমাদের সঙ্গে মিলিত করবেন। আর যদি ব্যাপার উল্টো হয় তাহলে তোমাদের চিন্তা কিসের? আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় কর। তিনি তাদের (অমঙ্গল) থেকে তোমাদেরকে আশ্রয় দিয়েছেন।"

এই সময় একজন বললো "হে আল্লাহর রাসূল! আবু যরও (রাঃ) পেছনে রয়ে গেছেন। প্রকৃতপক্ষে তার উট বসে পড়েছিল এবং চেষ্টা সত্ত্বেও আর ওঠার নাম করছিল না। নবী (সাঃ) বললেন, "আবু যরের (রাঃ) মধ্যে যদি কল্যাণ থাকে তাহলে সে শীঘ্রই তোমাদের নিকট এসে পৌছাবে। নচেৎ তার চিন্তা কর না।"

এদিকে অবু যরের (রাঃ) অবস্থা এমন ছিল যে, উট যখন উঠলো না তখন তিনি সেখানে তাকে ছেড়ে দিলেন। নিজের হাল্কা–পাতলা সামান নিলেন এবং পদব্রজেই রওয়ানা হলেন। রাসূলের (সাঃ) কাফেলার পদাংক অনুসরণ করে তিনি হুজুরের (সাঃ) সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য অস্থির ছিলেন। নবী পাক (সাঃ) এবং তাঁর সঙ্গীরা এক স্থানে যাত্রা বিরতি করলেন। মুসলমানদের মধ্যে জনৈক ব্যক্তি মরুভূমি দিয়ে এক ব্যক্তিকে আসতে দেখলেন এবং বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! কেউ একাকী এবংপদব্রজেআসছে।"

তিনি একথা শুনে বললেন, "কুন আবা জাররিন" অর্থাৎ "সে আবু যার হবে।" লোকজন দেখলো। দূর থেকেই আগত ব্যক্তিকে চেনা গেল। তারা আরজ করলো, "আল্লাহর কসম! সেতো আবু যারই।" রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, "আল্লাহ তায়ালা আবু যারের ওপর রহম করুন। সে একাকীই আসে, একাকীই শেষ হয়ে যাবে এবং একাকীই কিয়ামতের দিন উঠানো হবে।"

ইবনে ইসহাক আরো বর্ণনা করেছেন যে, "বুরাইদা বিন সুফিয়ান আসলামী আমার থেকে মুহাম্মদ বিন কায়াব আল ফারাজী আল আবদিল্লাহ বিন মাসাদের উদ্ধৃতিসহ বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ওসমান (রাঃ) নিজের খেলাফতকালে যখন হযরত আবু যাররকে মদীনা থেকে রাবযা চলে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন, তখন তিনি তা পালন করলেন এবং সেই গ্রামেই বসবাস শুরু করলেন। সেখানেই তাঁর শেষ সময় ঘনিয়ে এলো। গ্রামের সকল মানুষই হজ্বে গিয়েছিলেন।

www.pathagar.com

আবু যার গিফারীর (রাঃ) স্ত্রী এবং গোলাম ছাড়া আর সেখানে কেউ ছিল না। তিনি মৃত্যুর পূর্বে তাদেরকে ওসিয়ত করেছিলেন যে, মৃত্যুর পর তাঁকে গোসল দিয়ে এবং কাফন পরিয়ে রাস্তায় রেখে দিতে হবে। একটি কাফেলা আসবে। সেই কাফেলাকে বলতে হবে যে, এটা রাসুলের (সাঃ) সাহাবী আবু যারের (রাঃ) নামাজে জানাযা। তোমরা নামাজে জানাযা এবং দাফনে আমাদেরক সাহায্য করো।"

আবু যারের (রাঃ) যখন ওফাত হলো তখন তাঁর স্ত্রী ও গোলাম তাঁর ওসিয়ত অনুযায়ী কাজ করলেন। সে সময় একটি কাফেলা দৃষ্টি গোচর হলো। সেই কাফেলার সালার ছিলেন রাসুলের (সাঃ) সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) বিন মাসউদ। তিনি ইরাক থেকে উমরা করার জন্য মক্কা মুয়াজ্জামা যাচ্ছিলেন।

যখন জানাযার নিকটবর্তী হলেন তখন গোলামটি দাঁড়িয়ে বললেন, 'এটা রাসুলের (সাঃ) সাহাবী আবু যারের (রাঃ) জানাযা। আপনারা নামাজে জানাযা পড়িয়ে আমাদেরকে সাহায্য এবং মাইয়্যেতকে দাফন করুন।" একথা শুনতেই হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) কাঁদতে লাগলেন। তিনি নিজের উট থেকে নেমে ধরা গলায় বললেন, "রাসুলে পাক (সাঃ) ঠিকই বলেছিলেন। হে, আবু যার। আপনি একাকীই রওয়ানা দিতেন। একাকীই দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেলেন এবং একাকীই আপনাকে কিয়ামতের দিন উঠানো হবে।"

হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) বিন মাসউদ এবং তাঁর সঙ্গীরা হযরত আবু যার গিফারীর (রাঃ) জানাযা পড়লেন। হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) বিন মাসউদ ইমামতি করলেন। তারপর তাঁকে দাফন করলেন। দাফনের পর আব্দুল্লাহ (রাঃ) বিন মাসউদ তাবুক সফরের ঘটনা এবং হুজুরের (সাঃ) ইরশাদের কথা লোকদেরকে শুনালেন। প্রত্যেকের চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগলো।

www.pathagar.com

মুশাককাক উপত্যকার পানি

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন,তাবুক সফরকালে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মুশাককাক উপত্যকা অতিক্রম করেন। উপত্যকার এক স্থানে পাহাড় থেকে ফোঁটা ফোঁটা পানি পড়তো। এই পানি পরিমানে এত কম ছিল যে একবারে দুই অথবা তিন ব্যক্তি পিপাসা নিবারণ করতে পারতো। রাসূলে আকরাম (সাঃ) বললেন, " যেই এই উপত্যাকায় প্রথম পৌঁছবে সে যেন আমাদের পৌঁছা পর্যন্ত পানি পান না করে।

কতিপয় মুনাফিক সেই পানির নিকট গিয়ে পৌছলো এবং তারা পানি পান করলো। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) যখন সেখানে পৌছলেন তখন দেখলেন যে এক ফোঁটা পানিও নেই। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "আমাদের আগে কে এখানে পৌঁছেছিল? তাঁকে বলা হলো অমুক এবং অমুক আগে এসেছিল। তিনি তাদেরক অভিশাপ দিলেন এবং বললেন, "আমাদের আগমন পর্যন্ত সকলকেই পানি পান করতে কি আমি নিষেধ করিনি?"

তিনি সওয়ারী থেকে নামলেন এবং পানির কাতরার নীচে হাত রাখলেন। কয়েক ফোঁটা তাঁর হাতের ওপর পড়লো। তিনি তা হাতে নিয়ে পানির উৎসস্থলে ছিটিয়ে দিলেন এবং তারপর পবিত্র হাত দিয়ে তা স্পর্শ করলেন এবং কিছুক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর নিকট দোয়া করতে লাগলেন। যে উৎসস্থল থেকে ফোঁটা ফোঁটা পানি পড়ছিল সেখানে বজ্রপাতের মত একটি আওয়াজ হলো এবং প্রস্রবনের মত পানি প্রবাহিত হলো। লোকজন খুব আসুদাহ হয়ে পানি পান করলো এবং নিজেদের প্রয়োজনের জন্য পাত্রে ভরে নিলেন।

হুজুরে পাক (সাঃ) ইরশাদ করলেন, "তোমরা যদি জীবিত থাকো অথবা তোমাদের মধ্যে যেই কিছুদিন দুনিয়ায় থাকবে সে অবশ্যই এই উপত্যকাকে শস্য শ্যামল দেখতে পাবে এবং চারপাশের সকল উপত্যকা থেকে বেশী সম্পদও আবাদ হবে।"

বস্তুতঃ এই উপত্যকা হুজুরে আকরামের (সাঃ(ইরশাদ অনুযায়ী শস্য শ্যামলিমাপূর্ণহয়েছিল।

www.pathagar.com

বিলালের (রাঃ) খাবার

ওয়াকেদী বর্ণনা করেছেন, " আমার নিকট থেকে ইউনুস বিন মুহাম্মাদ ইয়াকুব বিন আমর বিন কাতাদার উদ্ধৃতিসহ বর্ণনা করেছেন যে, বনি সায়াদ বিন হাবিবের এক ব্যক্তি বলেছেন, "আমি রাসূলের (সাঃ) খিদমতে হাজির হলাম। সে সময় হুজুর (সাঃ) তাবুকের এক স্থানে অবস্থান করছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ৬ জন সঙ্গী। আমি সেখানে পৌঁছলাম এবং তাকে সালাম করলাম। তিনি আমাকে বসার নির্দেশ দিলেন। আমি বসলাম এবং আরজ করলাম, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহর সত্য রাসূল।"

নবীয়ে পাক (সাঃ) বললেন, "তুমি মুক্তি পেয়ে গেছ।" অতপর হযরত বিলালকে (রাঃ) আওয়াজ দিলেন এবং বললেন, "বিলাল আমাদেরকে খাবার খাওয়াও।" হযরত বিলাল (রাঃ) মাটির ওপর চামড়ার একটি দস্তরখান বিছালেন এবং একটি থলি থেকে খেজুর, ঘি এবং পনিরের তৈরী পাঞ্জেরী বের করলেন।

নবী পাক (সাঃ) আমাদেরকে নির্দেশ দিলেন, "বিসমিল্লাহ বলুন এবং খান।" আমরা সকলেই খাবার খেলাম এবং আসুদাহ হয়ে গেলাম। আমি আরজ করলাম, "হে আল্লাহর রাসূল! এত কম খাবার ছিল যে, প্রথমে আমি মনে করেছিলাম একাই খেয়ে নিই। কিন্তু তা আমাদের সকলেরই পেট ভরিয়েছে।" তিনি বললেন, "মুমিন এক অন্ত্রে ভক্ষণ করে। আর কাফের ৭ অন্ত্রে ভক্ষণ করে থাকে।" আমি পরের দিন পুনরায় হুজুরে আকরামের খিদমতে হাজির হলাম। আমি মধ্যাহ্ন ভোজেও অংশ নিতে চাচ্ছিলাম। তাতে আমার দু'টি লক্ষ্য ছিল। একেতো এই খাবার খাওয়া। দ্বিতীয়ত অন্তরের আরো বেশী প্রশান্তি লাভ করা যে, আল্লাহ তায়ালা নিজের নবীকে বিশেষ বরকত দান করেছেন। খাওয়ার সময় হলে দেখলাম যে, নবীর (সাঃ) নিকট ১০ জন মানুষ উপস্থিত। তিনি হযরত বিলালকে (রাঃ) বললেন, "বিলাল খাবার আনো।" সুতরাং বিলাল (রাঃ) দস্তরখান বিছিয়ে দিলেন এবং একটি থলি থেকে খেজুর বের করতে লাগলেন। তিনি মুঠি ভরে ভরে খেজুর দস্তর খানের ওপর রাখছিলেন। হুজুর (সাঃ) বললেন, "বিলাল, উদার মনে খেজুর এখানে রাখো। আরশওয়ালার ওপর ভরসা রাখো এবং এই ভীতি অন্তরে স্থান দিওনা যে সেখানে বখিলী করা হবে।"

www.pathagar.com

বিলাল (রাঃ) সকল খেজুর থলে থেকে বের করে দিলেন। আমি আন্দাজ করলাম যে সেই খেজুর দুইমুদ (প্রায় দেড়সের) হবে। হুজুরে আকরাম (সাঃ) নিজের পবিত্র হাত সেই খেজুরের ওপর রাখলেন এবং তারপর বললেন, "বিসমিল্লাহ বলে খাও।" সকলেই খুব খেলেন এবং আমিও পেট ভরে খেলাম। আমি নিজে খেজুর উৎপাদন করতাম এবং খেতামও বেশী। কিন্তু আর খাওয়ার মত অবস্থা ছিল না। সকলেই খাওয়া শেষ করলে আমি দেখলাম যে, দস্তরখানে কম-বেশি তত খেজুরই পড়ে রয়েছে যত বিলাল (রাঃ) রেখেছিলেন।। আমরা যেন কিছুই খাইনি।

তারপরের দিনও আমি একই ব্যাপার দেখলাম। নবী (সাঃ) বিলালকে (রাঃ) বললেন, "খাবার আনো" বিলাল (রাঃ) আগের দিনের থলি থেকে খেজুর দস্তরখানে রেখে দিলেন। দশ অথবা তার থেকে বেশী ব্যক্তি তা পেটপুরে খেলেন। পর পর তিন দিনই এ রকম হলো।"

www.pathagar.com

বনি সায়াদের কূপ

ওয়াকেদী বলেছেন, "আমাকে ইউনুস বিন মুহাম্মদ বিন ইয়াকুব বিন ওমর বিন কাতাদা মাহমুদ বিন রীবদের হাওয়ালা সহ এই রাওয়ায়েত শুনিয়েছেন যে, বনু সায়াদ বিন হাযিমের একটি প্রতিনিধিদল হুজুরে আকরাম (সাঃ)–এর খিদমতে তাবুকে উপস্থিত হলো। তারা বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আপনার খিদমতে এসেছি এবং নিজেদের পরিবার–পরিজনকে একটি কূপের পাশে রেখে এসেছি। এই কূপে পানি খুবই কম। আর এটা প্রচন্ড গরমের মওসুম। আমাদের ভয় হলো যে, আমরা যদি পানির সন্ধানে এদিক–ওদিক ছড়িয়ে পড়ি তাহলে আমরা কোন বিপদে পড়তে পারি। কেননা আমাদের চারপাশে এখনো ইসলাম বেশী সম্প্রসারিত হয়নি। আপনি আমাদের জন্য দোয়া করুন যাতে আমাদের কূপগুলোতে পানির আধিক্য হয়। আমরা যদি পানি পাই তাহলে আশেপাশের কোন গোত্রই আমাদের সঙ্গে মোকাবেলার সাহস পাবে না। এমনিভাবে দীনের বিরোধীরা আমাদের মোকাবিলার শক্তিপাবেনা।"

তিনি ইরশাদ করলেন, "আমাকে কিছু পাথর এনে দাও।" তারা তাঁকে তিনটি পাথর এনে দিলো। তিনি পাথর তিনটি হাতে নিয়ে ডললেন এবং বললেন, এই পাথর নিয়ে যাও এবং বিসমিল্লাহ পড়ে প্রতিটি পাথর কূপে নিক্ষে করবে। পাথরগুলো নিয়ে তারা চলে গেল এবং রাসূলের (সাঃ) নির্দেশ অনুযায়ী তা কূপে নিক্ষেপ করলো। কূপের পানি জোশ মেরে উঠলো। তারা চারপাশের মুশরিকদেরকে সেখান থেকে বের করে দিল।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন তাবুক থেকে মদিনা ফিরে এলেন তখন বনু সায়াদের মুসলমানদের চেষ্টায় সমগ্র এলাকা ইসলামের আলোয় ঝলমলিয়ে উঠলো এবং বেশীরভাগ মানুষই মুসলমান হয়ে গেল।"

www.pathagar.com

হাতের আলো

ওয়াকেদী বর্ণনা করেছেন "আমার নিকট থেকে আব্দুল্লাহ বিন আবি উবায়দা এবং সায়াদ বিন রাশিদ সালেহ বিন ইয়াসান আবু মাররাহ মাওলা আলিকের উদ্ধৃতিসহ এই রাওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাবুক থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় এক পাহাড়ী রাস্তা দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। এ সময় মুনাফিকরা তাঁকে একটি গিরিপথ থেকে নীচে ফেলে দেয়ার ষড়যন্ত্র করছিল। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন সেই গিরিপথ পৌঁছলেন তখন ষড়যন্ত্রকারীরাও তাঁর সঙ্গে যেতে চাইলো। কিন্তু আল্লাহ পাক নিজের নবীকে (সাঃ) তাদের অভিপ্রায় সম্পর্কে অবহিত করালেন।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) লোকদেরকে সেই গিরিপথ পার হওয়ার পরিবর্তে উপত্যকার পেছন দিয়ে অতিক্রম করার নির্দেশ দিলেন। কেননা তাই হলো সহজ এবং প্রশস্ত রাস্তা। লোকজন সেই রাস্তার দিকে মোড় নিলো এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নীজের উটনীতে সওয়ার হয়ে গিরিপথ অতিক্রম করার ইচ্ছায় রওয়ানা দিলেন। তিনি আম্মার বিন ইয়াসিরকে উটনীর নাকের রশি ধরে সামনে চলার নির্দেশ দিলেন এবং হোজায়ফা বিন ইয়ামানকে (রাঃ) উটনীর পিছু পিছু হেঁটে চলার কথা বললেন।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন গিরিপথের মধ্যে পৌঁছলেন তখন দেখলেন যে, তাঁর পেছনে পেছনে লোকজন চলে আসছে। এতে তিনি অসন্তুষ্ট হলেন এবং হোজায়ফাকে (রাঃ) তাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। মুনাফেকরাও হুজুরে পাকের (সাঃ) ক্রোধ সম্পর্কে অবগত হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং হোজায়ফা (রাঃ) পিছে ফিরে দাঁড়ালেন এবং ঐসব লোকের সওয়ারীর মুখের ওপর লাঠির আঘাত হানলেন এবং তাদেরকে পিছু হটিয়ে দিলেন। তাদের ধারণা হলো যে, তাদের ষড়যন্ত্রের ব্যাপারটি রাসূলুল্লাহর (সাঃ) নিকট প্রকাশ হয়ে পড়েছে। সুতরাং তারা গিরিপথ দিয়ে খুব দ্রুতগতিতে নীচে নামলো যাতে তাড়াতাড়ি সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে যেতে পারে এবং কেউ তাদেরকে চিনতে না পারে। হযরত হোজায়ফা (রাঃ) ষড়যন্ত্রকারীদেরকে তাগিয়ে দেওয়ার পর রাসূল (সাঃ) গিরিপথের বাইরে বেরুলেন। তিনি অবস্থান নিলেন এবং লোকজনও তাঁবু গাড়লেন। নবী (সাঃ) হযরত হোজায়ফাকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, " হে হোজায়ফা (রাঃ) যাদেরকে তুমি গিরিপথ থেকে পিছনে ফিরিয়ে দিয়েছ তাদের কাউকে চিনো?" তিনি আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল। আমি অমুক অমুক ব্যক্তির সওয়ারী চিনেছিলাম। কিন্তু তারা কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে রেখেছিল এবং রাতের অন্ধকারে আমি তাদেরকে ভালোভাবে দেখতে পারিনি।

www.pathagar.com

এই সফরের সময় দ্রুতগতিতে চলার কারনে কতিপয় ব্যক্তির সওয়ারী থেকে কিছু সামান পড়ে গিয়েছিল। হামরা বিন আমর আসলামী (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, সে সময় (হুজুরের (সাঃ) দোয়ার বরকতে) আমার পাঁচটি আঙ্গুল আলোকিত হয়ে গিয়েছিল। তার আলোয় আমরা আমাদের জিনিসপত্র একত্রিত করলাম। এমনকি লাঠি ও রশির মত জিনিসও আমাদের নজরে এলো এবং তা উঠিয়ে নিলাম। আমরা কোন জিনিসই সেখানে ফেলে আসিনি।

www.pathagar.com

খালিদ (রাঃ) এবং উকিদির

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) খালিদ বিন ওয়ালিদকে (রাঃ) ডাকলেন এবং বললেন, বনু কিন্দাহর বাদশাহ উকিদির বিন আব্দুল মালিকের নিকট গমন কর ও তাকে অনুগত বানাও। এ বাদশাহ ছিলো খৃষ্টান।

হযরত খালিদকে (রাঃ) রওয়ানা করার সময় তিনি বললেন, "তুমি তাকে বন গাই শিকার করা অবস্থায় পাবে।" হযরত খালিদ (রাঃ) মদীনা থেকে রওয়ানা হয়ে সঙ্গীদের সাথে বনু কিন্দাহ গিয়ে পৌঁছলেন। মানজারুল আইনে উকিদিরের দুর্গের নিকট চাঁদনী রাতের সময় তিনি দেখলেন যে, উকিদির দুর্গের ছাদে বসে আছে এবং তার স্ত্রীও তার পাশে বসে রয়েছে। সে সময় এক আশ্চর্য ধরনের দৃশ্য দেখা গেল। বাদশাহ'র মহলের সদর দরজার ওপর এক বন গাই এলো এবং দরজার সঙ্গে শিং মারতে লাগলো।

উকিদিরকে তার স্ত্রী বললো, "তুমি কি এ ধরনের দৃশ্য কখনো আগেও দেখেছ?" সে জবাব দিল, "খোদার কসম, না।" সে মহিলা বললো এই শিকার কে ছেড়ে দিতে পারে?" সে বললো, কেউ না। এ কথা বলেই সে ছাদ থেকে নীচে নেমে এলো এবং গোলামদেরকে তার ঘোড়ার ওপর জীন কষতে নির্দেশ দিল। অতপর সে নিজের শিশু সন্তান ও সঙ্গীদেরসহ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে শিকারের জন্য রওয়ানা হল। তার সঙ্গে তার ভাই হাসসানও ছিল।

যেই তারা দুর্গ থেকে বের হয়ে খোলা স্থানে এলো। সেই হুজুরে আকরামের (সাঃ) সওয়ারীদের সামনা সামনি হয়ে গেল। উকিদিরের ভাই নিহত হলো এবং সে সাহাবীদের হাতে গ্রেফতার হলো। তার গায়ে একটি মূল্যবান কোবা ছিল। যাতে রেশম ও স্বর্ণের কারুকার্য করা ছিল। হযরত খালিদ (রাঃ) তার থেকে কোবাটা নিয়ে নিলেন এবং মদীনা পৌঁছার পূর্বে তা হুজুরে পাকের (সাঃ) খিদমতে প্রেরণ করলেন।

ইবনে ইসহাক আরো লিখেছেন যে, হযরত আনাসের (রাঃ) রাওয়ায়েতে আছেম বিন ওমর বিন কাতাদাহ (রাঃ) তার থেকে এমনভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, উকিদিরের কোবা যখন হুজুরে পাকের (সাঃ) নিকট পৌঁছলো তখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। মুসলমানরা তার সৌন্দর্য এবং নরম দেখে হয়রান হয়ে গেল। তারা তা হাত দিয়ে ধরতো ও তার সুক্ষ্মদর্শিতায় বিস্ময় প্রকাশ করতো। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এ অবস্থা দেখে ইরশাদ করলেন, "তোমরা কি এতে বিস্ময় প্রকাশ করছো? সে সত্ত্বার শপথ যার হাতে আমার জীবন রয়েছে, জান্নাতে সায়াদ বিন মায়াজের (রাঃ) নিকট এ থেকেও অনেক সুন্দর ও উত্তম রুমাল রয়েছে।

www.pathagar.com

অতপর খালিদ (রাঃ) উকিদিরকে নিয়ে নবীয়ে পাকের (সাঃ) নিকট হাজির হলেন। তিনি তাকে জীবনে বাঁচিয়ে দিলেন এবং জিযিয়া আদায়ের মাধ্যমে তার সঙ্গে সন্ধি করে নিলেন। তিনি উকিদিরকে মুক্ত করে দিলেন। ফলে সে নিজের কবিলায় ফিরেগেলো।

বনু তাই গোত্রের এক ব্যক্তি হযরত বুজায়ের বিন বাজরা হুজুরে পাকের (সাঃ) খিদমতে একটি কাসিদা পেশ করলেন। সে কাসিদায় তিনি বলেছিলেনঃ

تبارك سالق البقرات انى
رأيت الله يهدى كلَّ هاد
فمن يك حائداً عن ذى تبوكٍ
فانَّا قد أُمِرنَا بَالجِهَار

"সেই সত্ত্বা খুবই বরকতওয়ালা যিনি বনগাইকে হাঁকিয়ে নির্দিষ্টস্থানে নিয়ে এসেছিলেন। আমি দেখলাম যে, প্রত্যেক হেদায়াত দানকারীর পথ প্রদর্শন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাই করেন। যদি কেউ তাবুক যুদ্ধের নির্দেশদানকারী থেকে (মুহাম্মদ আরাবী) পৃথক হতে চায় তাহলে সে যেন জেনে নেয় যে, আমরা পৃথক হবো না। আমাদেরকে জিহাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং আমাদের মাথা অবনতহয়েছে।"

রাসূলে পাক (সাঃ) তার এই কবিতা শুনে বললেন, "আল্লাহ যেন তোমার দাঁত কখনো ধ্বংস না করেন।" রাবী বলেন, বুজায়ের ৯০ বছর জীবিত ছিলেন। তার কোন দাঁত নষ্ট হয়নি।

www.pathagar.com

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন, রাসূলে পাক (সাঃ) রমযান মাসে তাবুক থেকে মদীনা পৌছেন। সেই মাসেই বনু ছাকিফের প্রতিনিধিদল তাঁর নিকট এলো। তারা তাবুকে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করে চলে গেলো। কিন্তু তাদের মধ্য থেকে এক সৌভাগ্যবান মানুষ উরওয়াহ বিন মাসউদ তাঁর মদীনা রওয়ানার পর তাঁর পদাংক অনুসরণ করে তাঁর সন্ধানে বের হলো। মদীনায় পৌছার পূর্বেই সে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করলো। হুজুরের (সাঃ) সাক্ষাতের পর এই ছাকাফী সরদার মুসলমান হয়ে গেলেন এবং বনু ছাকিফে ফিরে গিয়ে তাবলিগের কাজ শুরু করার জন্য রাসূলের (সাঃ) নিকট অনুমতি চাইলেন। রাসূলে পাক (সাঃ) বললেন; অভিপ্রায় তো ভালো কিন্তু তোমার গোত্রের মানুষ তোমাকে মেরে ফেলবে। হুজুর (সাঃ) বনু ছাকিফের কাঠিন্য ও জাহেলী গর্বের কথা অবগত ছিলেন। উরওয়াহ বিন মাসউদ (রাঃ) আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল। আমিতো নিজের কওমে খুবই জনপ্রিয়। তারা আমাকে নিজের সন্তানের চেয়েও বেশীভালোবাসে।

ইবনে ইসহাক আরো বর্ণনা করেন, উরওয়াকে নিজের কওমে অত্যন্ত মান সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হতো। তার নির্দেশ শুনা এবং মানা হতো। তিনি নিজের কওমের নিকট এলেন। আশা ছিল যে, কওমের মধ্যে তাঁর যেমন সম্মান রয়েছে তেমনি ভীতিও আছে। এ জন্য কেউ তার নির্দেশের বিরোধিতা করবে না। সকলকেই তিনি ইসলামের সাধারণ দাওয়াত দিলেন।

তার কওম এই দাওয়াতের বিরোধিতা করে বসলো। তিনি অব্যাহতভাবে এই দাওয়াত দিতে থাকলেন। একটি উঁচু পাহাড়ে চড়ে তিনি নিজের ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করলেন এবং সাধারণ মানুষকে শিরক ও কুফর পরিত্যাগ করে ইসলামে প্রবেশ করার দাওয়াত দিলেন। বনু ছাকিফ চারদিক থেকে তার ওপর তীর বর্ষণ করতে লাগলো। তিনি আহত হলেন।

আহত হওয়ার পর তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, "আপনি আপনার রক্তের ব্যাপারে কি বলেন?" তাঁর খান্দান হত্যাকারী ও তার গোত্রের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের ঘোষণা প্রদান করেছিল। তিনি বললেন, "আমার বদলায় কাউকে হত্যা করবে না। এতো একটা সম্মান। আল্লাহ পাক তা আমাকে প্রদান করেছেন এবং তিনি আমাকে শাহাদাতের মহান মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন। আমার একমাত্র ইচ্ছা হলো যে, আমাকে সেই শহীদদের পাশে দাফন করতে হবে যারা হুজুরে আকরামের (সাঃ) সঙ্গে বনি ছাকিফের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন এবং সেখানেই শহীদ হয়েছিলেন।" এক রাওয়ায়েতে এও আছে যে, শাহাদাতের পূর্বে তিনি বলেছিলেন, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর সত্য রাসূল। তিনি আমাকে এই শাহাদাতের খবর দিয়েছিলেন।"

www.pathagar.com

আমের ও ইরবিদ

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, রাসূলের (সাঃ) নিকট যখন বনু আমেরের প্রতিনিধি এলো তখন সেই প্রতিনিধি দলে আমের বিন তোফায়েল এবং ইরবিদ বিন কায়েসও ছিলো। ইরবিদ ছিল কবি লবিদ (রাঃ) বিন রবিয়ার ভাই। এই প্রতিনিধি দলে তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলো জাব্বার বিন সালমা। আর এই তিন ব্যক্তিই ছিল নিজের কবিলার সরদার এবং বড় দরজার শয়তান।

খোদার দুশমন আমের বিন তোফায়েল হুজুরের (সাঃ) নিকট এলো এবং সে প্রথম থেকেই বিশ্বাসঘাতকতার অভিপ্রায় নিয়েছিল। তার কওমের লোকেরা তাকে বলেছিল যে, আরবের সকল কবিলাই যেহেতু ইসলাম গ্রহণ করেছে সেহেতু তুমিও ইসলামে দাখিল হয়ে যাও। সে জবাব দিল, খোদার কসম! আমি ওয়াদাবদ্ধ হয়েছি যে, সেই সময় পর্যন্ত শান্তিতে বসবো না যতক্ষণ পর্যন্ত সকল আরবকে অনুগত বানিয়ে না দিব। এখন কি আমি সেই কোরেশী যুবকের অনুগত হব? না, এটা কখনো হতে পারে না। অতপর সে ইরবিদকে বললো, "যখন আমরা সে ব্যক্তির (মুহাম্মদ সাঃ) নিকট পৌছবো তখন আমি তাকে কথা বলায় লাগিয়ে রাখবো। তুমি তাকে দেখতে থাকবে এবং সুযোগ বুঝেই তাকে শেষ করে দেবে।"

তারা মদীনা পৌছলে আমের বিন তোফায়েল রাসূলে পাককে (সাঃ) বললো, "হে মুহাম্মদ! আমি তোমার সঙ্গে পৃথকভাবে কথা বলতে চাই। আমার সঙ্গে একটু বাইরেচলুন।"

রাসূলে পাক (সাঃ) বললেন, "খোদার কসম! আমি তোমার সঙ্গে পৃথকভাবে কোন কথা বলতে চাই না। তুমি একক আল্লাহর ওপর ঈমান না আনলে তোমার সঙ্গে পৃথকভাবে কোন কথা বলবো না।"

আমের বার বার নিজের দাবী দোহরাতে লাগলো এবং অপেক্ষা করত লাগলো যে, এই কথা বার্তার মধ্যেই ইরবিদ পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ কর ফেলবে। কিন্তু ইরবিদ কিছু করিতে পারলো না। হুজুর (সাঃ) আমেরের দাবী প্রত্যাখ্যান করলেন তখন সে ঔদ্ধত্যের সঙ্গে বললো, "খেদার কসম! আমি এই এলাকায় সওয়ার ও পদাতিক বাহনী দিয়ে ভরে দিব। তা তোমাকে খতম করে ফেলবে।" এই ধমক দিয়ে সে চলে গেল। তার গমনের পর রাসূলে পাক (সাঃ) দোয়া করলেন, "হে আল্লাহ! আমের বিন তোফায়েলের মোকাবিলায় তুমি আমার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাও।"

প্রিয় নবীর (সঃ) নিকট থেকে বিদায় হওয়ার পর আমের ইরবিদকে বললো,"হে ইরবিদ! তোমার সর্বনাশ হোক। আমি তোমাকে যে নির্দেশ দিয়েছিলাম তার কি

www.pathagar.com

হলো? খোদার কসম! এই বিশ্ব চরাচরে আমি নিজের জীবনের ব্যাপারে তোমার থেকে কাউকে বেশী ভয় করতাম না। খোদার কসম, আজ তোমার ভীরুতা দেখে ফেলেছি। এখন আর আমি তোমার ভয়ে ভীত হবো না।"

ইরবিদ জবাব দিল, "তোর বাপের মৃত্যু হোক। এ ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করবি না। খোদার কসম! আমি তোর নির্দেশ পালনের ইরাদা করেছিলাম। কিন্তু আমার ও তার মধ্যে তুমি বাধা ছিলে। সে আমার নজরেই আসছিল না। আমি শুধু তোমাকেই দেখছিলাম। তুমি ছাড়া আর কাউকেই আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না। তোমার ওপর তরবারী চালিয়ে দিলে ভালো হতো কি?"

উভয়ে তর্ক-বিতর্ক করতে করতে ফিরে যাচ্ছিল। তারা রাস্তাতেই ছিল এমন সময় আল্লাহ পাক আমের বিন তোফায়েলকে প্লেগ রোগে আক্রান্ত করে দিলেন। সে বনু সলুলের এক মহিলার গৃহে শাস্তি পেয়ে মৃত্যু বরণ করলো।"

ইবনে ইসহাক আরো বর্ণনা করেছেন, তার সঙ্গী তাকে দাফন করে রওয়ানা হলো এবং ঠান্ডার মধ্যে স্বজাতির মধ্যে পৌছলো। কওমের লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, "ইরবিদ কি খবর এনেছ? সে বললো, "খোদার কসম! কোন ভাল খবর নেই। সে আমাদেরকে কোন অদৃশ্য বস্তুকে ইবাদাতের দাওয়াত দিয়েছিল। আমার ইচ্ছা ছিল যদি সে আমার সামনে আসে তাহলে আমি তাকে তীরের লক্ষ্যস্থল বানিয়ে হত্যা করে ফেলবো।"

এই কথা বলার এক অথবা দুই দিন পর ইরবিদ নিজের উটের ওপর সওয়ার হয়ে তা বেচে ফেলার লক্ষ্যে বাড়ী চললো। আল্লাহ তায়ালা আসমান থেকে বজ্র পাত করলেন। এই বজ্র ইরবিদ এবং তার উটকে খতম করে দিল।

www.pathagar.com

বাবিলের মহল্লা

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, "আদি বিন হাতেম তাই সম্পর্কে আমি যেসব বর্ণনা পেয়েছি তা থেকে জানা যায় যে, সে রসূলকে (সাঃ) চরমভাবে ঘৃণা করতো। তার বর্ণনা হলো, "আমি খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলাম এবং আমি নিজেই কবিলার সরদার ছিলাম। আমার মর্যাদা ছিল বাদশাহ এবং শাসকদের মত। বনু তাই থেকে এক চতুর্থাংশ গনিমতের মাল পেতাম। তা দিয়েই জীবিকা চলতো। আমি আমার ধর্মকে সত্য ধর্ম হিসেবে আখ্যায়িত করতাম এবং নিজের শাসনের ওপর খুব গর্ব ছিল। আমার আর কোন ধরনের চিন্তা-ভাবনা ছিল না।

সময় অতিবাহিত হতে লাগলো। এ অবস্থায় কেউ আমাকে মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ সম্পর্কে বললো,তার কথা শুনতেই তাঁর সম্পর্কে আমার চরম ঘৃণা অনুভব হলো। মদীনা থেকে যখন তার সেনা বাহিনী আশে পাশে যেতে লাগলো তখন আমি খুব চিন্তিত হয়ে পড়লাম। আমি আমার এক আরবী গোলামকে বললাম, "তোমার কল্যাণ হোক। আমার জন্য মোটা তাজা দ্রুতগামী একদল উট তৈরী রেখো। যখন মুহাম্মদের (সাঃ) বাহিনীর খবর পাবে তখনই অবিলম্বে আমাকে খবর দেবে।" আমার এই গোলাম আমার উটের রাখাল ছিল।

আমার নির্দেশ অনুযায়ী সে উট প্রস্তুত করেছিল। একদিন খুব প্রত্যুষে রুদ্ধশ্বাসে দৌড়াতে দৌড়াতে সে আমার কাছে এলো এবং বললো, "মুহাম্মদের (সাঃ) বাহিনীর আগমনে তুমি কিছু করতে চেয়েছিলে। যাহোক, সেই বাহিনীতো এসে গেছে। আমি দূর থেকে কিছু ঝান্ডা দেখলাম। আমি সে ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে জনৈক ব্যক্তি বললো এরা হলো মুহাম্মদের (সাঃ) বাহিনী। এখন যা করার তা কর।"

আদি আরো উল্লেখ করেন, "আমি গোলামকে খুব তাড়াতাড়ি আমার উট হাজির করার কথা বললাম। উট এলে আমি অত্যাবশ্যকীয় সামান নিলাম এবং পরিবার-পরিজনকে উটের ওপর বসালাম এবং সিরিয়ার দিকে রওয়ানা দিলাম। আমি ধারণা করেছিলাম যে, সিরিয়ায় আমার স্বধর্মীদের শাসন রয়েছে। তাদের সঙ্গে মিলিত হবো। এ ব্যস্ততায় আমার বোন সাফানাহ বিনতে হাতেমকে ফেলে রেখে এসেছিলাম। রওয়ানার সময় সে কোথাও কোন জরুরী কাজে গিয়েছিল। আমি দুশ্চিন্তাগ্রস্থ অবস্থায় বোনকে রেখে সিরিয়ায় চলে যাই।

রাসূলের (সাঃ) বাহিনী বনু তাইকে পরাজিত করে এবং তাদের সম্পদ ও গবাদি পশু হস্তগত করে। অনেক মহিলা ও শিশুকে কয়েদী বানিয়ে নেয়। অধিকাংশ পুরুষই যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে যায়। কয়েদীদেরকে মদীনা নেয়া হলো। হুজুরে আকরাম (সাঃ) আমার সিরিয়ার দিকে পালিয়ে যাওয়ার খবর পেয়েছিলেন। বনু

www.pathagar.com

তাইয়ের কয়েদীদেরকে মসজিদের নিকট একটি কম্পাউণ্ডে রাখা হলো। আমার বোনও তাদের সঙ্গে কয়েদ ছিল। একদিন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সেখান দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। সে সময় আমার বোন দাঁড়িয়ে গেল। সে বললো,

"হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা মারা গেছেন। আমার ওপর ইহসান করুন এবং আল্লাহও আপনার ওপর ইহসান করবেন।"

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার অভিভাবক কে?" সে জবাব দিল, "আদি বিন হাতেম।"

রাসূলে পাক (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, "সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ ও তার রাসূল (সাঃ) থেকে দূরে পালিয়ে যায়?" এ কথা বলে তিনি চলে গেলেন। দ্বিতীয় দিন পুনরায় নবী পাক (সাঃ) কয়েদীদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। সেদিনও বিনতে হাতেম তাঁর নিকট একই আবেদন জানালো। তিনিও পূর্বেকার জবাবেরই পুনরুল্লেখ করলেন।

বিনতে হাতেম বলেন, "তৃতীয় দিনে যখন তিনি কয়েদীদের নিকট এলেন তখন আমি নিরাশ হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু হুজুরের (সাঃ) পেছনে পেছনে এক ব্যক্তি আসছিল। সে ইঙ্গিতে আমার ব্যাপার পেশ করার কথা জানালো। বস্তুতঃ আমি সাহস পেয়ে উঠে দাঁড়ালাম এবং আমার নিবেদনের কথা পুনরুল্লেখ করলাম।

আমার নিবেদন শুনে তিনি বললেন, "আমি তোমার ওপর ইহসান করেছি এবং তোমাকে আযাদি দিয়ে দিয়েছি। কিন্তু তাড়াহুড়ো করো না। এখানে অপেক্ষা করো। তোমার কওমের কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তি অথবা কাফেলা এদিক দিয়ে গেলে তাদের সঙ্গে চলে যাবে। যাওয়ার পূর্বে আমাকে খবর দেবে।"

যে ব্যক্তি আমাকে নেক পরামর্শ দিয়েছিলেন তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে লোকেরা আমাকে বললো যে, তিনি হলেন আলী ইবনে তালিব। রাসূলুল্লাহর (সাঃ) চাচাতোভাই।

আমি যাতায়াতকারী একটি কাফেলার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করতে লাগলাম। অবশেষে বিলি অথবা কাজায়াহ কবিলার কাফেলা এলো। তারা সিরিয়া যাচ্ছিল। তাদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ছিল। আমি আমার ভাইয়ের নিকট সিরিয়া গমন করতে চাইছিলাম। আমি রাসূলকে (সাঃ) খবর দিলাম। তিনি আমাকে কাপড় দিলেন। সওয়ারী দিলেন এবং রাহাখরচ দিয়ে খুব মান ইজ্জতের সঙ্গে বিদায় করলেন। আমি সেই কাফেলার সঙ্গে চলে গেলাম।

আদী বলেন, "খোদার কসম! আমি আমার পরিবার পরিজনসহ সিরিয়া অবস্থান করছিলাম। কিন্তু খুব পেরেশান ছিলাম। বোনের জন্য শুধু চিন্তা করতাম। তার যে কি

www.pathagar.com

হচ্ছে এ চিন্তাই আমাকে পেয়ে বসেছিল। একদিন আমি বাড়ীর সকলের সঙ্গে বসেছিলাম। এমন সময় সামনে একটি কাফেলা পরিদৃষ্ট হলো। একটি উটের ওপর কোন পর্দানশীন মহিলা সওয়ার ছিলেন। সে কাফেলা আমাদের দিকেই আসছিল। আমি মনে মনে বললাম হাতেমের কন্যা আসছে। পৌঁছলে দেখা গেল সেই।"

পৌঁছেই সে আমাকে গালাগাল শুরু করে দিল। "আত্মীয়তার সম্পর্ক বিচ্ছিন্নকারী জালেম। তুমি নিজের বালবাচ্চাদেরকে নিজের সঙ্গে সওয়ার করিয়ে পালিয়ে এসেছ এবং নিজের পিতার কন্যা এবং তার ইজ্জতকে ফেলে রেখে এসেছ।"

আমি স্বয়ং লজ্জিত ছিলাম। আমি বললাম, "আমার প্রিয় বোন, তুমি ঠিকই বলেছ। আমি কোন ওজর পেশ করছি না। আমাকে মাফ করে দাও এবং কোন বদ দোয়াকরোনা।"

অতপর সে সওয়ারী থেকে নামলো এবং আমার নিকটই থাকা শুরু করলো। সে খুব বুদ্ধিমতি মহিলা ছিল। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "তুমি সেই ব্যক্তিকে (মোহাম্মদ সাঃ) কেমন পেয়েছ? এবং তাঁর সম্পর্কে তোমার মত কি?

জবাবে সে বললো, "আমার মত হলো তুমি অবিলম্বে তার খিদমতে হাজির হও। যদি সে আল্লাহর নবী (সাঃ) হয়ে থাকে তাহলে তার নিকট দ্রুত গমন করা ফজিলতের ব্যাপার। আর যদি সে বাদশাহ হয়ে থাকে তাহলে সে লোকদেরকে সম্মান করতে জানে। সেখানে মর্যাদাবানদেরকে বেইজ্জত করা হয় না এবং তোমার মান মর্যাদা তো স্পষ্ট ব্যাপার।"

আমি তার মতকে সঠিক মনে করলাম এবং স্বেচ্ছায় মদীনার দিকে রওয়ানা দিলাম। মদীনায় পৌঁছে দেখলাম যে হুজুরে পাক (সাঃ) নিজের মসজিদে তাশরীফ নিয়েছেন। আমি সালাম করলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে? আমি আরজ করলাম, "আদি বিন হাতেম তাই।" তিনি আমাকে উষ্ণভাবে অভ্যর্থনা জানালেন এবং আমাকে স্বগৃহে নিয়ে গেলেন। গৃহে যাওয়ার সময় এক দুর্বল বৃদ্ধা তাঁর পথ রোধ করে দাঁড়ালো। তিনি দীর্ঘক্ষণ তাঁর কথা শুনলেন এবং সে নিজের সমস্যা ও প্রয়োজনের কথা বলতে লাগলো।

আমি মনে মনে বললাম, "খোদার কসম, এই ব্যক্তি বাদশাহ হতে পারেন না।' বৃদ্ধার সঙ্গে কথা শেষ করে তিনি আমাকে বাড়ী নিয়ে গেলেন। ছোট একটি ঘরে তিনি আমার দিকে একটি বসার গদি এগিয়ে দিলেন। গদিটি ছিল খেজুর পাতায় ভর্তি একটি চামড়ার গদি। আমাকে বললেন, "এর ওপর বসো।" আমি আরজ করলাম, "না, আপনি তার ওপর তাশরীফ রাখুন।" কিন্তু তিনি হুকুম

www.pathagar.com

দিলেন, "না, তুমি এর ওপর বসো।" আমি গদির ওপর বসলাম। অথচ রাসূলে মকবুল (সাঃ) মাটির ওপর তাশরীফ রাখলেন। এ সময় আমি অন্তরে অন্তরে বললাম, "খোদার কসম! এ ধরনের ব্যবহার তো কোন বাদশাহ করতে পারে না।।"

তারপর তিনি আমাকে বললেন, "হে আদি বিন হাতেম। তুমি কি রাকুসী গোত্রের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নও?" (রাকুসী একটি ধর্মীয় দল। তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও রসম ইহুদী ও খৃষ্টানদের মধ্যবর্তী স্থানে ছিল) আমি আরজ করলাম, "জ্বী হা, আমি রাকুসী।" তাঁর দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল, "তুমি কি নিজের কওমের নিকট থেকে গনিমতের মালের চতুর্থাংশ আদায় করতে না?" আমি জবাব দিলাম, "জ্বী হাঁ।" তিনি বললেন, "এই আদায় তোমাদের দীন অনুযায়ী হালালও ছিল না।" আমি স্বীকার করলাম যে, হুজুরের (সাঃ) ফরমান সঠিক।

এতক্ষণে আমি ভালোভাবেই জেনে ফেললাম যে তিনি আল্লাহর বরহক রাসুল (সাঃ)। যেসকল কথা আরবরা অবশ্যই জানতো না তা তিনি খুব ভালোভাবে অবহিত ছিলেন। অতপর তিনি আমাকে একটি প্রশ্ন করলেন। বললেন, " হে আদি! সম্ভবতঃ তুমি একটি কারণে দীন ইসলাম গ্রহন করছো না। কারণটি হলো মুসলমানদের অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই দুর্বল। খোদার কসম! ধন সম্পদ এত বৃদ্ধি পাবে যে সকলে হবেন দাতা। কোন গ্রহীতা পাওয়া যাবে না। সম্ভবতঃ তুমি এ ব্যাপারেও পেরেশান রয়েছো যে, এরা তো সংখ্যায় খুবই কম এবং সমগ্র দুনিয়া তাদের দুশমন। খোদার কসম! এই দীনের বিজয় এমন হবে যা তুমি শুনবে এবং দেখবে যে একজন মহিলা অলংকার সজ্জিত অবস্থায় একাকী নিজের উটের ওপর কাদেসিয়া থেকে সওয়ার হবেন এবং বাইতুল্লাহর হজ্বের জন্য মক্কা সফর করবেন। তিনি কোন ধরনের ভয়ে ভীত হবেন না। হে আদি! সম্ভবতঃ তুমি ভেবে থাকবে যে দুনিয়ায় অনেক বাদশাহ এবং সুলতান রয়েছেন। অথচ মুসলমানদের মধ্যে কোন তাজদার বা রাজা বাদশাহ নেই। খোদার কসম! তুমি শুনবে যে বাবিলের সাদা মহল সমূহ তাদের হাতে বিজয় লাভ করবে।"

আদি বলেন, "একথা শুনে আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম।"

তিনি বলতেন, "আমি দুটি জিনিসতো স্বচক্ষে দেখেছি। বাবিলের মহলসমূহও বিজিত হয়েছে এবং কাদেসিয়া থেকে একাকী সফরকারী মহিলাকেও আমি দেখেছি। আমি খোদার কসম খেয়ে বলছি যে, তৃতীয় ব্যাপারটিও অবশ্যই সংঘটিত হবে এবং দান সাদকা গ্রহণের মত কেউ থাকবেনা।"

www.pathagar.com

নাবেগার দাঁত

আবু ওমর বর্ণনা করেছেন "নাবেগা জা'দী হজুরে আকরামের (সাঃ) খিদমতে হাজির হয়ে একটি কাসিদাহ পড়লেন। নবী করীম (সাঃ) এজন্য তাকে দোয়া করলেন। সে কাসিদাহর প্রথার চরণ হলো ঃ

اتيت رسول الله اذ جاء بالهدٰى
ويتلوا كتابًا كالمجرّة نيّرا

"আল্লাহর রাসূল (সাঃ) হেদায়াতসহ যখন দুনিয়ায় তাশরীফ আনলেন তখন আমি তাঁর খিদমতে হাজির হলাম। তিনি মানবতার হেদায়াত বা পথ প্রদর্শনের কাজ করতেন এবং কিতাব তিলাওয়াত করতেন। যার আয়াত ছায়াপথের নক্ষত্রপুঞ্জের মত চমকদার এবং আলকোজ্জল।"

হাসান বিন আব্দুল্লাহ বর্ণনা করেছেন যে, তিনি কোন ব্যক্তির নিকট থেকে শুনেছেন যে নাবেগার রাসূলেরর (সাঃ) দরবারে হাজির হওয়ার ঘটনা নাবেগা স্বয়ং বর্ণনা করতেন। নাবেগা বলেছেন, "আমি হজুরে পাকের (সাঃ) যিয়ারত লাভ করলাম। এ সময় আমি এই কবিতা পাঠ করলাম ঃ

"আমরা সেই কওমের সুপুত্র যারা যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী। আমাদের অশ্বারোহী সেই সময় পর্যন্ত যুদ্ধ থেকে ফিরে আসে না যতক্ষণ যুদ্ধের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত না হয়। তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শণ কাকে বলে তা জানেই না।"

"হতবুদ্ধি হওয়ার সময় (প্রচন্ড যুদ্ধের সময়) আমরা শত্রুকে ব্যাপক আকারে নিধন করি এবং রক্তের নদী বইয়ে দিয়ে থাকি। এই সময় আমাদের ঘোড়ার রং চেনা খুব মুশকিল হয়ে দাঁড়ায়। কালো বর্ণের ঘোড়া লাল হয়ে যায়।"

"যুদ্ধের ময়দান থেকে সাফ-সুতরা এবং সহিহ সালামত অবস্থায় আমাদের ঘোড়া ফিরে আসার কোন রীতিই নাই। বরং প্রয়োজনের সময় আমরা তাদের কুঁচও কেটে ফেলে থাকি এবং যুদ্ধ ক্ষেত্রে অটল থেকে দুশমনদেরকে সাফ করে ফেলি।"

"আমরা নিজদের সুস্পষ্ট কার্যাবলীর কারণে আসমান সদৃশ খ্যাতির শীর্ষে আরোহণ করেছি এবং আমাদের নসব এত উঁচু এবং কলংকহীন যে অত্যন্ত সম্মান ও ইজ্জতের সঙ্গে আমাদের দাদাদেরকে স্মরণ করা হয়। এসব কিছু সত্ত্বেও আমরা তার থেকেও বুলন্দ মর্যাদার আকাঙ্খা করি।"

www.pathagar.com

একথা শুনে নবী করীম (সাঃ) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "হে আবু লায়লা! তা থেকে উঁচু কি মর্যাদার আকাংখা করে থাকো?" আমি আরজ করলাম, "জান্নাত।" তিনি বললেন, "অবশ্যই, ইনশাল্লাহ।"

নাবেগা বললেন, অতপর আমি হুজুরকে (সাঃ) এই কবিতা শুনালামঃ

"যে ভদ্রতা বা নম্রতার সঙ্গে বীরত্বের সংশ্লিষ্টতা নেই, তা আবার কোন কাজের। তাকে তো ভীরু বলাই যথার্থ। ভদ্রতা ও নম্রতার সঙ্গে বাহাদুরী থাকতে হবে। যাতে হাওজের পরিস্কার পানি ঘোলাকারীদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দেয়া যায়।"

"আবার এমন বাহাদুরী বা বীরত্ব যার সঙ্গে ভদ্রতা ও নম্রতার সংমিশ্রণ থাকে না তাতো জাহেলী বা অজ্ঞতার নামান্তর। বীরত্বের সীলমোহর অংকিত করার পর ক্ষমা ও নম্রতা দিয়ে অন্তরকে জয় করতে হবে।"

হুজুরে পাক (সাঃ) এই কবিতা শুনে বললেন, "আল্লাহ তোমার দাঁতকে সব সময়ের জন্য মাহফুজ ও মজবুত রাখুন।"

হাসান বলেন, নাবেগা জা'দীর দাঁত সকলের চেয়ে বেশী খুবসুরত ছিল। তিনি মুখ খুললেই বিদ্যুতের মত চমকে সাদা দাঁত দৃষ্টি গোচর হতো। তাঁর কোন দাঁত পড়েনি এবং দুর্বলও হয়নি। এটা ছিল রাসুলে করিমের (সাঃ) দোয়ার তাছির। নাবেগা একশ বারো বছর জীবিত ছিলেন এবং তার দাঁত আমৃত্যু সম্পূর্ণ ঠিক ছিল।

www.pathagar.com

ছা'লাবার জন্য আফসোস

ইবনে আবি হাতিম হাদীস বর্ননা করেছেন। হাদিসটির রাবি হলেন মায়ান বিন রিফায়াহ। তিনি আলী বিন ইয়াযিদ থেকে তিনি আবু আব্দুর রহমান কাসিম বিন আব্দুর রহমান থেকে তিনি আব্দুর রহমান বিন ইয়াদিন বিন মাবিয়া থেকে এবং তিনি আবু উমামাল বাহেলী থেকে বর্ননা করেছেন। ছা'লাবা বিন হাতিব আনসারী রাসূলের (সাঃ) নিকট আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! দোয়া করুন যাতে আল্লাহ তায়ালা আমাকে ধন–সম্পদে পূর্ণ করে দেন"।

রাসূলে পাক (সাঃ) ইরশাদ করলেন "ছা'লাবা তোমার জন্য আফসোস! (তুমি আল্লাহর নবীর নিকট এমন দাবী পেশ করেছ যা খুবই নগন্য ব্যাপার) যে অল্প সম্পদের তুমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে পারো তা সেই বেশী সম্পদ থেকে উত্তম যার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের শক্তি তুমি রাখো না।"

সে সময় ছা'লাবা চলে গেল। কিন্তু কিছু দিন পর পুনরায় আরজ করলো, "হে আল্লাহর রাসূল! আমার জন্য ধন সম্পদের দোয়া করুন।" তিনি তাকে বুঝালেন এবং বললেন, "আল্লাহর নবী যেভাবে জীবন অতিবাহিত করেন সে ব্যাপারে কি তুমি সন্তুষ্ট নও। সেই সত্তার শপথ যার কবজাতে আমার জীবন রয়েছে। আমি চাইলে এই সব পাহাড় সোনা ও রূপার হয়ে যেত এবং আমার সঙ্গে সঙ্গে চলতো।

ছা'লাবা বললো, " সেই সত্তার কসম যিনি আপনাকে হক রাসূল বানিয়ে প্রেরণ করেছন। আমার যদি প্রচুর ধন সম্পদ হয় তাহলে আমি হকদারের হক ভালোভাবে আদায়করবো।"

তার বার বার পীড়াপীড়ির কারণে হুজুরে আকরাম (সাঃ) দোয়া করলেন, "হে আল্লাহ!" ছা'লাবাকে ধনসম্পদ দান কর। ছা'লাবার কিছু বকরী ছিল। বর্ষা মওসুমে কীট পতঙ্গের যেমন বৃদ্ধি ঘটে তেমনি তা বাড়তে লাগলো। মদীনা তারজন্য সংকীর্ণ হয়ে গেল। সে মদীনার বাইরে এক উপত্যকায় চলে গেল। এ সময় সে জোহর ও আসরের নামাজ মসজিদে নববীতে এসে আদায় করতো। কিন্তু অন্য নামাজ জামায়াত ছাড়া বকরীদের পাশে একাকী আদায় করতে লাগলো।

অব্যাহতভাবে বকরীর সংখ্যা বেড়ে চললো। তখন সেই উপত্যাকাও সংকীর্ণ হয়ে পড়লো। ছা'লাবা তার আগে অন্য এক ময়দানে চলে গেল। অতপর সকল নামাজ জামায়াত ছাড়াই পড়তে লাগলো। শুধুমাত্র জুময়ার দিন জুময়ার নামাজ আদায় করার জন্য মসজিদে আসতো। বকরীর সংখ্যা আরো বেড়ে গেল। এ সময় সেই ময়দানেরও আগে খোলা এলাকাতে চলে গেল।

www.pathagar.com

তারপর জুময়ার নামাজ পড়াও শেষ হলো। কাফেলার নিকট মদীনার হালহকিকত জিজ্ঞাসা করেই শেষ করতো। এই সব কাফেলা জুময়ার নামাজ আদায় করে স্ব স্ব গ্রামে ফিরে যেতো।

এক দিন রাসূলে পাক (সাঃ) লোকদের নিকট ছা'লাবার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তাঁকে বলা হলো যে তার বকরীর সংখ্যা খুবই বেড়ে গেছে এবং সে মদীনা থেকে দূরে চলে গেছে। তিনি বললেন, " হে ছা'লাবা তোমার জন্য আফসোস, "হে ছা'লাবা তোমার জন্য আফসোস, হে ছা'লাবা তোমার জন্য আফসোস।"

যখন যাকাত ফরজ হওয়া সম্পর্কিত ..... خذ من اموالهم صدقة

সূরায়ে তওবায় ১০ নম্বর আয়াত নাযিল হলো তখন হুজুরে পাক (সাঃ) যাকাত আদায়কারীদেরকে বিভিন্ন এলাকায় প্রেরণ করলেন এবং যাকাত আদায় সম্পর্কিত যাবতীয় নির্দেশাবলী লিখিয়ে তাদেরকে দিয়ে দিলেন। সেই এলাকায় তিনি দু'জন সাহাবীকে (রাঃ) প্রেরণ করলেন। সাহাবীদ্বয় বনু জাহিনা এবং বনু সলিমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি বললেন, "ছা'লাবা এবং বনু সলিমের অমুক ব্যক্তির নিকট থেকে যাকাত আদায় করে নিয়ে এসো।"

এই সাহাবীদ্বয় মদীনা থেকে বের হলেন এবং ছালাবার নিকট পৌছলেন। তাকে হুজুরের (সাঃ) নির্দেশ শুনালেন এবং চিঠি দেখালেন। নির্দেশ শুনে সে বললো, "এতো জিযিয়া। এতো জিযিয়ার মত ট্যাক্স। খোদার কসম। ব্যাপারটি কি তা আমার বুঝে আসছেনা। আপনারা এখন যান এবং অন্যান্যের নিকট থেকে আদায় করে আমার নিকট আবার আসবেন।"

সাহাবীদ্বয় যখন বনু সালিমের মুসলমানদের নিকট পৌছলেন তখন তারা তাদেরকে উষ্ণ সম্বর্ধনা জানালো এবং চিঠি প্রাপ্তিতে আনন্দ প্রকাশ করলো। অতপর নিজেদের উটের মধ্য থেকে উত্তম উট বেছে বেছে তাদের সামনে পেশ করলো। সাহাবীদ্বয় (রাঃ) তা দেখলেন এবং বললেন, "আমরা বেছে বেছে উত্তম সম্পদ নেবো। এটা ঠিক নয়। মধ্যম ধরনের মাল নেওয়ার জন্য আমাদের প্রতি নির্দেশ রয়েছে। তারা বললো, "খোদার কসম। আপনারা এসব গ্রহণ করুন। কেননা আমরা সন্তুষ্ট চিত্তে তা দিচ্ছি এবং আমাদের আকাংখা হলো যে আল্লাহর পথে উত্তম সম্পদ পেশ করবো।" তাদের নিকট থেকে যাকাতের মাল নিয়ে সাহাবীদ্বয় অন্যান্য জমিদারের নিকটও গেলেন এবং তাদের নিকট থেকেও যাকাত আদায় করলেন।

www.pathagar.com

অতপর ফেরার পথে তাঁরা পুনরায় ছা'লাবার নিকট এলেন। সে বললো, 'চিঠিটা আমাকে দেখাওতো।' চিঠি নিয়ে পড়লো এবং পুনরায় সেই কথাই বললো যে, এটা জিযিয়া। তারপর বলতে লাগলো, "তোমরা যাও। আমি এ ব্যাপারে চিন্তা করবো।"

এই দুই সাহাবী [রাঃ] মদীনা পৌঁছলেন। তাদের নিকট থেকে কাহিনী শোনার পূর্বেই হুজুরে আকরাম (মাঃ) বনি সলিমের সাহাবীর [রাঃ] পক্ষে কল্যাণের দোয়া করলেন এবং বললেন, "হে ছা'লাবা তোমার জন্য আফসোস। অতপর সাহাবীদ্বয় রাসূলে পাক [সাঃ] ও তাঁর সঙ্গীদেরকে সমগ্র কাহিনী শুনালেন। এ সময় সূরায়ে তওবার এই আয়াত কয়টি নাযিল হয়ঃ " তাদের মধ্যে কিছু লোক এমনও রয়েছে, যারা খোদার নিকট ওয়াদা করেছিল যে, তিনি যদি তাঁর অনুগ্রহদানে আমাদেরকে ধন্য করেন তবে আমরা দান-খয়রাত করবো ও নেক লোক হয়ে থাকবো।" কিন্তু আল্লাহ যখন নিজের অনুগ্রহে তাদেরকে ধনশালী বানিয়ে দিলেন, তখন তারা কাপর্ণ্য করতে শুরু করলো এবং নিজেদের ওয়াদা পালন হতে এমনভাবে বিমুখ হলো যে তাদের এজন্য একটু ভয়ও হলো না। ফল এই হলো যে তাদের এই ওয়াদা ভংগের কারণে যা তারা আল্লাহর সঙ্গে করেছিল-এবং এই মিথ্যার কারণে, যা তারা বলতে অভ্যস্ত ছিল আল্লাহ তাদের অন্তরে মুনাফিকী বদ্ধমূল করে দিলেন। এ তাঁর দরবারে উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত কখনো তাদের ছেড়ে যাবে না।" (আত তওবা (৭৫-৭৭)

ছা'লাবার আত্মীয়রা এই আয়াতসমূহ শুনে তার নিকট গেল এবং তাকে গালাগালিও করল এবং তাকে এও বললো যে তার ব্যাপারে কঠিন ভীতিপূর্ণ আয়াতসমূহ নাযিল হয়েছে। তারপর ছা'লাবা বকরী নিয়ে মদীনা এলো এবং হুজুরকে (সাঃ) সাদকা ও যাকাত গ্রহণের কথা বললো। কিন্তু তিনি বললেন, "আল্লাহ আমাকে তোমার সাদকা গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।" তখন ছা'লাবা মাথার চুল ছিড়তে লাগলো এবং কান্নাকাটি করতে লাগলো। তিনি বললেন, "আমি তোমাকে বার বার বুঝিয়ে ছিলাম। কিন্তু তুমি বোঝোনি। এটা তোমার নিজের আমল। যা তোমার সামনে সমুপস্থিত।

ছা'লাবা কাঁদতে কাঁদতে ফিরে গেল। হুজুরের (সাঃ) ওফাতের পর সে খলিফাতুর রাসূল (সাঃ) আবু বকরের (রাঃ) নিকট মালসহ এলো এবং তার সাদকা গ্রহণের জন্য দরখাস্ত করলো। কিন্তু হযরত আবু বকর (রাঃ) বললেন, "রাসূলে পাক (সাঃ) তোমার মাল গ্রহন করেননি। তাহলে আমি কি তোমার মাল কবুল করবো?" তিনিও তা প্রত্যাখ্যান করলেন।

www.pathagar.com

হযরত ওমরের (রাঃ) খিলাফত কালেও ছা'লাবা মাল নিয়ে এলো। কিন্তু হযরত ওমরও (রাঃ) তাই বললেন, "রাসূলে পাক (সাঃ) এবং সিদ্দিকে আকবার (রাঃ) তোমার মাল কবুল করেননি। আমি কি তোমার মাল উসুল করতে পারি?" তিনিও তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালেন।

হযরত ওসমান (রাঃ) খলিফা হলেন। ছা'লাবা পুনরায় তার নিকট উপস্থিত হল এবং তার মাল গ্রহণের জন্য নিবেদন জানালো। কিন্তু হযরত ওসমান গণি (রাঃ) বললেন, "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এবং শায়খাইন তোমার মাল প্রত্যাখ্যান করেছেন। এই অবস্থায় ওসমান তোমার মাল কি করে গ্রহণ করতে পারে?"

হযরত ওসমান গনির (রাঃ) খিলাফত কালে সে জিল্লতীর সঙ্গে মারা যায়।

www.pathagar.com

আল-হাদিউল মাহদী

ইমাম বুখারী (রঃ) বলেন, "আমার থেকে ইয়াহিয়া, তাঁর থেকে ইসমাঈল এবং তাঁর থেকে কায়েস বর্ণনা করেছেন। কায়েস হযরত জারির বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে শুনেছেন। তিনি বলতেন যে তাঁকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, " হে জারির! তুমি কি জিল খালছা মূর্তিকে ধ্বংস করে আমাকে আরাম প্রদান করবে না?" বনু খাছয়াম এবং বনু বাজিলা একটি গৃহ বানিয়েছিল। এই গৃহে অন্য মূর্তির সঙ্গে এই মূর্তিও রাখা হয়েছিল। তার নাম ছিল কা'বাতুল ইয়ামানিয়া।"

জারির বর্ণনা করেন, "আমি দেড়শ' সওয়ার সহ এই অভিযানে রওয়ানা হলাম। আমার সাথীরা বনু আহমাসের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল। তারা সকলেই দক্ষ ঘোড়সওয়ার ছিলো। আমি ঘোড়ার পিঠে খুব শক্তভাবে বসতে পারছিলাম না। একথা আমি হজুরকে (সাঃ) বললাম। তিনি তাঁর হাত সজোরে আমার বুকের ওপর মারলেন। ফলে আমার বুকের ওপর তার আঙ্গুলের ছাপ আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। অতপর তিনি দোয়া করলেন, "হে আল্লাহ! তাকে ঘোড়ার পিঠে মজবুতভাবে বসার যোগ্য এবং হাদি ও মাহদি বানিয়ে দাও।"

হযরত জারির (রাঃ) বুত খানা বা মূর্তি গৃহ জ্বালিয়ে ছারখার করে দিলেন এবং মূর্তিগুলোকে ভেঙ্গে খান খান করে ফেললেন। অতপর একজন দূতকে হজুরে আকরামের (সাঃ) খিদমতে সুসংবাদ শোনানোর জন্য রওয়ানা করলেন। দূতটি হজুরের (সাঃ) দরবারে এসে আরজ করলো, " হে আল্লাহর রাসূল! সেই সত্তার শপথ যিনি আপনাকে হকসহ প্রেরণ করেছেন। আমি সেখান থেকে সেই সময় পর্যন্ত রওয়ানা দিইনি যতক্ষণ মূর্তি জুলে খালসাকে জ্বালিয়ে ছারখার করা হয়নি। এখন তার অবস্থা খোস পাঁচরা ওয়ালা উটের মত।

এসময় হজুরে আকরাম (সাঃ) খুব খুশী হলেন এবং সমগ্র আহমাস কবিলা এবং তাদের ঘোড়সওয়ারদের পক্ষে পাঁচবার বরকতের দোয়া করলেন।

www.pathagar.com

উম্মে সুলাইমের ঘিয়ের পাত্র

হাফেজ আবু ইয়ালা রাওয়ায়েত করেছেন, "আমার থেকে শায়বান, তাঁর থেকে মুহাম্মদ বিন যিয়াদুল বারজামি, তাঁর থেকে আবু তালাল এবং তাঁর থেকে হযরত আনাস বিন মালিক (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। আনাস (রাঃ) বলতেন, "আমার মা আমাকে বলেছিলেন যে তাঁর একটি দুধের বকরী ছিল। তার দুধের ছানা উঠিয়ে তিনি ঘি বানিয়ে একটি পাত্রে রাখতেন। এক সময় সেই পাত্র ঘিতে পূর্ণ হয়ে গেল। তাঁর একজন কাজের মেয়ে ছিল। তিনি তাঁকে সেই ঘিয়ের পাত্র হুজুরে আকরামকে (সাঃ) দিয়ে আসার নির্দেশ দিলেন। যাতে তিনি তা দিয়ে রুটি খেতে পারেন।

মেয়েটি ঘিয়ের পাত্র নিয়ে নবী করিমের (সাঃ) নিকট হাজির হয়ে আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! উম্মে সুলাইম এই ঘি প্রেরণ করেছেন।" সুতরাং নবী পাক (সাঃ) বাড়ীর লোকদেরকে ঘিয়ের পাত্র খালি করে তা মেয়েটিকে দিয়ে দিতে বললেন।"

তাঁরা পাত্র খালি করে দিয়ে দিলেন। মেয়েটি পাত্র নিয়ে এসে খুঁটির সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখলো। উম্মে সুলাইম কোন কাজে বাইরে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করলেন "আমি কি তোমাকে ঘিয়ের পাত্র রাসূলকে (সাঃ) দিয়ে আসার নির্দেশ দিইনি?" জবাবে সে বললো, "হাঁ আমি ঘি দিয়ে এসেছি।" উম্মে সুলাইম বললেন, পাত্র থেকে তো ঘি ফোটায় ফোটায় পড়ছে।" মেয়েটি আরজ করলো, "আপনি রাসূলের (সাঃ) নিকট গিয়ে সত্যতা যাচাই করুন।"

উম্মে সুলাইম মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে নবীর (সাঃ) নিকট গেলেন এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, মেয়েটি ঘি দিয়ে গেছে। একথা শুনে উম্মে সুলাইম আরজ করলেন, "সেই সত্তার শপথ যিনি আপনাকে সত্য ও হক দীন দিয়ে প্রেরণ করেছেন। পাত্রটি তো পূর্ণ রয়েছে এবং তা থেকে ফোটায় ফোটায় ঘি পড়ে যাচ্ছে।"

রাসূলে পাক (সাঃ) ইরশাদ করলেন, "উম্মে সুলাইম! আল্লাহ তায়ালা নিজের নবীকে (সাঃ) যেমন রিযক দিয়েছেন তেমনি তোমাকেও নিজের রহমতের মাধ্যমে রিযক প্রদান করেছেন। তাতে কি তুমি বিস্মিত হয়েছো? খাও, পান কর এবং শুকর আদায়কর।"

উম্মে সুলাইম বলতেন, "আমরা সেই পাত্র থেকে অমুকের অমুকের বাড়ীতে পেয়ালা ভরে ঘি প্রেরণ করলাম এবং আমরা নিজেরা অবশিষ্ট ঘি দিয়ে দুই মাস রুটি খেলাম।"

www.pathagar.com

ওয়াবিসাহ (রাঃ) আসাদীর ঘটনা

ইমাম আহমদ (রঃ) বিন হাম্বল বর্ণনা করেছেন, "আমার থেকে আফফান, তাঁর থেকে হাম্মাদ বিন সালমা তাঁর থেকে যোবায়ের বিন আব্দুস সালাম এবং তাঁর থেকে আইয়ুব বিন আব্দুল্লাহ বিন মাকরায বর্ননা করেছেন । আইয়ুব বলতেন যে ওয়াবিসাহ আসদীর সঙ্গী এই ঘটনা ওয়াবিসার (রাঃ) মুখে শুনাতেন। ওয়াবিসা (রাঃ) বলতেন, "আমি রাসূলের (সাঃ) খিদমতে হাজির হলাম। আসার পূর্বেই আমি মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলাম যে, নবীর (সাঃ) নিকট নেকী ও বদি সম্পর্কে সকল প্রশ্ন করবো। যাতে কোন নেক কাজ আমার নিকট গোপন না থাকে এবং কোন খারাব কাজ সম্পর্কে আমি অনবহিত না থাকি। আমি যখন সেখানে পৌঁছলাম তখন রাসূলের (সাঃ) চারপাশে মুসলমানদের একটি দল বসেছিলেন। তারা রাসূলের (সাঃ) নিকট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছিলেন। আমি লোকদের মাথার ওপর দিয়ে আগে যেতে চাচ্ছিলাম। লোকেরা আমাকে বললো যে, এভাবে মাথার ওপর দিয়ে লাফ দিয়ে যাওয়া ঠিক নয়। আমি বললাম, "আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে রাস্তা দাও। আমি রাসূলে করিমের (সাঃ) নিকট যেতে চাই। তিনি আমার নিকট দুনিয়ার সকল মানুষের চেয়ে বেশী প্রিয়।"

নবী পাক (সাঃ) অত্যন্ত স্নেহ ও ভালোবাসার সঙ্গে বললেন, "ওয়াবিসাকে ছেড়ে দাও, ওয়াবিসা আমার নিকট এসো।" তিনি একথা দুই তিনবার বললেন। লোকজন আমার রাস্তা ছেড়ে দিলো এবং আমি নবীর (সাঃ) সম্পূর্ণ সামনে গিয়ে বসলাম। তিনি বললেন, "তুমি কি নিজে জিজ্ঞেস করবে অথবা আমি বলবো যে তুমি কোন উদ্দেশ্যেএসেছ?"

আমি আরজ করলাম, "হে আল্লাহর রাসূল! আপনিই বলে দিন।"

তিনি বললেন, "তুমি নেকী ও বদী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে এসেছ?"

আমি আরজ করলাম, "জ্বী, হ্যাঁ।"

তারপর নবী করিম (সাঃ) নিজের আঙ্গুলগুলো একত্রিত করে আমার বুকের ওপর চেপে ধরলেনএবং তিনবার এরশাদ করলেন, "হে ওয়াবিসা! নিজের দিল ও নফসের নিকট জিজ্ঞাসা করো। নেকী তাকে বলে যাতে তোমার অন্তর মুতমায়েন হয়। আর বদী হলো তা যা তোমার দিলে খটকা ও সন্দেহের মধ্যে নিক্ষেপ করে। এই মৌলনীতি সব সময় সামনে রাখবে। যদিও মানুষ এ ব্যাপারে ফতওয়া দিতে থাকবে।"

www.pathagar.com

তায়ামুল জানাযাহ

আবু দাউদ (ঃ) বর্ণনা করেছেন যে তাঁর থেকে মুহাম্মদ বিন আলা, তাঁর থেকে ইবনে ইদরিস তাঁর থেকে আছেম বিন কুলাইব, তাঁর থেকে তাঁর পিতা এবং তাঁর থেকে একজন আনসারী সাহাবী বর্ণনা করেছেন, "আমরা রাসূলের (সাঃ) সঙ্গে এক জানাযার নামাজের জন্য বের হলাম। আমি রাসূলকে (সাঃ) দেখলাম যে তিনি কবরের কিনারে দাঁড়িয়ে রয়েছেন এবং কবর খোদাইকারীদেরকে বলছিলেন, "পায়ের দিকে আরো খোঁড়ো এবং মাথার দিকেও আরো একটু প্রশস্ত কর।"

জানাযাহ এবং দাফনের পর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মদীনা ফিরে এলেন। এ সময় একজন মহিলার দূত তার পক্ষ থেকে হুজুরকে (সাঃ) খাওয়ার দাওয়াত দিলো। তিনি তার সঙ্গে তাশরীফ নিলেন। তাঁর সামনে খাবার পেশ করা হলো। তিনি খাবারের মধ্যে হাত রাখলেন এবং উপস্থিত অন্যান্য সকলেও হাতবাড়ালেন। লোকজন খেতে লাগলেন।এ সময় আমাদের বুজর্গরা দেখলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এক লোকমা মুখে দিয়ে তা মুখের মধ্যে ঘোরাচ্ছেন ফিরাচ্ছেন। তারপর বললেন, "আমি অনুভব করছি যে মালিকের অনুমতি ছাড়াই এই বকরীর গোশত রান্না করা হয়েছে।

সেই মহিলা একথা শুনে বলে পাঠালেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমি জনৈক প্রতিবেশীকে একটি বকরী ক্রয়ের জন্য বাকীতে প্রেরণ করেছিলাম। কিন্তু সে বকরী পায়নি। অতপর আমি প্রতিবেশীটির নিকট আমার প্রদত্ত অর্থ ফেরৎ চেয়ে পাঠালাম। কিন্তু সেসময় সে বাড়ী ছিল না। আমি তার স্ত্রীর নিকট অর্থ দাবী করলাম। তখন সে এই বকরী পাঠিয়ে দিয়েছিল। প্রতিবেশী বকরীটি নিজের জন্য ক্রয় করেছিল।" রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, "এই গোশত কয়েদীদের খাইয়ে দাও।"

www.pathagar.com

ছুরাদ বিন আব্দুল্লাহ আল ইযদির মদীনা আগমন

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন, "ছুরাদ বিন আব্দুল্লাহ আল-ইযদি এক প্রতিনিধি দলের সঙ্গে হুজুরে পাকের (সাঃ) খিদমতে হাজির হলেন এবং ইসলাম কবুল করলেন। নবী পাক (সাঃ) হযরত ছুরাদকে তার কওমের মুসলমানদের আমীর নিয়োগ করলেন এবং বললেন যে ইয়েমেনের গোত্রসমূহের চারপাশের ও পার্শ্ববর্তী মুশরিক গোত্রসমূহের বিরুদ্ধে নিজের কবিলা এবং অন্যান্য আশপাশের মুসলমানের সঙ্গে মিলে জিহাদ করো।

ছুরাদ বিন আব্দুল্লাহ রাসূলে পাকের (সাঃ) নির্দেশ অনুযায়ী বের হলেন এবং ইয়েমেনের জারাশ এলাকায় গিয়ে পৌঁছলেন। সে যুগে জারাশ একটি বদ্ধ শহর ছিল। শহরটির চারপাশে প্রাচীর দেওয়া ছিল। তাতে ইয়েমেনের কতিপয় গোত্র বাস করতো এবং বনু খাছায়াম গোত্রের কিছু মানুষও তাদের নিকট আশ্রয় নিয়েছিল। তারা মুসলমানদের আগমনের খবর পেয়ে ইয়েমেনীদের সঙ্গে দূর্গে আবদ্ধ হয়ে গেল।

হযরত ছুরাদ এবং তার সঙ্গীরা তাদেরকে এক মাস অবরোধ করে রাখলো কিন্তু দুর্গ কবজা করা গেল না। হযরত ছুরাদ অবশেষে অবরোধ উঠিয়ে নিলেন এবং স্থান ত্যাগ করে চলে গেলেন। অবরুদ্ধরা ধারনা করলো যে হামলাকারীরা পরাজিত হয়ে চলে গেছে। সুতরাং তারা দুর্গ থেকে বের হয়ে তাদের পিছু ধাওয়া করতে চাইলো। হযরত ছুরাদ যখন শাকার নামক পাহাড়ের নিকট পৌঁছলেন তখন জারাশ বাসীরা তার ওপর হামলা করে বসলো। হযরত ছুরাদ পিছু ফিরে এমনভাবে সেই হামলার জবাব দিলেন যে দুশমনরা গাজর কাটা হয়ে গেল। ব্যাপক সংখ্যায় তরা নিহত হলো।

তার পূর্বে জারাশবাসী পরিস্থিতি যাচাইয়ের জন্য মদীনায় দুজন প্রতিনিধি প্রেরণ করেছিল। প্রতিনিধিদ্বয়কে তারা এই বলে পাঠিয়েছিল যে তারা মদীনার শাসককে কেমন পেয়েছিল তা ফিরে এসে তাদেরকে জানাবে। এই দুই ব্যক্তি নবী পাকের (সাঃ) নিকট বসেছিলেন। এমন সময় তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, "শাকার কোন দেশে এবং এলাকায় অবস্থিত?" তারা জবাব দিল, "হে আল্লাহর রাসূল। আমাদের এলাকায় একটি পাহাড় আছে। তাকে কাশার বলে।" (জারাশবাসী শাকারকে কাশারই বলে থাকতো) তিনি বললেন, "এটা কাশার নয় শাকার।" তারা জিজ্ঞেস করলো, কেন? কোন বিশেষ কথা আছে কি?" তিনি বললেন, "এ মুহূর্তে সেই পাহাড়ের উপর কুরবানীর পশু জবেহ হচ্ছে।"

www.pathagar.com

আসরের নামাযের পর এই আলোচনা হলো। এ কথা শুনে তারা দু'জন হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) অথবা হযরত ওসমান গণির (রাঃ) নিকট গেল। এ সময় তারা (আবু বকর (রাঃ) অথবা ওসমান (রাঃ)) তাদেরকে বললেন, "তোমাদের ধ্বংস হোক। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তোমাদেরকে তোমাদের কওমের কতলে আমের খবর দিয়েছেন। তোমরা উঠে দাঁড়াও এবং হুজুরের (সাঃ) খিদমতে গিয়ে আরজ করো যে, তিনি যেন তোমাদের কওমের পক্ষে দোয়া করেন। যাতে তাদের ওপর থেকে এই আজাব বা শাস্তি দূর হয়। এ কথা শুনে তারা কাল বিলম্ব না করে রাসূলে পাকের (সাঃ) নিকট উপস্থিত হল এবং দোয়ার আবেদন জানাল। রাসূলে পাক (সাঃ) দোয়া করলেনঃ "হে আল্লাহ! তাদের কওমের ওপর থেকে মুসিবত দূর করো।"

সে সময়ই তারা রাসূলে পাকের (সাঃ) নিকট থেকে অনুমতি নিয়ে স্বগৃহে রওয়ানা হল। সেখানে পৌঁছে তারা খবর পেল যে, সেই দিন এবং সেই সময় তাদেরকে ছুরাদ বিন আব্দুল্লাহ যুদ্ধে ধরাশায়ী করে ফেলেন এবং যারা জীবিত ছিল তারা পালিয়ে জীবন রক্ষা করে।

www.pathagar.com

ইবনে নাবিহ আল–হাজলীকে হত্যা

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, মুহাম্মদ বিন জাফর বিন যোবায়ের আমার নিকট থেকে হযরত আব্দুল্লাহ বিন আনিসের হাদিস বর্ণনা করেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ বলেন, "নবীয়ে আকরাম (সাঃ) আমাকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, সুফিয়ান বিন নাবিহ আল –হাজলী আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য সৈন্য একত্রিত করে রেখেছে বলে খবর পেয়েছি। সে বর্তমানে নাখলা অথবা আরনায় অবস্থান করছে। তুমি যাও এবং তাকে হত্যা কর।"

আমি আরজ করলাম, "হে আল্লাহর রাসূল! তার কিছু আলামত এবং হুলিয়া সম্পর্ক আমাকে বলে দিন। যাতে আমি তাকে চিনতে পারি।"

তিনি বললেন, "তুমি যখন তাকে দেখবে তখন তোমার শয়তানের চেহারা স্মরণ হবে এবং তোমার ও তার মধ্যে মজবুত নিদর্শন এই হবে যে তাকে দেখে একবার তোমার শরীরে কাঁপন অনুভূত হবে।"

আমি নিজের তরবারীসহ বের হয়ে পড়লাম এবং তার নিকট গিয়ে পৌছলাম। আমি দেখলাম যে সে হাওদায় সওয়ার নিজের স্ত্রীদেরকে নীচে নামাচ্ছে এবং তাঁবুর দিকে অগ্রসর হচ্ছে। সময়টি ছিল আসরের সময়। আমি যেই তাকে দেখলাম সেই আমার মনে সেই অনুভূতি জাগ্রত হলো যা হুজুর (সাঃ) ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। আমি কাঁপনও অনুভব করলাম। যাহোক আমি তার দিকে অগ্রসর হলাম। হঠাৎ করে আমার ধারণা হলো যে আমার এবং তার মধ্যেকার ব্যাপারটি সাঙ্গ হতে যেন বেশী সময় না নেয় ও আসরের নামাজ যেন কাজা হয়ে না যায়। আমি পৃথক হয়ে নামাজ আদায় করলাম। অতপর সোজা তার দিকে অগ্রসর হলাম। আমি যখন তার নিকট পৌছলাম তখন সে জিজ্ঞাসা করলো, "তুমি কে?"

জবাবে বললাম,"আমি একজন আরব। আমি তোমার ব্যাপারে অনেক কিছু শুনেছি। তুমি "সেই ব্যক্তির মুকাবিলা করার জন্য যে সার্থক বিরাট সেনা বাহিনী প্রস্তুত করেছ তার খ্যাতি আমাকে তোমার প্রতি আগ্রহান্বিত করেছে এবং আমি তোমার নিকট হাজির হয়ে গেছি।"

সে আমার কথা শুনে গর্বের সঙ্গে বলতে লাগলো, "তুমি যা কিছু শুনেছ তা সঠিক। আমি তার বিরুদ্ধে মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত।" আমি তার সাথে সাথে কিছু দূরে গেলাম। আমি যখন অনুভব করলাম যে সে আমার তরবারীর আওতায় রয়েছে তখন আমি তার ওপর তরবারী চালালাম এবং তাকে হত্যা করে ফেললাম। তাকে

www.pathagar.com

হত্যা করে আমি আমার পথ নিলাম এবং তার স্ত্রীদের শোকে মাথা কুটতে দেখে তাদের সামনে থেকে গায়েব হয়ে গেলাম।

আমি যখন মদীনা মুনাওয়ারাতে হুজুরে আকরামের (সাঃ) খিদমতে হাজির হলাম তখন তিনি আমাকে দেখেই বললেন, "চেহারাতো সফল হিসেবেই মনে হচ্ছে।" আমি আরজ করলাম, "হে আল্লাহর রাসূল। আমি তাকে কতল করে এসেছি।" তিনি বললেন, "তুমি ঠিকই বলেছ।"

তারপর রাসূলে মকবুল (সাঃ) আমাকে সঙ্গে করে নিজের বাড়ি নিয়ে গেলেন এবং একটি লাঠি দিয়ে বললেন, "হে আব্দুল্লাহ বিন আনিস। এই লাঠি নাও এবং তা নিজের কাছে রেখো।"

আমি নবীর (সাঃ) গৃহ থেকে সেই লাঠি নিয়ে বাইরে এলাম। এ সময় লোকজন আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। তারা আমাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলো, "এই লাঠি কি জন্য?"

আমি বললাম, "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে এটা দিয়ে দিয়েছেন এবং তা আমার নিকট রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।" তারা বললো, "তুমি কি হুজুরের (সাঃ) নিকট ফিরে গিয়ে জিজ্ঞাসা করবে না যে তিনি এই লাঠি কেন দিয়েছেন?" আমি তার নিকট ফিরে গেলাম এবং জিজ্ঞাসা করলাম, "ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আমাকে এই পবিত্র লাঠি কেন প্রদান করেছেন? তিনি ইরশাদ করলেন, "এটা আমার ও তোমার মধ্যে কিয়ামতের দিন নিদর্শন হবে। সেদিন খুব কম মানুষই ঠেস দেওয়ার জন্য কোন কিছুর সাহায্য পাবে। তুমি এই লাঠির ওপর ঠেস দিয়ে চলো এবং কিয়ামতের দিনও এই লাঠিসহ আমার সঙ্গে মিলিত হবে।"

ইবনে ইসহাক আরো বলেছেন, "আব্দুল্লাহ বিন আনিস নিজের তরবারী ও সেই লাঠি সব সময় নিজের নিকট রাখতেন। মৃত্যুর সময়ও এই লাঠি তাঁর নিকট ছিল। তিনি ওসিয়ত করেছিলেন যে, লাঠিটি তার কাফনের সঙ্গে লেপ্টে দিতে হবে এবং তা সমেতই দাফন করতে হবে। বস্তুত তার ওসিয়ত অনুযায়ী এমনি করা হয়েছিল।

www.pathagar.com

ছামামা নামক কয়েদী

ওয়াকেদী বর্ননা করেছেন যে, আবু বকর বিন সোলায়মান বিন আবি হাছমা রাওয়ায়েত করেছেন, হুজুরে পাক (সাঃ) নবম হিজরীর রজব মাসে হযরত আলা বিন হাজরামীকে মানযার বিন সাবীর নামে একটি পত্র দিয়ে প্রেরণ করেছিলেন। মানযার ইসলাম গ্রহণ করেন এবং আলা ফিরে আসেন। ফেরার পথে ইয়ামামা অতিক্রম করছিলেন। এ সময় ইয়ামামার সরদার ছামামা বিন আছাল তাকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি কি মুহাম্মদের (সাঃ) দূত? তিনি বললেন, হ্যাঁ। ছামামা ক্রোধান্বিত হয়ে বললো, এখন তুমি তার নিকট জীবিত ফিরে যেতে পারবে না। সে তাকে হত্যার হুমকি দিতে লাগলো। তার চাচা আমের তাকে বললো, ছামামা বুদ্ধির পরিচয় দাও। সেই ব্যক্তির (মুহাম্মাদ) সঙ্গে তোমার কি বিবাদ রয়েছে?

আমেরের হস্তক্ষেপে ছামামা হযরত আলা'কে ছেড়ে দিলো এবং তিনি মদীনা পৌঁছে হুজুরে পাকের (সাঃ) খিদমতে সকল ঘটনা বর্ননা করলেন। তিনি দোয়া করলেন, হে খোদা! আমেরকে হেদায়াত দান করো এবং ছামামার ওপর আমাকে বিজয় দান কর।

ইমাম বুখারী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, তাঁকে হযরত আবু হুরায়রার (রাঃ) হাদিস আব্দুল্লাহ বিন ইউসুফ সাঈদ বিন আবি সাঈদের রাওয়ায়েত থেকে শুনিয়েছেন। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলতেন, নবী পাক (সাঃ) নাজদের দিকে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। তারা বনু হানিফার এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করলো এবং তাকে এনে মসজিদে নববীর একটি খুঁটিরসঙ্গে বেঁধে রাখলো। তার নাম ছিল ছামামা বিন আছাল।

রাসূলে পাক (সাঃ) ঘর থেকে বের হয়ে মসজিদে এলেন। এ সময় তিনি কয়েদীকে তার নাম ধরে জিজ্ঞাসা করলেন, ছামামা কেমন আছো"?

সে জবাব দিল, হে মুহাম্মদ! আমি ভালো আছি। আপনি যদি আমাকে হত্যা করেন তাহলে এমন এক ব্যক্তি নিহত হবে যার রক্তের মূল্য রয়েছে। যদি আমার ওপর ইহসান করেন তাহলে এমন ব্যক্তির ওপর ইহসান হবে যে, ইহসানে প্রতিদান দিতে জানে। আর যদি আপনার ধন সম্পদের প্রয়োজন হয় তাহলে যত ইচ্ছা চেয়েনিতেপারেন।

হুজুরে আকরাম (সাঃ) পরের দিন তার নিকট এলেন এবং পূর্বের প্রশ্নের পুনরুক্তি করলেন। সেও তার একই জবাব পেশ করলো। তৃতীয় দিনও এই সওয়াল জবাব হলো। ছামামার জবাব শুনে হুজুরে আকরাম (সাঃ) সাহাবাদেরকে (রাঃ)

www.pathagar.com

ছামামাকে মুক্তির জন্য নির্দেশ দিলেন। সুতরাং তাকে মুক্ত করে দেওয়া হলো। মুক্তির পর সে মসজিদ সন্নিকটে একটি খেজুরের বাগানে গেল। সেখানে গোসল করলো এবং পুনরায় মসজিদে এসে কালেমায়ে শাহাদাত পড়ল।

মুসলমান হওয়ার পর ছামামা হুজুরের (সাঃ) নিকট আরজ করলেন, খোদার কসম, হে মুহাম্মদ! এই ধরাধামে আপনার চেহারা থেকে বেশী অন্য কারো চেহারার প্রতি আমার ঘৃণা ছিল না। আর এখন দুনিয়ার সকলের চেহারা থেকে আপনার চেহারা আমার নিকট বেশী প্রিয়। আপনার দীন থেকে বেশী দুনিয়ার অন্য দীনের প্রতি আমার শত্রুতা ছিলনা। আজ দুনিয়ার সকল দীনের চেয়ে আপনার দীন সবচেয়ে বেশী ভালো লাগছে। অন্য শহরের চেয়ে আপনার শহরের প্রতিই আমার ঘৃণা বেশী ছিল। কিন্তু আজ আপনার শহরই সমগ্র দুনিয়া থেকে বেশী প্রিয় হয়ে গেছে।

আপনার ঘোড় সওয়াররা আমাকে যখন গ্রেফতার করে তখন আমি ওমরার জন্য মক্কা যাচ্ছিলাম। এখন আপনার নির্দেশ কি?

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ছামামাকে সুসংবাদ এবং ওমরাহ করার জন্য মক্কা মুকাররামা গমনের নির্দেশ দিলেন। তিনি যখন মক্কা পৌছলেন তখন কোরেশরা তার চারপাশে একত্রিত হয়ে বললো তুমি কি ধর্মান্তর হয়ে গেছো? তিনি জবাব দিলেন, না। আমি বরং মুহাম্মাদের (সাঃ) সঙ্গে দীনে ইসলামে দাখিল হয়েছি। তোমরা শূনে নাও, খোদার কসম! ইয়ামামা থেকে তোমরা এখন একটি কণা পরিমাণ শস্যও পাবে না। হ্যাঁ, আল্লাহর নবী (সাঃ) যদি অনুমতি দান করেন তাহলে খাদ্য শস্য পাবে।

ইয়ামামা ফিরে গিয়ে তিনি মক্কাবাসীদের খাদ্য বন্ধ করে দিলেন। তারা হুজুরের (সাঃ) সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। কিন্তু বাধ্য হয়ে রাসূলের (সাঃ) খিদমতে হাজির হয়ে ইয়ামামা থেকে তাদের খাদ্য সরবরাহ বহাল করার ব্যাপারে আবেদন জানালো। বস্তুত হুজুরের (সাঃ) নির্দেশে খাদ্য সরবরাহ বহাল হলো।

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহর তরবারী

ওয়াকেদী আব্দুল্লাহ বিন আবু বকরের একটি রাওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ বিন আবু বকর (রাঃ) বলেছেন, রাসূলে আকরাম (সাঃ) খবর পেলেন যে, বনু ছালাবা এবং বনু মাহারিব গোত্রের লোকজন তাঁর ওপর হামলা করার জন্য এক বিরাট বাহিনী একত্রিত করেছে। এই বাহিনী মদীনার চারদিক থেকে হামলার পরিকল্পনা করেছিল। আছুর বিন হারিছ বিন মাহারিব নামক একজন সরদার এই বাহিনী মোতায়েন করেছিল। এই বেদুঈন সরদারের লকব গওরছ ছিল বলেও কথিত আছে।

এই পরিকল্পনার খবর পেয়ে রাসূলে আকরাম (সাঃ) মুসলমানদেরকে জিহাদের প্রস্তুতির নির্দেশ দিলেন এবং সাড়ে চারশ সাহাবীর একটি দলসহ মদীনা থেকে বের হলেন। এই যুদ্ধে তার সঙ্গে ঘোড় সওয়ারের একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক যোদ্ধাও ছিলেন। প্রথমত তিনি সাধারণ রাস্তা দিয়েই চলতে লাগলেন। অতপর তিনি পরিচিত রাস্তা ছেড়ে একটি অপ্রশস্ত পার্বত্য পথ ধরলেন। সেই পথ দিয়ে তিনি জিল কাসসাহ নামক স্থানে পৌঁছলেন। এখানে সাহাবীরা এক ব্যক্তিকে পাকড়াও করলেন। লোকটি বনু ছালাবার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিল এবং তার নাম ছিল জাব্বার। সে কোথায় যাচ্ছে তা তারা তাকে জিজ্ঞেস করলো। জবাবে সে বললো, আমি ইয়াসরাব্যাচ্ছি।

তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, ইয়াসরাবে তার কি কাজ আছে সে বললো, আমি সেখানে গিয়ে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে চাই।

তারা জিজ্ঞেস করলে– তুমি কি সৈন্য বাহিনী দেখেছ অথবা তোমার কওমের নতুন কোন খবর তোমার নিকট আছে কি?

সে বললো, আমার নিকট বিশেষ কোন তথ্য নেই। তবে, এতটুকু জানি যে দা'ছুর বিন হারিছ কিছু লোককে তৈরী করেছে।

সাহাবীবৃন্দ (রাঃ) সেইব্যক্তিকে হুজুরের (সাঃ) খিদমতে পেশ করলেন। তখন তিনি তার নিকট ইসলামের দাওয়াত দিলেন।। এই দাওয়াত পেয়ে তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন। অতপর তিনি বললেন, হে মুহাম্মদ! তারা আপনার মুকাবিলায় আসার সাহস করবে না। তারা তো আপনার নাম শুনেই ভেগে যাবে। তারা পাহাড়ে গিয়ে লুকাবে। আমি আপনার সঙ্গে যাবো এবং আপনাকে তাদের গুড় রহস্য বলবো।

www.pathagar.com

রাসূলে পাক (সাঃ) সেই নওমুসলিম সাহাবীকে হযরত বেলালের হাওয়ালা করে দিলেন এবং তাঁকে সঙ্গে নিয়ে সাহাবীদেরকে অগ্রযাত্রার নির্দেশ দিলেন। সে সাহাবী এমন এক রাস্তা ধরলেন যে, তা পাহাড় থেকে বের হয়ে এক টিলার পাদদেশে গিয়ে দা'ছুরের সঙ্গীদের ওপর গিয়ে পৌঁছলো। বেদুঈনরা হুজুরের (সাঃ) আগমনের খবর পেয়ে তৎক্ষণাৎ আশেপাশের পাহাড়ে গিয়ে পালালো। হুজুর (সাঃ) তাদের কাউকেই দেখতে পাচ্ছিলেন না। অথচ তারা উঁচু পাহাড়ে লুকিয়ে লুকিয়ে মুসলমানদেরকেদেখছিলো।

রাসুলে আকরাম (সাঃ) জি আমর নামক স্থানে তাঁবু ফেললেন। সেখানে মুষলধারায় বৃষ্টিপাত ঘটলো। বৃষ্টির সময় নবী পাক (সাঃ) প্রকৃতির ডাকে সাড়া দানের জন্য তাঁবু তেকে দূরে গিয়েছিলেন। বৃষ্টিতে তাঁর শরীরের কাপড় ভিজে গিয়েছিল।

তিনি জি আমর উপত্যাকায় পর্দা দেখতে পেয়ে একস্থানে কাপড় খুললেন এবং তা শুকানোর জন্য একটি বৃক্ষের ওপর ছড়িয়ে দিলেন। তখন রোদ বের হয়েছিল। তিনি শুধুমাত্র লুঙ্গি পরেছিলেন এবং অবশিষ্ট কাপড় খুলে ফেলেছিলেন। কাপড় শুকানোর অপেক্ষায় তিনি বৃক্ষের নীচে বসেছিলেন। অতপর তিনি শুয়ে পড়লেন এবং চোখ বুঁজে এলো। এ সময় তিনি সম্পূর্ণ একাকী ছিলেন এবং বেদুঈন সৈন্য পাহাড়ের উঁচু থেকে তাঁকে দেখছিলো।

দা'ছুর বেদুঈনদের সরদার ছিল। তাকে তারা বাহাদুরও মনে করতো। এ সময় তারা তাকে বললো, "এখন সুবর্ণ সুযোগ। মুহাম্মদ সঙ্গীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। তাছাড়া সে এখন শুয়েও রয়েছে। এখান থেকে যদি সে নিজের সঙ্গীদেরকে সাহায্যের জন্য ডাকও দেয় তাহলে কেউ তার ডাক শুনতে পাবে না। তুমি যাও এবং তাকে খতম কর।"

দা'ছুর নিজের অনেকগুলো তরবারী থেকে সবচেয়ে ধারালো এবং চমকদার তরবারীটি বের করলো এবং পা টিপে টিকে পাহাড় থেকে অবতরণ করলো। সে হুজুরের (সাঃ) মাথার উপর গিয়ে দাঁড়ালো এবং তরবারী হেলাতে হেলাতে বললো, "হে মুহাম্মদ! বলো আমার তরবারী থেকে তোমাকে আজ কে বাঁচাতে পারে?" রাসূলে পাক (সাঃ) চোখ খুললেন এবং অত্যন্ত ইতমিনানের সঙ্গে জবাব দিলেন, "আল্লাহ"।

রাবী বর্ণনা করেছেন যে, ঠিক সেই মুহূর্তে জিবরাইল (আ·) দা'ছুরের বুকের ওপর দুটি ঘা মারলেন এবং তরবারী হাত থেকে পড়ে গেল। তারপর সেও মাটির

www.pathagar.com

ওপর পতিত হলো। হুজুর (সাঃ) তার তরবারী উঠালেন এবং তার মাথার ওপর দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "এখন তুমি বলো যে আজ তোমাকে কে বাঁচাতে পারে?"

সে জবাব দিল, "কেউ নয়।" অতপর তৎক্ষণাৎ কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করলেন এবং বললেন, খোদার শপথ আমি আর কখনো আপনার বিরোধিতা করবো না ও সামরিক অভিযানের চেষ্টাও করবো না।"

রাসূলে করিম (সাঃ) তার তরবারী তাকে দিয়ে দিলেন। এ সময় তিনি ফিরে যাওয়ার জন্য রওয়ানা হলেন। কিন্তু আবার রাসূলের (সাঃ) দিকে মুখ ফিরে তাকালেন এবং বললেন, "খোদার কসম! আপনি আমার থেকে অনেক উত্তম এবং অনেক ভালো। আপনার আচরণ কত ভালো।" তিনি বললেন, 'আমার এই ধরনেরই হওয়া উচিত। এটাই আমার শান।" তার কওমের লোকজন সকল দৃশ্য অবলোকন করছিল। তিনি যখন ফিরলেন তখন তারা তাকে জিজ্ঞাসা করল, তোমার কি হয়েছিল?" তিনি বললেন, খোদার শপথ! আশ্চর্য ধরনের ব্যাপার ঘটে গেল। আমি তরবারী উত্তোলন করতে চাচ্ছিলাম। ঠিক এমনি সময় আমার এবং তার মধ্যে এক লম্বা ও গৌর বর্ণের মানুষ হঠাৎ করে আড়াল হয়ে দাঁড়ালো। সে আমার বুকের ওপর দুটি ঘা মারলো এবং আমি চিৎ হয়ে পড়ে গেলাম। এ সময় আমার হাত থেকে তরবারী ছুটে গেল। আমি বুঝতে পেলাম যে সে ছিল একজন ফেরেশতা। সেই আমাকে মেরে ফেলে দিয়েছিল। সুতরাং আমি আর কালবিলম্ব না করে সাক্ষ্য দিলাম যে মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল এবং আল্লাহ একক ও শরীকহীন। আল্লাহর শপথ, এখন আর আমি তার বিরুদ্ধে সেনা অভিযান চালাবো না। এরপর সে নিজের কওমের লোকদেরকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিতেন।

www.pathagar.com

পাথরের তসবিহ পাঠ

হাফেজ আবু বকর আল –বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, মুহাম্মদ বিন ইয়াহিয়া আজ–জুহলী মুহাম্মদ বিন শিহাব আজ জুহরীর হাদিস সমূহ আজ জুহরিয়াতে আবুল ইয়ামনের জবানীতে লিখেছেল। অবুল ইয়ামান শুয়াইব থেকে শুনেছেন। তিনি ওয়ারিদ বিন সুয়াইদ থেকে এবং তিনি বনু সলিমের এক ব্যক্তি থেকে শুনেছেন। তার সঙ্গে হযরত আবু যরের (রাঃ) সাক্ষাৎ হয়েছিল। তিনি রাবযাহতে হযরত আবু যরের (রাঃ) মজলিশে একদিন বসেছিলেন। এসময় হযরত ওসমানের (রাঃ) প্রসঙ্গ আলোচনা শুরু হয়ে গেল।

সালমা বলেন যে, হযরত ওসমান (রাঃ) যেহেতু সাইয়েদেনা আবু যরকে (রাঃ) মদীনা থেকে রাবযাতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন এবং হযরত আবু যরের (রাঃ) হযরত ওসমানের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল। সেহেতু মজলিশে উপস্থিত সকলেই ধারণা করলেন যে তিনি সেই অভিযোগ প্রকাশ করবেন। কিন্তু হযরত আবু যর (রাঃ) বললেন, "ওসমানের (রাঃ) ব্যাপারে উত্তম কথা ছাড়া কিছু বলো না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি এমন দৃশ্য দেখেছি যা মৃত্যু পর্যন্ত ভুলতে পারবো না।"

আমি হুজুরে আকরামের (সাঃ) নেকযুগে তাঁর সঙ্গে একাকি মিলিত হয়ে প্রশ্নাদি জিজ্ঞেস করার চেষ্টায় থাকতাম। গ্রীষ্মকালে একদিন আমি হুজুরের (সাঃ) সম্পর্কে দ্বিপ্রহরের সময় খাদেমের নিকট জিজ্ঞাসা করলাম। সে জানালো যে তিনি অমুক স্থানে তাশরীফ নিয়ে গেছেন। আমি সেখানে পৌঁছে দেখলাম যে, নবী পাক (সাঃ) একাকী বসে রয়েছন। আমি ধারণা করলাম যে তাঁর ওপর ওহী অবতীর্ণ হচ্ছে। কিন্তু আমি সালাম করলাম। তিনি জবাব দিলেন এবং আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "কোন বস্তু তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছে?" আমি আরজ করলাম, "শুধু আল্লাহ এবং তার রসূলের ভালোবাসা।" তিনি আমাকে বসার নির্দেশ দিলেন। আমি তার পাশে বসে গেলাম। আমি চুপচাপ বসে রইলাম। আমি তাকে কিছু জিজ্ঞাসাও করলাম না। তিনিও আমাকে জিছু বললেন না। কিছুক্ষণ অতিবাহিত হতে না হতেই আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) দ্রুতগতিতে সেখানে পৌঁছলেন এবং সালাম করলেন। তিনি সালামের জবাব দানের পর সেই প্রশ্নই জিজ্ঞেস করলেন যা আমাকে জিজ্ঞেস করে ছিলেন। তিনি বললেন, "কি উদ্দেশ্যে এসেছ?" তিনিও আমার মতই জবাব দিলেন যে আল্লাহ ও তার রাসূলের (সাঃ) মুহাব্বাত এখানে টেনে এনেছে। তিনি তাঁকে বসার ইশারা করলেন। তিনি তাঁর সামনে বসলেন। তিনি তাঁকে আমার সঙ্গে বসার ইঙ্গিত করলেন। সুতরাং তিনি আমার ডান পাশে বসলেন। অতপর কিছুক্ষণ পর ওমর (রাঃ) এবং

www.pathagar.com

ওসমানও (রাঃ) আসলেন। তাঁদের সঙ্গেও উপরোল্লিখিত একই সওয়াল জওয়াব হলো।

তারপর নবী পাক (সাঃ) এমন কিছু কালমাহ বললেন যা আমার বোধগম্য হলো না। তিনি আবার বললেন, "তা কমই থাকবে অথবা কমই রয়েছে।" একথা বলে তিনি হাতে কয়েকটি পাথর নিলেন। পাথর গুলোর সংখ্যা সাত কিম্বা ন' হবে। তিনি মুষ্টি বদ্ধ করলেন এবং পাথর গুলো তসবিহ পাঠ শুরু করলো। আমরা তাদের থেকে তেমন আওয়াজ শুনলাম যেমন মৌমাছি গুণগুণ করে। আমি নবীর (সাঃ) একদম সঙ্গে বসেছিলাম। কিন্তু তিনি আমাকে রেখে পাথর গুলো আবু বকরকে (রাঃ) দিলেন। পাথর গুলো হযরত আবু বকরের (রাঃ) মুঠোতেও তেমনি তসবিহ পাঠ করলো যেমন হুজুরে করিমের (সাঃ) হাতে পাঠ করেছিল। আবু বকরের (রাঃ) নিকট থেকে নবী পাক (সাঃ) পাথর গুলো নিয়ে নিলেন এবং মাটির ওপর নিক্ষেপ করলেন। পাথরগুলো সম্পূর্ণ চুপ মেরে গেল। অতপর তিনি সেই পাথর গুলো ওমরকে (রাঃ) দিলেন। পাথর গুলো তাঁর মুঠোতেও তসবিহ পাঠ করলো। আমরা তা শুনলাম। তার পর তিনি তাঁর নিকট থেকে পাথর গুলো নিয়ে দ্বিতীয়বার মাটির ওপর নিক্ষেপ করলেন। পাথর গুলো আবার চুপ মেরে গেল। তিনি পাথর গুলো ওসমানকে (রাঃ) দিলেন। পাথর গুলো ওসমানের (রাঃ) হাতেও অন্যান্য হযরতের মুঠোয় যেনম তসবিহ পাঠ করেছিল তেমনি তসবিহ পাঠ করলো। অতপর নবী পাক (সাঃ) সেই পাথর গুলো নিয়ে মাটির ওপর নিক্ষেপ করলেন এবং পাথর গুলো পুনরায় চুপ মেরে গেল।

www.pathagar.com

জুনদুব ও যাদুকর

ইবনে আব্দুল বার বর্ননা করেছেন যে, ইবনে জুরাইহ আমর বিন দিনার থেকে রাওয়ায়েত করেছেন যে, তিনি বাজালাতুত তামিমীকে এই হাদিস বর্ননা করতে শুনেছিলেনঃ প্রত্যেক যাদুকর পুরুষ ও মহিলা কে হত্যা করে ফেলো।। কুফাতে আবু বুসতান নামক একজন পারসিক যাদুকর ছিলো। কেউই তার মুকাবিলা করতে পারতো না। নবী পাক (সাঃ) একবার সাহাবী জুনদুবের ব্যাপারে বলেছিলেন] "জুন্দুব! জুন্দুবের কথা আর বলতে কি। সে এমন আঘাত হানবে যাতে আল্লাহ হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যের সীমা রেখা টেনে দিবেন।

আবু বুসতান সম্পর্কে আমাদেরকে জাবির বিন আব্দুল হামদি আ'মাশের মুখে এবং আমাশ ইবরাহিমের মুখে রাওয়ায়েত শুনিয়েছেন যে সে বড় যাদুকর ছিল এবং নিজের যাদু দিয়ে মানুষের মনোরঞ্জনের খোরাক যোগাতো। একবার সে কুফার গবর্ণর ওয়ালিদ বিন উকবার আমলে নিজের যাদুর কিরিশমা দেখাচ্ছিল। লোকজন হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল যে সে করছে কি আর কেমন করে করছে।

মানুষের চোখের সামনে দেখাচ্ছিল যে যেন সে একটি গাধার মুখ দিয়ে তার পেটে প্রবেশ করছে এবং তার পাছা দিয়ে বের হয়ে আসছে। তারপর পাছা দিয়ে গাধার পেটে ঢুকে মুখ দিয়ে বের হয়ে আসছে। তারপর সে লোকদেরকে যাদুর মাধ্যমে বিশ্বাস করাচ্ছিলো, সে স্বয়ং নিজের মাথা কেটে দূরে ফেলে দেয় এবং তা উঠিয়ে শরীরের সঙ্গে জুড়ে দেয়। অতপর সব ঠিক ঠাক।

হযরত জুনদুব (রাঃ) বিন কাব (রাঃ) সবকিছু দেখলেন। এর পরে তিনি নিজের তরবারীকে সুতীক্ষ্ণ ও ধারালো করার জন্য একজন শানকারীকে দিয়েছিলেন। তিনি সেই শানকারের নিকট গেলেন এবং বললেন "তোমার প্রতিদানও ওয়াজিব হয়ে গেছে। আমাকে আমার তরবারী দাও।" তাকে সমস্ত মুজুরী দিলেন এবং তরবারি নিয়ে নিলেন। তরবারী নিয়ে যাদুকরের নিকট গেলেন এবং যেখানে সে যাদু প্রদর্শন করছিল সেই ভরপুর মাজমাতে তার গর্দান এক আঘাতেই কেটে গেল। অতপর লোকদেরকে বললেন, "এখন তাকে বলুন যে মাথা শরীরের সঙ্গে জুড়ে দিক এবং নিজেকে দ্বিতীয়বার জীবিত করে দেখাক।"

গবর্ণর ওয়ালিদ বিন উকবা হযরত জুনদুবকে (রাঃ) গ্রেফতার করে জেলখানায় পুরলেন এবং আমীরুল মুমিনিন ওসমান ইবনে আফফানের (রাঃ) খিদমতে ঘটনা লিখে পাঠালেন।। তার জবাবে তিনি লিখলেন, "তাকে ছেড়ে দাও।"

www.pathagar.com

সোহায়েল (রাঃ) বিন আমরের স্থান

ওয়াকেদী বর্ণনা করেছেনঃ বদরের যুদ্ধে সোহায়েল বিন আমর গ্রেফতার হয়ে যুদ্ধ বন্দীদের সঙ্গে মদীনা পৌঁছলেন। এ সময় হযরত ওমর (রাঃ) রাসূলে পাকের (সাঃ) নিকট আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল,তার দাঁত ভেঙ্গে দিন। তার যবান ইসলামের বিরুদ্ধে আগুন ঝরায়। দাঁত ভেঙ্গে দেওয়ার পর সে আপনার বিরুদ্ধে বক্তৃতাকরবেনা।।

রাসূলে আকরাম (সাঃ) ইরশাদ করলেন, "আমি যদি তার শরীরের কোন অংশ কেটে ফেলি তাহলে আল্লাহ তায়ালা আমার শরীরের অংশ কেটে ফেলবেন। অথচ আমি আল্লাহর সত্য নবী। তোমরা কি জানো যে ঐ যবান ও বক্তৃতার মাধ্যমে কোন দিন সে এমন ভূমিকা পালন করবে যাতে তোমরা খুশী হয়ে যাবে। ইবনে ইসহাক লিখেছেন, "রাসূলের (সাঃ) যখন ওফাত হলো তখন মুসলমানদের ওপর মুসিবতের পাহাড় আপতিত হলো। সাইয়েদাহ আয়েশা সিদ্দিকাহ (রাঃ) বলতেন যে, হুজুরে আকরামের (রাঃ) ইন্তেকালের সময় মুসলমানদের অবস্থা রক্ষকবিহিন বকরীর পালের মত হয়ে গিয়েছিল। আরব গোত্রসমূহ মুরতাদ হয়ে গেল। ইহুদী ও খৃষ্টানরা ষড়যন্ত্রের জাল বিছিয়ে দিল এবং মুনাফিকরা আস্তিনের মধ্যে থেকে শিকল কাটার ব্যাপারে তৎপর ছিল। এই অবস্থায় আল্লাহ তায়ালা নিজের বিশেষ রহমতে মুসলিম উম্মাহকে হযরত আবু বকর সিদ্দিকের (রাঃ) নেতৃত্বে একত্রিত করে তাদেরকে শৃংখলাবদ্ধকরলেন।"

ইবনে হিশাম বর্ণনা করেন, "আবু ওবায়দা এবং অন্যান্য আহলে ইলম আমরার নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলে পাকের (সাঃ) ইন্তেকারের পর মক্কা বাসীরা ইসলাম পরিত্যাগ করে মুরতাদ হওয়ার কথা চিন্তা করছিল। মক্কার গবর্ণর ইতাব বিন উসাইয়্যিদ একদিকে হুজুরের (সাঃ) ইন্তেকালে শোকাহত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন। অন্যদিকে মক্কাবাসীর ধ্যান ধারনায় খুব খারাব অনুভব করছিলেন এবং মক্কার বাইরে গিয়ে কোন উপত্যকায় বসে রলেন। এই নাযুক মুহূর্তে সোহায়েল (রাঃ) বিন আমর মক্কাবাসীর সামনে দাঁড়িয়ে এমন জোরদার বক্তৃতা দিলেন যে পরিস্থিতি পরিবর্তিত হয়ে গেল। তিনি আল্লাহর হামদ ও ছানার পর রাসুলের (সাঃ) আয়াতের উল্লেখ করলেন। অতপর অত্যন্ত শক্তি ও বাহাদুরীর সাথে ঘোষণা করলেন, "হুজুরের (সাঃ) বিদায় গ্রহন অবশ্যই দুঃখের কারণ। কিন্তু তাতে ইসলাম দুর্বল হবেনা। বরং ইসলামের শক্তি ইনশাল্লাহ বৃদ্ধি পাবে। যে ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে চাইবে আমরা তার গর্দান উড়িয়ে দেবো।"

www.pathagar.com

সোহায়েলের (রাঃ) আবেগপূণ বক্তৃতার খুব প্রভাব পড়লো, তিনি লোকদেরকে নীরব করিয়ে রাখলেন। ইসলামের ওপর কায়েম থাকা ও তার আনুগত্য করা ছাড়া খারাব ধারণা পোষণকারীদের আর অন্য কোন পথ খোলা রইলোনা। সমগ্র আরব ফিতনায় ভরে গিয়েছিল। কিন্তু মক্কা সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ ছিল খবর জানতে পেরে হযরত ইতাবও (রাঃ) মক্কা চলে এলেন। হুজুরে আকরামের (সাঃ) কথায় এই ইঙ্গিতই ছিল যে সোহায়েলের ভাষণ মুসলমানদেরকে খুশী করবে।

এই ঘটনার কথা মদীনায় যখন হয়রত ওমরের (রাঃ) নিকট পৌঁছলো তখন তিনি খুব প্রভাবিত হলেন এবং আনন্দে বলে উঠলেন, "আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল।"

●

ফাতিমার (রাঃ) হাদীস

ইমাম বুখারী (রঃ) বর্ননা করেছেন যে হযরত আয়েশার (রাঃ) রাওয়ায়েত তাঁর পর্যন্ত যাকারিয়া থেকে ফিরাস, তাঁর থেকে আমের, তাঁর থেকে মাসরুকের তরফ থেকে পৌঁচেছে। সাইয়েদাহ আয়েশা সিদ্দিকাহ (রাঃ) বলেছেন, "একদিন ফাতিমা (রাঃ) রাসুলের (সাঃ) নিকট এলেন। তাঁর চাল-চলন সম্পূর্ণরূপে নবীয়ে আকরামের (সাঃ) চাল-চলনের সদৃশ ছিল। নবী পাক (সাঃ) তাঁকে দেখে স্বাগত জানালেন এবং নিজের সঙ্গে ডান দিকে বসালেন। অতপর তিনি হযরত ফাতিমার (রাঃ) কানে কানে কথা বললেন। তাতে তিনি কেঁদে ফেললেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, " ফাতিমা তুমি কাঁদছো কেন?" কিন্তু তিনি কোন জবাব দিলেন না। হুজুরে পাক (সাঃ) পুনরায় তার কানে কানে কথা বললেন। এবার তিনি হেসে দিলেন। আমি বললাম, " হাসি ও কান্না উভয়কে এত নিকটবর্তী আমি কখনো দেখিনি।"

আমি হযরত ফাতিমার নিকট এব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, "এটা রাসুলের (সাঃ) গোপন কথা। আমি তা ফাঁস করতে পারিনা।" হুজুরে আকরামের (সাঃ) ওফাতের পর আমি একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম। ফাতিমা (রাঃ) আমাকে বলেছিলেন, "হুজুর (সাঃ) আমাকে বলেছিলেন যে, জিবরাইল (আঃ) তাঁর সঙ্গে প্রতিবছর কুরআন মজিদের এক পালা শেষ করতেন। কিন্তু এবছর জিবরাইল (আঃ) দুই পালা সম্পূর্ণ করেছেন। একে রাসুলে করিম (সাঃ) নিজের প্রস্থান হিসাবে ব্যাখ্যা

www.pathagar.com

করেছেন। তাতে আমি কেঁদে দিয়েছিলাম। অতপর আব্বাজান আমাকে বললেন, "আমার আহলি বাইতের মধ্য থেকে তুমিই সর্বপ্রথম আমার সঙ্গে মিলিত হবে। তুমি কি একথায় খুশী নও যে জান্নাতে তুমি মুমিন মহিলাদের সরদার হবে; তাঁর এই কথা শুনে আমি খুশী হলাম এবং হেসে দিলাম।

উটের অভিযোগ

ইমাম আহমেদ বিন হাম্বল হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) বিন জাফর বিন আবি তালিবের (রাঃ) এক রাওয়ায়েত রাবীদের এক সিলসিলা বর্ণনার পর লিখেছেন। এই প্রসঙ্গে মাহদী বিন মাইমুন, মুহাম্মাদ বিন আবি ইয়াকুব, হাসান বিন সাদ এবং বাহাজ ও আফফানের নাম উল্লেখিত হয়েছে। এই হাসান বিন সা'দ হযরত হাসান বিন আলীর (রাঃ) গোলাম ছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ বিন জাফর বর্ণনা করেছেন, "একদিন নবী পাক (সাঃ) আমাকে সওয়ারীর ওপর নিজের পেছনে সওয়ার করিয়ে নিলেন। তিনি আমাকে একটি গোপন কথা বললেন। আমি কখনো সেই গোপন কথা ফাঁসকরবোনা।

এই সময় হুজুরে পাক (সাঃ) প্রকৃতির ডাকে সাড়া দানের জন্য সওয়ারী থেকে নেমে একটি খেজুরের বাগানে গেলেন। সেখানে পুশিদা স্থানে তিনি কাজ সারলেন। সেখান থেকে তিনি বাইরে আসছিলেন। এমন সময় একটি উট তাঁর সামনে এলো এবং কান্না শুরু করলো। তার চোখে ছিল পানি।

হুজুরে আকরাম (সাঃ) তার অবস্থা দেখলেন। তাঁর অন্তর ভরে এলো এবং চোখেও অশ্রু দেখা দিল। তিনি তার পিঠ ও গর্দানের উপর হাত ফিরালেন। তাতে সে চুপ মেরে গেল। তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "এই উটের মালিক কে?" একজন আনসারী যুবক এগিয়ে এলো এবং বললো, "হে আল্লাহর রাসুল! এই উট আমার।" তিনি বললেন, "তুমি কি এই ভাষাহীন চতুষ্পদ জন্তুর ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো না? আল্লাহ পাক তাকে তোমার মালিকানায় দিয়েছেন। সে আমার নিকট অভিযোগ করেছে যে তুমি তার থেকে কাজ পুরাটাই নিয়ে থাকো। কিন্তু তাকে খাবার দাও না।"

www.pathagar.com

হরিনীর ঘটনা

আবু নঈম ইস্পাহানী রাবীদের একটি সিলসিলা উল্লেখ করে হযরত উম্মে সালামার একটি রাওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, "রাসূলে করিম (সাঃ) একবার কোন এক প্রস্তরময় উপত্যকা অতিক্রম করছিলেন। এমন সময় তিনি শুনতে পেলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ" তিনি বলেন, "আমি এই আওয়াজ শুনে চারদিকে দেখলাম। কিন্তু কেউই নজের পড়লোনা। আমি সামনে অগ্রসর হলাম। পুনরায় একই আওয়াজ আবারো শুনলাম। যেদিক থেকে আওয়াজ আসছিল আমি সেদিকে গেলাম। সেখানে একটি হরিনী রশি দিয়ে বাঁধা অবস্থায় দেখতে পেলাম। একজন সশস্ত্র বেদুঈনরৌদ্রেশুয়েছিল।

হরিনী বললো, "হে আল্লাহর রাসূল। এই বেদুঈন আমাকে শিকার করেছে। এই পাহাড়ে আমার ছোট ছোট দুটি বাচ্চা রয়েছে। আপনি যদি আমাকে খুলে দেন তাহলে আমি তাদেরকে দুধ পান করিয়ে ফিরে আসবো।"

নবী পাক (সাঃ) বললেন, "তুমি কি সত্যি তা করবে? জবাবে সে আরজ করলো, আমি যদি ওয়াদা পুরন না করি তাহলে আল্লাহ তায়ালা যেন আমাকে প্রসব বেদনায়মেরেফেলেন।"

তিনি তার রশি খুলে দিলেন। সে দৌড়ে চলে গেল এবং বাচ্চাদের দুধ পান করিয়ে ফিরে এলো। ফিরে আসার পর নবী পাক (সাঃ) তাকে রশি দিয়ে বাঁধ ছিলেন। এমন সময় বেদুঈনের চোখ খুলে গেল। সে রাসূলকে (সাঃ) চিনতে পারলো এবং আরজ করলো, "হে আল্লাহর রাসুল। আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবানি হোক। আমি কিছুক্ষণ আগে এই হরিনী শিকার করেছি। আপনার কি তা প্রয়োজন আছে?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ, তা আমার প্রয়োজন রয়েছে।"

সে বললো, "আপনি আনন্দ চিত্তে তা নিতে পারেন।"

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হরিনীকে আযাদ করে দিলেন। তাতে সে এতো খুশী হলো যে ময়দানে সে দৌড়ানো শুরু করলো। তারপর খুশীতে মাটির ওপর পা আছড়াতে লাগলো এবং আল্লাহর একত্ববাদ এবং রাসূলের (সাঃ) রিসালতের স্বাক্ষ্য দিতে দিতে সেখান থেকে বিদায় নিলো।"

www.pathagar.com

গ্রন্থপঞ্জী

১। তাফসিরে ইবনে কাছির
২। সহিহ বুখারী
৩। সহিহ মুসলিম
৪। সুনানেনাসায়ী
৫। সুনানে বাইহাকী
৬। মুসনাদে আহমদ
৭। আল মুসনাদ
৮। সিরতে ইবনে হিশাম
৯। আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া
১০। আল ইসাবাহ
১১। উসুদুল গাবাহ
১২। আল ইসাতিয়াব
১৩। তাবাকাতে ইবনে সাদ
১৪। আল মাগাযী লিল ওয়াকেদী

www.pathagar.com

আমাদের প্রকাশিত কিছু বই

* তাফহীমুল কুরআন (১-১৯ খণ্ড)
  –সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
* তাফহীমুল কুরআন বিষয় নির্দেশিকা
  –সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
* সহীহ আল বুখারী (১-৬ খণ্ড)
  –সংকলিত
* সুনান ইবনে মাজা (১-৪ খণ্ড)
  –সংকলিত
* নবী জীবনের আদর্শ
  – অধ্যাপক গোলাম আযম
* আদম সৃষ্টির হাকীকত
  – অধ্যাপক গোলাম আযম
* ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ
  – অধ্যাপক গোলাম আযম
* যুক্তির কষ্টি পাথরে জন্মনিয়ন্ত্রণ
  – অধ্যাপক গোলাম আযম
* কুরআন বুঝা সহজ
  – অধ্যাপক গোলাম আযম
* আল্লাহর দরবারে ধরণা
  – অধ্যাপক গোলাম আযম
* ঈমানের দাবী
  – আব্বাস আলী খান
* দেশের বাইরে কিছুদিন
  – আব্বাস আলী খান
* ইসলামী আন্দোলনের সমস্যা ও সম্ভাবনা
  – মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী
* গণতন্ত্র গণবিপ্লব ও ইসলামী আন্দোলন
  – মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী
* মুসলিম উম্মাহর দায়িত্ব ও কর্তব্য
  – মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী

www.pathagar.com